বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

একচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

১৩৪২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দ্বিচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। একচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

সদস্য

আলোচ্য বর্ষের শেষে পরিষদের সদস্যসংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

	বর্ষারম্ভে	বর্ষশেষে
(ক) বিশিষ্ট-সদস্য	৭	১১
(খ) আজীবন সদস্য	১০	১২
(গ) অধ্যাপক সদস্য	৯	৯
(ঘ) মৌলভী-সদস্য	০	০
(ঙ) সাধারণ-সদস্য	৭৮২	৮১৮
(চ) সহায়ক-সদস্য	২২	১৮
	৮৩০	৮৬৮

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য—বর্ষারম্ভে নিম্নোক্ত ৭ জন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন,—

১। স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, ২। স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, ৫। ডক্টর সিলভাঁা লেভি, ৬। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ৭। স্যর জর্জ এ. গ্রিয়ার্সন।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত চারি জন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—১। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ২। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৩। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ৪। রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন। অতএব বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১১ হইয়াছে।

(খ) আজীবন-সদস্য—বর্ষারম্ভে নিম্নোক্ত ১০ জন আজীবন-সদস্য ছিলেন,—

১। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ৩। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর, ৪। রায় শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত চৌধুরী, ৫। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ৬। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, ৭। কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, ৮। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৯। ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, এবং ১০। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা।

তন্মধ্যে কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত তিন জন আজীবন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ২। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ৩। শ্রীযুক্ত গণপতি ঘোষ ভক্তিভূষণ।

বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা ১২ হইয়াছে।

(গ) অধ্যাপক সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। নিম্নলিখিত ৯ জন অধ্যাপক-সদস্য আছেন।

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী, ৬। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার শাস্ত্রী, এবং ৯। শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য।

(ঘ) মৌলবী সদস্য—দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কেহই এই শ্রেণীর সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই। আলোচ্য বর্ষেও এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব আসে নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য (শহর)—বর্ষারম্ভে ৫৯৯ জন সদস্য ছিলেন, বর্ষমধ্যে ৩৯ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বে সদস্য ছিলেন, এরূপ ১৭ জন সদস্য হইয়াছেন। মোট ১০০ জনের মধ্যে ১ জন বিশিষ্ট-সদস্য, ১ জন আজীবন সদস্য এবং ১ জন সহায়ক-সদস্য হইয়াছেন, ৮৫ জনের নাম চাঁদা অনাদায় হেতু বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ১২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই হেতু বর্ষশেষে শহরবাসী সদস্য ৬০০ জন ছিলেন।

(মফস্বল) বর্ষারম্ভে ২৩৮ জন সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ১০ জন নূতন এবং পূর্ব্বে সদস্য ছিলেন, এরূপ ২ জন পুনরায় সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। মোট ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে ১ জন সহায়ক-সদস্য হইয়াছেন, ২২ জনের নাম চাঁদা অনাদায় হেতু বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই হেতু বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্য ২১৮ জন হইয়াছেন।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ২২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন; তন্মধ্যে স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় ৭ জনের নাম বাদ দেওয়া হয় এবং নূতন ৩ জন এই শ্রেণীর সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন। এই জন্য বর্ষশেষে ১৮ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন।

ছাত্রসভ্য

বর্ষারম্ভে ২৩ জন ছাত্রসভ্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৭ জনের ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিয়াছে এবং ২ জন ছাত্রসভ্য থাকিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত একজন সাধারণ-সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ৫ জন নূতন ছাত্রসভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র রায় মহাশয় মাথমণ্ডল ব্রতের কতকগুলি ছড়া সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, এবং এই সংগ্রহ আলোচ্য বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ষমধ্যে ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় তিন দিন ছাত্রসভাগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে নূতন নিয়ম অনুসারে ছাত্রাধ্যক্ষ-পদ উঠিয়া গিয়াছে। এই জন্ম এই বিভাগের কার্য্য আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

পরলোকগত সদস্যগণ

(ক) আজীবন-সদস্য—কুমার রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, (খ) সাধারণ-সদস্য— ১। রায় অনাথনাথ বসু, ২। অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩। অমূল্যকুমার বসু বি এ, ৪। রায় ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, ৫। ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, এফ জেড এস, ৬। ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন, ৭। জানকীনাথ বসু বি এল, ৮। রায় সাহেব ঠাকুরদাস বসু, ৯। পুলিনবিহারী দত্ত ১০। প্রভাতচন্দ্র নন্দী, ১১। প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ, ১২। স্যর বিপিনবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল, ১৩। বিভূতিভূষণ মিত্র বি এল, ১৪। ব্রজভূষণ গুপ্ত এম এ, বি এল, ১৫। রাজা ভুবনমোহন রায়, ১৬। যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম এ, ১৭। রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, এটর্ণি, ১৮। কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি, ১৯। সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম টি ডি, এম আর এ এস, ২০। সুরেন্দ্রভূষণ সেন এম এ, এবং ২১। হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

এই সকল সাধারণ-সদস্যের মধ্যে কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সহকারী সম্পাদক-পদে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদে থাকিয়া বহুদিন পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় পরিষদের চিত্র সাহিত্যিকভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার জন্য ১০৫০০৲ টাকা এবং "বৃন্দাবনকথা" গ্রন্থ ১৫০ খানি দান করিয়া গিয়াছেন ও "মাথুর কথা" নামক পরিষদ্‌গ্রন্থের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ

পূর্ব্বোক্ত সদস্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবিগণের পরলোক গমনের জন্য পরিষদের অধিবেশনে শোক-প্রকাশ করা হইয়াছিল,—

১। অতুলপ্রসাদ সেন, ব্যারিষ্টার, ২। কুমুদনাথ চৌধুরী, ৩। গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, ৪। তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, ৫। দ্বিজদাস দত্ত, ৬। প্রিয়ম্বদা দেবী, ৭। মুকুন্দ দাস, ৮। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৯। হরিদাস হালদার। ইঁহাদের মধ্যে তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিছু দিন পরিষদের সদস্য ছিলেন।

সংবর্দ্ধনা ও উৎসবাদি

(ক) আলোচ্য বর্ষে ১৮ই বৈশাখ মাদ্রাজের "দক্ষিণ-ভারত হিন্দীপ্রচারক সভার" সম্পাদক এবং সভ্যগণ পরিষদ্ মন্দির পরিদর্শন করিতে আসেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির

সভ্যগণ উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করেন এবং পরিষদের কার্য্যকলাপের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন।

(খ) চিত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব—৮ই শ্রাবণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে এক প্রীতিসম্মিলন এবং তদুপলক্ষে সংগৃহীত মূর্ত্তি, পুথি, সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য ও পুস্তকাদির এক প্রদর্শনী হয়। এই সকল দ্রব্য সংগ্রহে, সঙ্গীতাদির আয়োজনে এবং উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহে যাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইবে।

(গ) গত ১৪ই পৌষ তারিখে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে কলিকাতায় সমাগত প্রতিনিধিগণকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য এক প্রীতিসম্মিলনের আয়োজন করা হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় এবং সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করেন। এই উপলক্ষে যাঁহারা পরিষৎকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং সঙ্গীতাদি দ্বারা প্রতিনিধিগণের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

(ঘ) গত ৩রা মাঘ তারিখে কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র, অল্ডারমেন ও কাউন্সিলারগণকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য পরিষদ্ মন্দিরে এক প্রীতি-সম্মিলন হয়। এই উপলক্ষে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় পরিষদের অভাবের বিষয় করপোরেশনের উক্ত কর্তৃপক্ষগণকে জ্ঞাপন করেন। উত্তরে মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় পরিষদের কার্য্যে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া জানাইলেন যে, করপোরেশন শ্রদ্ধার সহিত পরিষদের অভাব মোচনের বিষয় বিবেচনা করিবেন। এই প্রীতি সম্মিলনের সাফল্যের জন্য যাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সঙ্গীতাদির দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ "মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে" দ্রষ্টব্য।

(ক) চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—১, (খ) মাসিক অধিবেশন—১০, (গ) সাহিত্যিক-গণের বার্ষিক স্মৃতিসভা—৪, এবং বিশেষ অধিবেশন—১০, মোট ২৫টি।

(ক) চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৩ই আষাঢ়, রবিবার আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হয়। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপরে

বিশিষ্ট, আজীবন, সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন, চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ ও গ্রহণ এবং একচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর, কতকগুলি বৃত্তি দান বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে একচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপিত এবং একচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হয়, এবং কতিপয় সদস্য ও সাহিত্যিকের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়। অধিবেশনের কার্য্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পর সভাপতি মহাশয় চলিয়া যাওয়ায় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি-পদ গ্রহণ করেন।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ১০ই বৈশাখ, ৩০এ আষাঢ়, ২৫এ ভাদ্র, ২০এ আশ্বিন, ৩০এ অগ্রহায়ণ, ১০ই মাঘ, ২৯এ মাঘ, ৫ই ফাল্গুন, ১৫ই ও ১৯এ চৈত্র—এই দশ দিনে দশটি মাসিক অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল,—

প্রবন্ধ এবং লেখকগণ

১। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমানভুক্তি—শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত।
২। উত্তররাঢ়ে সেন-রাজধানী—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
৩। কৃত্তিবাসের জন্মশক (আলোচনা)—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী।
৪। কবি সৈয়দ সোলতান—ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ এনামুল হক।
৫। রুক্মিণী দেবী—শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ।
৬। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিবাসস্থান—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
৭। কয়েকটি নূতন সহজিয়া পদ—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।
৮। গোবিন্দদাস কবিরাজের নূতন পদাবলী—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রমোহন সাহা।
৯। যদুনন্দন দাসের দানলীলাচন্দ্রামৃত—ভূমিকা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ।
১০। ফরিদপুরের মাঘমণ্ডল ব্রত—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।
১১। রাঢ়ী বাংলার আলিপনা-চিত্র—শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত।
১২। প্রাচীন কালে পশ্চিম-সুন্দরবন—শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত।

(গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা

২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের, ১৪ই আষাঢ় মাইকেল মধুসূদন দত্তের, ১৯এ চৈত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের এবং ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-পূজার জন্য চারিটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে প্রবন্ধ ও কবিতাপাঠ, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও আলোচনাদি হইয়াছিল।

(ঘ) বিশেষ অধিবেশন

(১) ২৩এ বৈশাখ, ডক্টর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল' নামক প্রবন্ধ পাঠ, (২) ১১ই অগ্রহায়ণ উৎকলনিবাসী ধর্ম্মগুরু ব্রহ্মাবধূত বিশ্বনাথ বাবা

মহাশয় কর্তৃক "উড়িষ্যার মহিমা বা অলেখ নামক ধর্ম-সম্প্রদায়ের মূলতত্ত্ব ও ইতিকথা" বিষয়ে বক্তৃতা, (৩) 'উত্তরভারতে মুসলমানী ও ইংরেজী যুগের সন্ধিক্ষণ,' (৪) 'মহারাষ্ট্র দেশে ইতিহাস চর্চার ধারা' এবং (৫) 'ঐতিহাসিক গবেষণার অত্যাবশ্যক উপাদান' বিষয়ে স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের বক্তৃতার জন্য পাঁচটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত (৬) ১৩ই আষাঢ় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের, (৭) ৪ঠা ফাল্গুন কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের, (৮) ৫ই ফাল্গুন ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ ও পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশের জন্য এবং (৯) ২২এ অগ্রহায়ণ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ও মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের ও (১০) ২৫এ ফাল্গুন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সহকারী সভাপতিগণ—(কলিকাতার পক্ষে) ১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি, (তিনি পরলোক গমন করায়) শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৩। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, (তিনি সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়ায়) শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, এবং ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, (মফঃস্বলের পক্ষে)—১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, ৩। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী এবং ৪। স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার।

সম্পাদক—বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বর্ষমধ্যে অসুস্থতাবশতঃ পদত্যাগ করায় রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর ঐ পদে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া কিছুদিন কার্য্য করেন। পরে তিনি পদত্যাগ করিলে ঐ পদে সহকারী সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ মহাশয় যথারীতি সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

সহকারী সম্পাদকগণ—১। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, পরে সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ৩। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ এবং ৪। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত।

পত্রিকাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ (বর্ষের শেষভাগে নূতন নিয়মানুসারে এই পদের লোপ হয়), এবং পুথিশালাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য (নূতন নিয়মানুসারে এই পদের সৃষ্টি হইয়াছে)।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

(ক) মূল-পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ৩। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী—নিয়মানুসারে উপযুক্তসংখ্যক অধিবেশনে যোগদান না করায় তাঁহার নাম বাদ দেওয়া হইলে, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৫। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ৬। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, পদত্যাগ করায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ ৮। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ৯। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ১০। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, ১১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ, ১২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ১৩। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ১৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, ১৭। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, ১৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, ১৯। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু, ২০। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু।

(খ) শাখা পরিষদের পক্ষে—১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ৫। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু সরস্বতী এবং ৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এবং ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৫টি সাধারণ এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত নিম্নোক্ত বিষয়ে সমিতিতে গৃহীত মন্তব্য অনুসারে কার্য্য করা হইয়াছিল।

১। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণকে এবং কলিকাতার মেয়র ও কাউন্সিলারগণকে সংবর্দ্ধনার জন্য পরিষদ্ মন্দিরে প্রীতি-সম্মিলনের আয়োজন করা হয়।

২। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে সাহিত্যিক প্রদর্শনীর জন্য পরিষদ্ মন্দির ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) কমলা-লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ মহাশয়কে এবং (খ) গিরিশ-লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়।

৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিনে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার এবং রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরকে সংবর্দ্ধনা করিবার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছিল।

৫। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল প্রবন্ধাদির সূচী ও তদনুরূপ সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ক সংবাদ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

৬। ড্রেন ও পাইখানার কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত স্থায়ী তহবিল হইতে ৫৫০্ টাকা ব্যয় করিবার এবং সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড প্রকাশের জন্য ঐ তহবিল হইতে ১০০্ টাকা ধার দিবার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

৭। আগ্রায় পরিষদের শাখা স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৮। নিয়মানুসারে (ক) সাহিত্য, (খ) ইতিহাস, (গ) দর্শন ও (ঘ) বিজ্ঞান শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়, (চ) পুস্তকালয়, (ছ) চিত্রশালা, এবং (জ) ছাপাখানা সমিতি গঠন ব্যতীত (ঝ) নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন শাখা-সমিতি, (ঞ) প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিনিধি সংবর্দ্ধনা সমিতি, (ট) করপোরেশনের মেয়র সংবর্দ্ধনা সমিতি, (ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-স্মৃতিচিত্র-নির্ব্বাচন-সমিতি, (ড) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি, (ঢ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বার্ষিক স্মৃতি-সভার আয়োজন সমিতি, (ণ) আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা-সমিতি, (ত) রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও জলধর সংবর্দ্ধনা সমিতি, (থ) পরিষদের সম্পত্তির তালিকা প্রণয়ন সমিতি, (দ) রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতিবার্ষিকী সমিতি এবং (ধ) ত্রিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব সমিতি—এই সকল শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপদপ্রার্থিগণের নির্ব্বাচন-পত্র পরীক্ষার জন্য নিম্নোক্ত সভ্যগণকে ভোটপরীক্ষক-পদে সাধারণ অধিবেশন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত করা হয়, যথা—(১) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, (২) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র, (৩) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রলাল দত্ত, (৪) ৺হেমেন্দ্রলাল রায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা একচত্বারিংশ ভাগ চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি সংখ্যায় শ্রেণীভেদে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—

১। কয়েকটি নূতন সহজিয়া পদ—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।

২। দানলীলাচন্দ্রামৃত—ভূমিকা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ।

৩। কবি সৈয়দ সোলতান—শ্রীযুক্ত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্।

৪। রুক্মিণী দেবী—শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন।

৫। কৃত্তিবাসের জন্মশক (আলোচনা)—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

৬। নাথধর্ম্মে বেদতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ।

(খ) ইতিহাস—

১। উত্তররাঢ়ে সেন-রাজধানী—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

২। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। মহাকবি কালিদাসের সময়—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৪। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদি বাসস্থান—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

৫। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমানভুক্তি—শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত।

(গ) গ্রাম্য সাহিত্য—

১। মাঘমণ্ডল ব্রত—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ।

(ঘ) বিজ্ঞান—

১। মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

(ঙ) শিল্পতত্ত্ব—

১। রাঢ়ী বাংলার আলিপনা-চিত্র—শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত।

এতদ্ব্যতীত ১৩৪০ বঙ্গাব্দের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনাদির কার্য্যবিবরণ এবং চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্কলিত পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির ইংরেজি সারমর্ম Indian Historical Quarterly পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে—

১। চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন এবং শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২। গৌরপদতরঙ্গিণী ৬৮৮ পৃষ্ঠা। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ।

৩। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—২য় খণ্ড (পরিশিষ্ট) ৪৬৮ পৃষ্ঠা। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এইগুলি সত্বর প্রকাশিত হইবে—

১। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (২য় সংস্করণ), সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। গ্রন্থের মূল ও ভাষা-সম্বন্ধ টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকাদি ও শব্দসূচী মুদ্রিত হইতেছে।

২। পরিষদের পুথিশালার সংস্কৃত পুথির তালিকা—সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী। গ্রন্থের মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকাদি মুদ্রিত হইতেছে।

৩। অনাদিমঙ্গল—সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থের মূল মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকা ও শব্দসূচী মুদ্রিত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে স্থির হইয়াছে যে, বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে রিকার্ডোর অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইবে। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে মহাশয় ইহার অনুবাদক নির্বাচিত হইয়াছেন এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় অনুবাদ-পরীক্ষক নির্বাচিত হইয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশের পূর্ব্বগৃহীত সঙ্কল্পগুলির মধ্যে (ক) কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশের সঙ্কল্প অর্থাভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(খ) রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল, (গ) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও (ঘ) আলাওলের পদ্মাপুরাণ—এই তিনখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরিষদের হস্তগত হয় নাই।

(ঙ) রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর কতকগুলি গ্রন্থের মুদ্রণ বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। সত্বর প্রকাশিত হইবে। অধিকাংশ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের অনুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও আমেরিকার কোন কোন লাইব্রেরী হইতে সংগ্রহ করিবার কার্য্যে বহু বিলম্ব ঘটায় পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয় নির্ব্বাহকল্পে বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক সাহায্য ১০৮০৲ পাওয়া গিয়াছিল এবং লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের সুদ ও গ্রন্থবিক্রয় দ্বারা ১৩২২৸৶০ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি তহবিলের প্রতিষ্ঠাতা কলিকাতা সুবর্ণবণিক্-সমাজের কর্তৃপক্ষ ঐ তহবিলের সুদ ১৭৭৲ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড প্রকাশের জন্য ব্যয় করিবার সম্মতিদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের নিকট হইতে ২৫৲ সাহায্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য ইঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই অর্থসাহায্য ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে এই গ্রন্থ খণ্ড প্রকাশের জন্য স্থায়ী তহবিল হইতে ২০০৲ টাকা ধার লওয়া হইয়াছিল। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রসঙ্গে পরিষদের পক্ষ হইতে কিছু জানান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। সঙ্কলনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বাবু এই গ্রন্থের তিন খণ্ডের সর্ব্বস্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই তিন খণ্ড গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য সম্পাদকীয় পারিশ্রমিক হিসাবে তাঁহার ছয় শত টাকা এবং গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার জন্য ২৫৲ মোট ছয় শত পঁচিশ টাকা প্রাপ্য হইয়াছিল। তিনি এই সমস্ত টাকা সম্বন্ধে পরিষৎকে অব্যাহতি দিয়াছেন। পরিষদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার সময়ে তাঁহার এইরূপ পরিষৎপ্রীতির উল্লেখ না করিলে পরিষদের পক্ষে অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হইবে।

প্রস্তাবিত গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল আলোচ্য বর্ষেও স্থাপন করিতে পারা যায় নাই। আলোচ্য বর্ষেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী অধিকতর বিক্রীত হইয়াছিল।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের পুথিশালায় নিম্নোক্ত পুথি উপহার দিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী ২৯৭ মোড়ক, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষাল ২০ মোড়ক, শ্রীযুক্ত শোভনা নন্দী ১২ মোড়ক, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ৪ মোড়ক,

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ১ যোড়ক, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬ খানি, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৩ খানি, শ্রীযুক্ত শিবময় মণ্ডল ৩ খানি, শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ১ খানি, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন ১ খানি, শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত ১ খানি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত রমানাথ গুপ্ত মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক গত বর্ষে (১৩৪০ বঙ্গাব্দে) প্রদত্ত পুথির যোড়কগুলির মধ্য হইতে আলোচ্য বর্ষে ৭৩ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হয় এবং তন্মধ্য হইতে ৫৬ খানি প্রয়োজনীয় পুথি তালিকাভুক্ত করা হয়। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা ২ খানি এবং সংস্কৃত ৫৪ খানি। বর্ষ মধ্যে মোট সংস্কৃত ৬৫ খানি ও বাঙ্গালা ৬ খানি, সাকুল্যে ৭১ খানি পুথি তালিকাভুক্ত করিয়া বর্ষশেষে সর্ব্বরকম পুথির সংখ্যা ও শ্রেণী এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালা ৩১১৭ খানি, সংস্কৃত ১৮৯২ খানি, তিব্বতী—২৪৪, ফার্সী—১২, অসমীয়া—৩, ওড়িয়া—৪, হিন্দী—২ মোট—৫২৭৪ খানি।

শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় তাঁহার প্রদত্ত পুথিগুলির সহিত তিনটি আলমারি পরিষদের পুথিশালায় দান করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে পুথি সংগ্রহকার্য্যে শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদিত সংস্কৃত পুথির তালিকার মূলাংশের মুদ্রণ কার্য্য আলোচ্য বর্ষে সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতঃপর ইহার ভূমিকা প্রভৃতি মুদ্রিত হইলেই তালিকাখানি সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিবে। আলোচ্য বর্ষে এই তালিকা প্রকাশার্থ যে অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। দাতৃগণকে এই জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

গত বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণের সঙ্কলন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই। মফঃস্বল হইতে পুথি সংগ্রহের চেষ্টা এবং সংগৃহীত পুথিগুলিতে পাটা ও খেরো লাগাইবার ব্যবস্থা অর্থাভাববশতঃ করিতে পারা যায় নাই।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে ৩৮২৭৪ খানি পুস্তক-পত্রিকা ছিল। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের হিতৈষিবর্গের নিকট হইতে ৩৬২ খানি বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক ও পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে। এবং ১৭০খানি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে। অতএব বর্ষশেষে পরিষদের পুস্তক সংখ্যা ৩৮৮০৬ হইয়াছে।

পরিষদের এবং পরিষদের অন্তর্গত বিশিষ্ট গ্রন্থসংগ্রহে বর্ষশেষে নিম্নোক্তসংখ্যক পুস্তক পত্রিকা ছিল।

১। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার—৩৫৪৬, ২। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার—২২৫০, ৩। রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগার—৭৩২, ৪। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব গ্রন্থাগার—৭৬৪ ও ৫। পরিষদ্ গ্রন্থাগার—৩১৫১৪।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা উপহার অথবা বিনিময়ে গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। Government of India, Central Publication Branch, ২। Surveyor General of India, ৩। Archaeological Department of India, ৪। Imperial Records Department, ৫। Publicity Officer, Bengal Government, ৬। Librarian, Bengal Govt Library ৭। Director of Industries, Bengal, ৮। Bengal Secretariat, Book Depot, ৯। Calcutta University, ১০। School of Oriental Studies, London, ১১। Royal Asiatic Society, China Branch, ১২। Smithsonian Inst. New York, ১৩। Boston Museum, U. S. A., ১৪। Kern Institute Leyden, Holland, ১৫। H. H. the Nezam's Government, ১৬। Government Museum, Madras, ১৭। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী, ১৮। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ১৯। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

যে সকল হিতৈষী বন্ধু পরিষৎকে গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান মহাশয় উক্ত লাইব্রেরীর ৬৭ খানি পুস্তক ও পত্রিকা, শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ১৫ খানি, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী ৩ খানি, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩ খানি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১০ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দ্বিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে ১৩০ খানি পুস্তক পত্রিকা সংগৃহীত হইয়াছে।

উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য,—

প্রদাতা শ্রীযুক্ত রাজকুমার সরকার। পুস্তকাদি—১। অন্বীক্ষণ, ১ম খণ্ড, ১২৮২-৮৩ (১ম-১০ম সং), ২। অনুসন্ধান, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১২৯৯ (অসম্পূর্ণ), ৩। নূতন পদার্থপ্রকাশিকা, ৪। পত্রিকোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা, ১৭৭৫ শক, ৫। জীবন-চরিত বিদ্যাসাগর, ১৮৭৬ খ্রী, ৬। পাখিরহস্য—বিহারীলাল মিত্র, ১৮০৫ শক, ৭। অদ্ভুত ইতিহাস, সিকেন্দর সাহের দিগ্বিজয়, ১৮৫৭ খ্রী, ৮। নিশীথ চিন্তা—রাজকৃষ্ণ রায়, ১২৮৪, ৯। হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা,—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা, ১২৯৯, ১০। Speeches on Early Marriage in India—S. Sarbadhikary, 1887, ১১। বিরাট পর্ব্ব—হরিনাথ ন্যায়রত্ন অনূদিত, ১২৬৯, ১২। রচনাবলি—হরিনাথ শর্ম্মা, ১২৭৩, ১৩। স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা, ১৮৯৩ সাল, ১৪। পরমানন্দ-লহরী বা হরিগুণবিবর্দ্ধিনী সঙ্গীতমালা, ১ম উচ্ছ্বাস,—পরমানন্দ সেনগুপ্ত সংগৃহীত, ১২৯৯, ১৫। ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত—প্যারীচাঁদ মিত্র, ১২৮৫, ১৬। নাট্য-বিকার—জানকীনাথ বসু প্রকাশিত, ১২৯৮, ১৭। ভারতীয় নাট্যরহস্য—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ১৮৭৮, ১৮। ভূগোল ও ইতিহাসঘটিত বৃত্তান্ত, ১ম ভাগ, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ১৭৮৪, ১৯। The Life of Chandrahansa—Tr. Bhabany Churn Bose, 1870, ২০। Hindu Idolatory and English Enlightenment, 1882, ২১। A Dictionary of Beng. Language (Abridged from Dr. Carey's Quarto,

Dictionary, 2nd Ed. 1840), ২২। Statesman (Jan—July, Sept. 1881), ২৩। Statesman (Jan—Sept. Dec. 1880).

ডক্টর্ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে—১। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ১২৫৯, ২। সঙ্গীতমঞ্জরী—হরকুমার বসু, ১২৯৩, ৩। বিরাগসঙ্গীত—আবদুল হামিদ্ খান্, আহমদী ইউসফজয়ী, ১২৯৭, ৪। প্রবোধ সঙ্গীত—আহমদী ইউসফ্জয়ী, ১২৯৮, ৫। পলাশির যুদ্ধ—নবীনচন্দ্র সেন, ১৮৭৭, ৬। লীলাবতী নাটক—দীনবন্ধু মিত্র, ১২৭৮, ৭। কবিতাবলী—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় সংখ্যা, ১২৮৩, ৮। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—মাইকেল, ২য় সংখ্যা, ১২৭৫, ৯। লর্ড ক্লাইভ চরিত্র—Har Chunder Dutt ১২৫৩, ১০। ইংলণ্ডাধিপতি মহামহিম আলফ্রেডের জীবনবৃত্তান্ত—শ্যামাচরণ মজুমদার অনূদিত, ইং ১৮৬৬, ১১। ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১। The Philosophical Dictionary—M. de Voltaire 1802, ২। Oriental Observer, vol. I, 1846—47, nos. 3, 4, 6, 7, ৩। The Oriental Observer, vol II, 1847—48, nos. 1—5, ৪। রহস্যসন্দর্ভ, ৫ম পর্ব্ব, ৫৪ খণ্ড।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার—১। তিলোত্তমা নাটক—নবখণ্ডচন্দ্র নন্দী, ১২৮১।

শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১। The Calcutta Star, vol. II, 1842 (অসম্পূর্ণ)

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—১। বাঙ্গালা অভিধান।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল—১। The Fifth Report of the Calcutta School Society, 1826-28 (published in 1829)

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—১। শ্রীভাগবতামৃতবিন্দু—রাজা দামোদর চন্দ্রাবত বাহাদুর-সংগৃহীত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বারা সংশোধিত, ১২৭৩, ২। দূতী-সংবাদ—কৃষ্ণদাস, ১২৮১, ৩। বেদান্তসার:—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য সদানন্দকৃত, ১৭৮০ শক, ৪। অন্নদামঙ্গল, ৫। বিদ্যাসুন্দর, ৬। মানসিংহ—ভারতচন্দ্র, ১২৬৪।

শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—Englishman (Weekly) 1862, 1863, ২। ভাবী সম্রাটের ভারতভ্রমণ, ১২৮২।

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস—১। মূল কালীপুরাণ—রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, ১২৫৫, ২। আনন্দলহরী—রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, ১২৪৬, ৩। শ্রীনাথতত্ত্বসার—ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী, ১২৪৬, ৪। শ্রীমন্মহানাটক—রামগতি কবিরত্ন, ১২৫৩।

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রদেবক নন্দী—১। সুলভ পত্রিকা, ১১৯০, ২। গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, ১২৮০।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—শরীরসা নী বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত এন, কে, বসু—১। A Dictionary in Bengalee and English, 1827.

এতদ্ব্যতীত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'বিশ্বকোষের' নূতন সংস্করণ, শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত

'বঙ্গীয় শব্দকোষ' এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'মহাকোষ' প্রত্যেক খণ্ড প্রকাশ মাত্র দান করিয়া গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিতেছেন।

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে কতকগুলি অতীব দুষ্প্রাপ্য। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানির নাম দেওয়া হইল,—১। Ancient Indian Culture in Afghanistan, ২। Indian Drawings, vol. I, ৩। Indian Drawings, vol. II, ৪। সমাচারদর্পণ, ১৮২২ (৬ই এপ্রিল), ৫। বিজ্ঞানসারসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, ১৮৩৩ ইং, ১ম - ২য় সংখ্যা, ৬। The Principles and Objects of the Calcutta Unitarian Committee, 1827—Rev. William Adam, ৭। উদন্তমার্ত্তণ্ড, ১৮২৬ খ্রীঃ (প্রথম মুদ্রিত হিন্দী সংবাদপত্র), ৮। Mahenjo-Daro and the Indus Civilisation, 3 vols. ৯। Pearson's Idiomatical Exercises, English and Bengali, 1825, ১০। Daya Tatwa, A Treatise on the Law of Inheritance by Raghunandan Bhattacharya, edited by Lakshmi Narayan Sarma, 1828.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নোক্তসংখ্যক সাময়িক পত্রিকাগুলি পাওয়া গিয়াছিল,—১। দৈনিক—৬, ২। সাপ্তাহিক—৩৮, ৩। পাক্ষিক—৫, ৪। মাসিক—৭১, ৫। দ্বৈমাসিক—৫, ৬। ত্রৈমাসিক—১৮, ৭। ষাণ্মাসিক—১ এবং আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত দৈনিক বসুমতী পত্রিকাখানি পাঠাগারের জন্য ক্রয় করা হইয়াছিল।

পরিষদের বিশিষ্ট সংগ্রহগুলির সম্পূর্ণ তালিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত। পরিষদের নিজস্ব সংগৃহীত গ্রন্থগুলির সম্পূর্ণ তালিকা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই; আলোচ্য বর্ষে এই তালিকার পাণ্ডুলিপি অনেকখানি প্রস্তুত হইয়াছে; কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত উহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। এবং এই অর্থাভাব জন্যই বহু আবশ্যক, ছিন্ন ও কীটদষ্ট পুস্তক বাঁধাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পুথি খরিদের জন্য অর্থ চাহিয়া কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষদের বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণ ও প্রয়োজনীয় হিসাবাদি সমেত আবেদন করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে করপোরেশন ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই জন্য পরিষৎ করপোরেশনের নিকট কৃতজ্ঞ।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নলিখিত শ্রেণীর দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে—(ক) প্রাচীন মুদ্রা—৩, (খ) প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি—৫, (গ) প্রাচীন চিত্র—৬, ফোটো—১, ইষ্টক, নক্সাযুক্ত—৭, সিমেন্টে প্রস্তুত মূর্ত্তি—১, অশোকের সময়ের মাটির বাসনের টুকরা—১, প্রাচীন চিত্রিত গোলাকার তাস—১১, সাহিত্যিকগণের পাণ্ডুলিপি—৯, সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য—৩, প্রাচীন লিপির ছাপ, দলিল প্রভৃতি—৩, প্রাচীন জ্যোতিষিক যন্ত্র—১, হলদীঘাটের মাটি।

এই সকল দ্রব্যের মধ্যে পুরীর রায় মিউজিয়মের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তি, অশোকের রাজধানী তোসালি নগর খননকালে প্রাপ্ত মৃত্তিকার বাসন,

মালা প্রভৃতি প্রাচীন উড়িয়ার চিত্র ও তাস এবং শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত জ্যোতিষিক যন্ত্র (Hindu Astrolabe), শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয়-প্রদত্ত ইষ্টক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশ বিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব উপলক্ষে উপহার পাওয়া গিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে পৌষ মাসে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে পরিষদ্ মন্দিরে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়।

কলিকাতা করপোরেশন হইতে আলোচ্য বর্ষেও চিত্রশালার জন্য কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

সাহিত্য, ইতিহাস দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা

	সভাপতি	আহ্বানকারী
সাহিত্য-শাখা	শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন
ইতিহাস „	স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার	„ ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক
দর্শন „	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-তীর্থ	„ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বিজ্ঞান „	শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু	„ সুকুমাররঞ্জন দাশ

অধিবেশনের সংখ্যা,—সাহিত্য শাখা—৩, ইতিহাস ২, দর্শন—১, বিজ্ঞান—১।

এই সকল অধিবেশনে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার জন্য ও মাসিক অধিবেশনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে আগ্রা নগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, গৌহাটী প্রভৃতি শাখার বার্ষিক কার্য্যবিবরণের সার মর্ম্ম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন কোথাও আহূত হয় নাই।

স্মৃতিরক্ষা

আলোচ্য বর্ষে এই সকল সাহিত্যিকের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ক) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত শচীশ্রীব চট্টোপাধ্যায় তাঁহার পিতামহের এই ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছেন।

(খ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ১০০৲ টাকা সাহায্য হইতে এই তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

(গ) মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই তৈলচিত্র দান করিয়াছেন।

(ঘ) অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—এই ব্রোমাইড চিত্রখানি তাঁহার জামাতৃগণ দান করিয়াছেন।

(৬) মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী মহাশয়া এই বোমাইড চিত্র দান করিয়াছেন।

(৮) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই তৈলচিত্রখানি দান করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ণাবয়ব একখানি তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। এই চিত্র বর্তমান বর্ষে সত্বরেই প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে।

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে (ক) প্রমাদদাস বাচস্পতি, (খ) পুলিনবিহারী দত্ত এবং (গ) এজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই সকল চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয় তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে পরিষৎকে ৫০০৲ দান করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি যে সকল সর্ত্ত পালন করিবার জন্য দিয়াছেন, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ত্তগুলির মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। এই ৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিতে হইবে। (কাগজ খরিদ করা হইয়াছে)।

২। এই টাকার দুই বৎসরের যে সুদ হইবে, দুই বৎসর অন্তর তাহা পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হইবে।

৩। ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধলেখককে এই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

৪। রামপ্রাণ বাবুর পুত্রগণের কাহাকেও এই স্মৃতি-তহবিল-পরিচালন-সমিতির অন্যতম সভ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

পরিষদ্ মন্দির ও আসবাব

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের একটি বহুদিনের অভাব মোচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিষদ্ মন্দির নির্ম্মাণের পর হইতে গত ২৮ বৎসর মধ্যে জল নিকাস ও শৌচাগার নির্ম্মাণের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই। নিতান্ত অর্থাভাবেই এই বিষয়ে পরিষৎকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে মেসার্স এম, ডি, মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স কণ্ট্রাক্টর স্বব্যয়ে দুইটি শৌচাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ যাবৎ তাহা ব্যবহার করিবার উপযোগী ড্রেন, পাইপ প্রভৃতি সংযোগ করিতে পারা যায় নাই। এমন কি, পরিষৎ মন্দির ও রমেশ ভবন হইতে বৃষ্টির জল নিকাসেরও কোন ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। আলোচ্য বর্ষে এই সকল অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া সমিতি স্থায়ী তহবিল হইতে ৩৫০৲ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। যাহা হউক, এত কাল পরে এই অতিপ্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ হইল।

উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার পর পরিষদ মন্দির ও রমেশ-ভবনে গত পূর্ব্ব বৎসরে ভূমিকম্পনের দরুণ যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা মেরামত করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। এই কার্য্যও সত্বর সমাধা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

পরিষদের সভাপতি আচার্য্য স্তর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় "রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-ভবন" নির্ম্মাণে তাঁহার প্রতিশ্রুত সাহায্য ১০০০৲ দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় যে প্রাচীন পুথিগুলি দান করিয়াছেন, তাহার জন্ত তিনি চারিটী আলমারী দান করিয়াছেন।

বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের সাহায্যকল্পে বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে ১২০০৲ টাকার স্থলে ১০৮০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্ত ২০০ খানির পরিবর্ত্তে ৭০ খানি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা এবং এই উদ্দেশ্তে ২৪০৲ টাকার পরিষদ্‌গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সকল অর্থদান ব্যতীত ইনকাম-ট্যাক্স বিভাগ পরিষদের কোম্পানীর কাগজের ইনকাম-ট্যাক্স রেহাই দিয়া পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

পরিষদের পুস্তকালয়ের জন্ত পুস্তক পত্রিকা খরিদ করিবার উদ্দেশে কলিকাতা করপোরেশন আলোচ্য বর্ষে ৬২০৲ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই অর্থসাহায্য ব্যতীত করপোরেশন পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়া পরিষৎকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, চিত্রশালার কার্য্য পরিচালনার সাহায্য বাবদ আলোচ্য বর্ষেও করপোরেশনের নিকট কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-ভবন নির্ম্মাণে সাহায্য করিবার জন্ত করপোরেশনের নিকট পরিষৎ হইতে অর্থসাহায্য চাওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে করপোরেশনের শাখা-সমিতি পরিষৎকে এই উদ্দেশ্তে ৩০০০৲ সাহায্য দানের প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু এই টাকা আলোচ্য বর্ষের বজেটভুক্ত হয় নাই বলিয়া পাওয়া যায় নাই।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুরাতন নিয়মের নিম্নলিখিত ধারাগুলির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিবর্ত্তিত নিয়মগুলি আলোচ্য বর্ষের ৩য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছে,—

৯ম, ১১শ, ১৫শ, ১৬শ, ২৭শ, ২৭শ (ক), ২৭শ (খ), ৩২শ, ৩৩শ, ৩৫শ (ক), ৩৬শ (ক), ৮২ (খ), ৯০ম, ৯৬ম, ৯৭ম, এবং ৯৮ম।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত কতিপয় পরলোকগত সাহিত্যিকের দুঃস্থ পরিবারকে মাসিক ও এককালীন সাহায্য করা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্তে গচ্ছিত কোম্পানীর কাগজের সুদ ব্যতীত কোন কোন সহৃদয় বন্ধু কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্তে নির্দ্দিষ্ট পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু আয় হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু মহাশয় তাঁহার রচিত (ক) "কণারকের বিবরণ" ২০০ খানি এবং (খ) "নবীন ও প্রাচীন" গ্রন্থের ২৮৮ খানি এই উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কারের জন্য নিম্নোক্ত প্রবন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছিল। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কারের (১০০৲) জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধ এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে পুরস্কারযোগ্য প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। প্রবন্ধগুলি পরীক্ষার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি পরীক্ষকগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ৮ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস রচনার জন্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখককে একটি সুবর্ণপদক দানের জন্য পরিষদের নিকট উক্ত পদক গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ কয় বৎসরের মধ্যে কোন প্রবন্ধ পরিষদের হস্তগত না হওয়ায় তিনি উক্ত পদক ফেরত লইয়াছেন।

পদক	প্রবন্ধের বিষয়
১। হরপ্রসাদ সুবর্ণপদক —	হিন্দুরাজত্বে রাঢ়।
২। অক্ষয়কুমার বড়াল সুবর্ণপদক —	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যের বৈশিষ্ট্য, বিশ্লেষণ ও আলোচনা।
৩। কালীকৃষ্ণ সুবর্ণপদক —	আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের গতি।
৪। হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক —	বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্রের স্থান।
৫। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক —	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে করুণ রস।
৬। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্যপদক —	মাসিক সাহিত্য-সমালোচনার ধারা।
৭। বিপিনচন্দ্র পাল রৌপ্যপদক —	বৈষ্ণব সাহিত্যে বিপিনচন্দ্রের দান।

পুরস্কার

১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲) — বৈদিক যুগে আর্য্য ও অনার্য্য।

বিশেষ বিশেষ দান

সদস্যগণের নিয়মিত চাঁদা ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছিল। পরিশিষ্টে দাতৃগণের নাম ও চাঁদার বিবরণ দেওয়া হইল। এই সকল দাতৃগণের নিকট পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

(ক) বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান।

(খ) কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান।

(গ) রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-ভবন নির্ম্মাণের জন্য দান।

(ঘ) গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য দান।

(ঙ) দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান।

(চ) পুথিশালার জন্য দান।

(ছ) সাধারণ ভাণ্ডারে দান।

(জ) পুস্তক খরিদের জন্য দান।

(ঝ) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিরক্ষার্থ দান।

(ঞ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতিবার্ষিকীর জন্য দান।

(ট) পরিষদের প্রতিষ্ঠা উৎসবের জন্য দান।

(ঠ) বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চিত্রপ্রতিষ্ঠার জন্য দান।

(ড) প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিনিধি-সংবর্দ্ধনার জন্য দান।

(ঢ) কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র সম্বর্দ্ধনার জন্য দান।

(ণ) জলধর সংবর্দ্ধনার জন্য দান।

(ত) ব্যোমকেশ মুস্তফীর দুঃস্থ পরিবারবর্গের জন্য দান।

(থ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি তহবিলে দান।

(দ) আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণের জন্য দান।

এই সকল অর্থ দান ব্যতীত বেঙ্গল ইম্‌পিরিয়াল কোম্পানীর পক্ষে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানীর পক্ষে শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বহু দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য দান করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই পরিষদের পরম হিতৈষী এবং ইঁহাদের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত কানাইলাল সাহা মহাশয় পরিষদের বৃহৎ নাম ফলক প্রস্তুত করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আয়-ব্যয়

আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। এ বৎসর আয়-ব্যয়ের সহিত পরিষদের রেওয়া বা ব্যালান্স শীট দেওয়া হইল। ইহা হইতে পরিষদের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এ পর্য্যন্ত পরিষদের সম্পত্তির কত মূল্য, তাহা জানিবার উপায় ছিল না। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই ব্যালান্স শীট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদের সকল সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ জন্য একটি শাখা সমিতি গঠন করেন। সমিতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া যে যে বিভাগের দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা উক্ত ব্যালান্স শীটে দেখান হইয়াছে। উহাতে পরিষদের পাওনা ও দেনার (Assests and Liabilities) বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

পরিষদের বাজার দেনা ও স্থায়ী তহবিলের দেনা মিটাইবার জন্য সদস্যগণের প্রদত্ত চাঁদার উপর নির্ভর করিলে দেনা শোধের উপায় নাই। এই জন্য পৃথক্ অর্থ-সংগ্রহ করা প্রয়োজন। পরিষদ্ মন্দির সংরক্ষণের জন্য পৃথক্ ভাণ্ডার স্থাপনের প্রয়োজন। ইহার স্থায়ী তহবিল পূরণ করিবার জন্য অর্থ-সংগ্রহের প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত গ্রন্থ-প্রকাশের ও অনেক গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থাভাবে অনেক গ্রন্থের প্রকাশ-ভার পরিষৎকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ক্রমশঃবর্দ্ধমান

পুস্তকালয়ের পুস্তকগুলি বাঁধাইয়া রাখিবার এবং সেগুলির জন্য আধার প্রস্তুতের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। পরিষদ্ মন্দির সংস্কার ও রমেশ-ভবনের অসমাপ্ত কার্য্যগুলি সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। চিত্রশালার দ্রব্যগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিবার জন্য উপযুক্ত আধার প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত 'রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-ভবন' নির্ম্মিত হইলে পরিষদের স্থানের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিতে পারে, কিন্তু উহা নির্ম্মাণ করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। পরিষৎ-পত্রিকার কলেবর পূর্ব্ববৎ করিতে অর্থের প্রয়োজন। এতগুলি প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় একমাত্র সদস্যগণ ও পরিষদের ও মাতৃভাষার হিতৈষিগণের ঐকান্তিক সহানুভূতি। পরিষদের অস্তিত্বের সার্থকতা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই সকল অভাব পূরণে অগ্রসর হইবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহাই আশা করেন।

আয় ব্যয় সমিতি বিশেষ যত্নের সহিত মাসিক আয়-ব্যয়বিবরণ দেখিয়া দিয়া ও আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ প্রস্তুত করিয়া দিয়া পরিষদের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ঘোষ আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় পরিষদের সমস্ত আয় ব্যয় বিশেষ যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

উপসংহার

আলোচ্য বর্ষের পরিষদের কার্য্যবিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হইল। এই উপলক্ষে পরিষদের কার্য্য-পরিচালনে সম্পাদককে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সম্পাদক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত বঙ্গের এই শ্রেষ্ঠ সারস্বত নিকেতন ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির কার্য্য পরিচালনা করা সম্পাদকের পক্ষে একান্তই অসম্ভব হইত। পরিষদের অভাবের অন্ত নাই, কিন্তু এই বঙ্গদেশে সদনুষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি-শীল মহানুভব দাতারও অভাব নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, তাঁহারা অগ্রসর হইয়া এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতির পথ সুগম ও সরল করিয়া দিয়া জাতির গৌরব প্রতিষ্ঠা করুন। বঙ্গদেশ নানা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক অনুসন্ধানের খনি। এই খনির আবিষ্কার ও উদ্ধার করিয়া নানা অমূল্য তথ্যের প্রচার দ্বারা দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে তাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করুন—এই প্রার্থনা জানাইয়া এই কার্য্যবিবরণের পরিসমাপ্তি করিতেছি।

কলিকাতা
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৭ই শ্রাবণ।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির পক্ষে
শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

দ্বিচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দ্বিচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। নিম্নে সংক্ষেপে দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ লিখিত হইল।

ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ

মহামান্য ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের তিরোধান ভারতের পক্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই মহানুভাব সম্রাটের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। তাঁহার রাজত্বকালেই পরিষৎ নানাভাবে রাজসরকার হইতে উপকৃত হইয়াছেন।

সম্রাটের পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদ ঘোষিত হইলে পর পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-জ্ঞাপক পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। পরিষৎ নূতন সম্রাট্ অষ্টম এডওয়ার্ড মহোদয়কে শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন করিয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছেন।

সদস্য

১৩৪২ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নোক্তরূপ ছিল,—

		বর্ষারম্ভে	বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	১১	১০
(খ)	আজীবন-সদস্য	১২	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮১৮	১১৩০
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১৮	১৪
		৮৬৮	১১৭৭

(ক) বর্ষারম্ভে বিশিষ্ট-সদস্যসংখ্যা ১১ ছিল। বর্ষমধ্যে ডক্টর সিলভেঁ লেভি মহোদয়ের মৃত্যু ঘটায় এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১০ হইয়াছে। তাঁহাদের নাম,—

১। স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, ২। স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ৫। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৬। স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন্, ৭। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ৮। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৯। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ১০। ডক্টর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(খ) বর্ষমধ্যে নিম্নোক্ত দুই জন আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন,—১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু এবং ২। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ।

এই জন্য বর্ষশেষে আজীবন-সদস্য-সংখ্যা ১৪ হইয়াছে। তাঁহাদের নাম,—

১। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ৩। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ৪। রায় শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত চৌধুরী,* ৫। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ৬। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, ৭। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৮। ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, ৯। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ১০। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ১১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, ১৪। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইঁহারা একণে অধ্যাপক-সদস্য আছেন,—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী, ৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, ৯। শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই। নিয়ম প্রচলনের পর হইতে এক জনও মৌলভী এই শ্রেণীর সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—(কলিকাতা)। বর্ষারম্ভে ৬০০ জন সাধারণ-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ২ জন পদত্যাগ করিয়াছেন, ১ জন আজীবন ও ২ জন সহায়ক-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, ৪ জন মফস্বলের তালিকাভুক্ত হইয়াছেন এবং ১২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৩২৬ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৯০৫ হইয়াছে।

(মফস্বল) আলোচ্য বর্ষারম্ভে ২১৮ জন মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্য ছিলেন, তন্মধ্যে ২ জন পদত্যাগ করিয়াছেন, ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১ জন আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ৭ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন ও ৪ জন কলিকাতা হইতে মফস্বলে গিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ২২৫ হইয়াছে।

কলিকাতা ও মফস্বল, এই উভয় স্থানের সাধারণ-সদস্য বর্ষশেষে ৯০৫+২২৫=১১৩০ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১৮ জন ছিলেন। বর্ষমধ্যে ৪ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ২২ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষশেষে ইঁহাদের মধ্যে ৮ জনের স্থিতিকাল ফুরাইয়াছে।

পরলোকগত সদস্যগণ

বিশিষ্ট-সদস্য—১। ডক্টর্ সিলভেঁ লেভি।

সাধারণ-সদস্য—১। অন্নদাচরণ সেন, ২। উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। জিতেন্দ্রনাথ

* সম্প্রতি ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

ঘোষ, ৪। স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ৫। রায়সাহেব পঞ্চানন সরকার, ৬। প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৭। প্রসাদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮। ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, ৯। রামেশ্বর সেন, ১০। বসন্তকুমার বসু, ১১। ললিতবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১২। শরচ্চন্দ্র রায়, এবং ১৩। হেমেন্দ্রলাল রায়।

ইঁহাদের মধ্যে স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বহু দিন পরিষদের সহকারী সভাপতি-রূপে, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে, এবং উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম আয়-ব্যয়-পরীক্ষকরূপে পরিষদের সেবা করিয়াছেন। জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বহু পুস্তক গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন। পরিষদের বিশেষ ও মাসিক অধিবেশনে উক্ত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ

উক্ত সদস্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণের পরলোকগমনে পরিষদের বিশেষ ও মাসিক অধিবেশনে শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল,—

১। অটলবিহারী ঘোষ *, ২। রায় অনাথনাথ বসু*, ৩। রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ*, ৪। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর *, ৫। তারাকুমার কবিরত্ন *, ৬। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, * ৭। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *, ৮। নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৯। মনোমোহন পাঁড়ে *, ১০। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় *, ১১। সত্যচরণ শাস্ত্রী, ১২। সন্তদাস ব্রজবিদেহী *, ১৩। কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এবং ১৪। রাজা হৃষীকেশ লাহা।

ইঁহাদের মধ্যে ৮, ১১, ১৩, ১৪ সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন। অটলবিহারী ঘোষ মহাশয় কমলাকান্তের সাধকরঞ্জনের অন্যতর সম্পাদক ছিলেন, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং তারাকুমার কবিরত্ন পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, মনোমোহন পাঁড়ে ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথাক্রমে বীরেশ্বর পাঁড়ে ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র দান করিয়াছিলেন, রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয় পরিষদের ঋণশোধের জন্য অর্থ দান করিয়াছিলেন।

সংবর্দ্ধনা ও উৎসবাদি

(ক) আলোচ্য বর্ষের ১৮ই বৈশাখ রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরকে পরিষদের পক্ষ হইতে সংবর্দ্ধনা করা হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিরূপে সভার উদ্বোধন করিলে পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় স্বস্তিবাচন করেন এবং শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় একটি গান করেন ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন। সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ মহাশয় অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন। পরে ডক্টর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় কিছু বলেন। শ্রীযুক্ত জলধর বাবু অভিনন্দনের উত্তরে কিছু বলিলে পর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হয়। এই সংবর্দ্ধনার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের নামের তালিকা ও দানের পরিমাণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

(খ) ২৯এ বৈশাখ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহার পঞ্চসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে মাল্য-চন্দনে ভূষিত করেন এবং পরিষদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করেন। তৎপরে প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ কিছু বলিয়া, তাঁহার নব-রচিত 'শেষ সপ্তক' হইতে '২৫এ বৈশাখ' নামক গদ্যধর্ম্মী পদ্য পাঠ করেন। পরিষদের উপহারস্বরূপ রৌপ্যাধারে একটি ফাউন্টেন পেন, বরণাঙ্গুরী এবং খদ্দরের ধুতি-চাদর দেওয়া হয়। শ্রীযুক্তা সতী দেবী, শ্রীযুক্ত অনিল বাগচী, শ্রীযুক্ত সুশীল বসু, শ্রীযুক্ত রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত দ্বারা সমবেত অভ্যাগতগণের মনোরঞ্জন করেন। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য যাঁহারা অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। দাতৃগণের নাম ও দানের বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

(গ) ত্রিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব—আলোচ্য বর্ষের ৮ই শ্রাবণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রীতিসম্মিলন হয়। পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় সমাগত ব্যক্তিগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া, উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত দ্রব্যগুলির উল্লেখপূর্ব্বক দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি প্রাচীন চিত্র প্রভৃতি এই উপলক্ষ্যে উপহার পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নুটবিহারী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসিচরণ রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ সঙ্গীতাদির দ্বারা সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের চিত্তবিনোদন করেন। জলযোগান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়। এই প্রীতি-সম্মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যাঁহারা পরিষৎকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। পরিশিষ্টে দাতৃগণের নাম ও দানের পরিমাণ দেওয়া হইল।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক) একচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—১, (খ) মাসিক অধিবেশন—১১, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা—৪, এবং (ঘ) বিশেষ অধিবেশন—১৫, মোট ৩১ টি।

(ক) একচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—৭ই শ্রাবণ, স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হয়। আজীবন, সাধারণ এবং সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচনের পর একচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। পরে দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে কতিপয় সদস্য, সাহিত্যিক ও বন্ধুর পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন (তারিখ, প্রবন্ধ ও লেখকগণ)

প্রথম মাসিক অধিবেশন,—৫ই শ্রাবণ, "চণ্ডীদাস", লেখক—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

দ্বিতীয় মাসিক—১৪ই শ্রাবণ, "বঙ্গে মুঘল পাঠান সংঘর্ষ—১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ", লেখক—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার।

তৃতীয় মাসিক—২৬এ শ্রাবণ, (১) "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের রচনাকাল", লেখক—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার, (২) "দানকেলিকৌমুদী গ্রন্থের রচনাকাল", লেখক—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এবং (৩) "কৃষ্ণরামদাসের কালিকামঙ্গল গ্রন্থের রচনাকাল", লেখক—শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়।

চতুর্থ মাসিক—১১এ ভাদ্র, "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ব্যাকরণ", লেখক—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।

পঞ্চম মাসিক—২১এ ভাদ্র, "চৈতন্যদেব সম্বন্ধে নূতন পুঁথি", লেখক—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

ষষ্ঠ মাসিক—২৮এ ভাদ্র, "সেনরাজগণের রাজ্যকাল", লেখক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

সপ্তম মাসিক—১৭ই অগ্রহায়ণ, প্রবন্ধ (১) "দীন চণ্ডীদাসের রাসলীলা", লেখক—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এবং (২) "কবি দীন ভবানন্দ ও হরিবংশ", লেখক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

অষ্টম মাসিক—৬ই পৌষ, (১) "কবি শেখচাঁদ", লেখক—ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। (২) "সাংখ্যের একখানি নূতন পুথি—সাংখ্যবার্ত্তিক", লেখক—শ্রীযুক্ত দিনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নবম মাসিক—১৯এ ফাল্গুন, (১) "মহাভারতে স্থানীয় মান", লেখক—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত, (২) "বড়ু চণ্ডীদাসের পদ", লেখক—ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং (৩) ঐ সম্বন্ধে বক্তব্য, লেখক—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দশম মাসিক—২৭এ ফাল্গুন, (১) "আচার্য্য আর্য্যভট ও ভূভ্রমণবাদ", লেখক—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত, (২) "চণ্ডীদাস" (আলোচনা), লেখক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, (৩) "পবনদূতবর্ণিত বাঙ্গালা দেশ", লেখক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

একাদশ মাসিক—১৫ই চৈত্র, (১) "দক্ষিণ-ভারতবর্ষে পালি-বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার", লেখক—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এবং (২) "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত কতিপয় ভারতীয় দগ্ধ মৃন্মূর্ত্তি", লেখক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

এই সকল প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র মহাশয়ের প্রেরিত গুপ্তযুগের মহারাজ মহাসামন্ত শ্রীভানুর নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের বিবরণ বিজ্ঞাপিত হয়, এবং একাদশ অধিবেশনে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হন,—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (পদত্যাগ করায়) শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত মহম্মদ কাসেম।

(গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা

(১) ১৩ই জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের, (২) ১৪ই আষাঢ় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের, (৩) ১৯এ চৈত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের এবং (৪) ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিপূজার জন্য বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে গান, কীর্ত্তন, কবিতাপাঠ, প্রবন্ধপাঠ, আবৃত্তি ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

(ঘ) ১৫টি বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্য হয়,—

(১) ২৫এ ভাদ্র স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের, (২) ২৮এ ভাদ্র রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয়ের, (৩) ২১এ অগ্রহায়ণ ডক্টর সিলভাঁ লেভি, সন্তদাস ব্রজবিদেহী ও রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়, (৪) ১লা আশ্বিন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের, (৫) ৬ই অগ্রহায়ণ, রাজেশ্বর দাস গুপ্ত মহাশয়ের এবং (৬) ২১এ অগ্রহায়ণ, রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিত্র-প্রতিষ্ঠা করা হয়, (৭) শ্রীযুক্ত সুন্দর শর্ম্মা মহাশয় ২১এ বৈশাখ 'ভারতবর্ষের একটি প্রাগ্বৌদ্ধ মানমন্দির" বিষয়ে ও (৮) ২৬এ বৈশাখ "ভারতীয় জ্যোতিষের কয়েকটি অধ্যায়" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। (৯) ৩রা আশ্বিন শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় "সাহিত্য ও সাধনা" বিষয়ে, (১০) ৪ঠা আশ্বিন ডক্টর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় "শ্রীরামচন্দ্র ও তৎপূর্ব্বকালের লৌহস্তম্ভ ও তাম্রশাসনের কথা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত (১১) ৫ই পৌষ ও (১২) ১৩এ পৌষ "প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি" বিষয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক বক্তৃতা-মালা'র অন্তর্গত দুইটি বক্তৃতা করেন এবং স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় (১৩) ৬ই, (১৪) ৭ই, (১৫) ৮ই চৈত্র, এই তিন দিনে উক্ত বক্তৃতামালার অন্তর্গত এই তিনটি বিষয়ে বক্তৃতা করেন, 'মারাঠা জীবন-প্রভাত,' 'শিবাজী' এবং 'শিবাজীর পরবর্ত্তী মারাঠা ইতিহাসের সারকথা'। (১৬) ২৯এ চৈত্র শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে মহাশয় বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে প্রকাশ্য "রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কার্য্যালয়

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার। সহকারী সভাপতিগণ—(১) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, (পরে সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায়) রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, (২) শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, (৩) শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, (৪) ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, (৫) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (৬) শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, (৭) শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, এবং (৮) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। সম্পাদক—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, (দিল্লীতে অবস্থান হেতু পদত্যাগ করায়) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। সহকারী সম্পাদকগণ—(১) শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, (২) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এবং (৪) শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে। চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী। কোষাধ্যক্ষ—ডক্টর

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত। গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী। পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবুর দিল্লীতে অবস্থানকালে এবং পরে তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অস্থায়ী সম্পাদকরূপে কয়েক মাস পরিষদের কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন এবং পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজশাহী কলেজে বদলি হওয়ায় পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবু প্রধানতঃ নিজকার্য্য ব্যতীত পুথিশালার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৭টি সাধারণ এবং ১টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দুই বার সভ্যগণের নিকট পত্র পাঠাইয়া (meeting by circular) তাঁহাদের মতানুসারে কার্য্য করা হইয়াছিল। সমিতিতে গৃহীত মন্তব্যগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) নিম্নোক্ত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল—(ক) সাহিত্য, (খ) ইতিহাস, (গ) দর্শন ও (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়, (চ) চিত্রশালা, (ছ) ছাপাখানা ও (জ) পুস্তকালয়-সমিতি, (ঝ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন-সমিতি, (ঞ) পরিষদের জনৈক কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত-সমিতি, (ট) রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার নির্ব্বাচন-সমিতি, (ঠ) পদক ও পুরস্কার-সমিতি দুইটি, (ড) নিয়মাবলী সংস্কার সমিতি, (ঢ) সাময়িক পত্রাদির সাহায্যে পরিষদের কার্য্যাবলীর প্রচার-সমিতি, (ণ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পরিদর্শন সমিতি, (ত) পরিষদের কর্ম্মচারিগণের ছুটীনির্দ্ধারণ-সমিতি, (থ) চতুশ্চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব-সমিতি।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) জগত্তারিণী পদক সমিতিতে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, (খ) ভুবনমোহিনী পদক সমিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, (গ) পরিভাষা-সমিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং (ঘ) কমলা লেকচারার নির্ব্বাচন সমিতিতে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

৩। (ক) কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত কার্নিভেল কনফারেন্স-এর প্রদর্শনীতে, (খ) এসিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন-সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনীতে, (গ) প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার-ল্যাবরেটরীতে অনুষ্ঠিত এডুকেশন উইক সংক্রান্ত প্রদর্শনীতে, (ঘ) কংগ্রেস উপলক্ষ্যে লক্ষ্ণৌ নগরে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (ঙ) হুগলী জেলার রাজবলহাটে অনুষ্ঠিত হুগলী জেলা-পাঠাগার-সম্মিলনীর প্রদর্শনীতে এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভাদ্রোৎসব উপলক্ষ্যে প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা ও গ্রন্থাগার হইতে দ্রব্যাদি প্রদর্শনার্থ প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪। (ক) মহীশূরে ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স-এ, (খ) ইন্দোরে মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মিলনে এবং (গ) ইন্দোরে অখিল ভারতবর্ষীয় হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়।

৫। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তদ্দ্বারা

"স্মৃতিচিত্র-সংস্কার-ভাণ্ডার" স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। যে সকল চিত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগুলির সাময়িক সংস্কার আবশ্যক হইলে এই ভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা সংসাধিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে এই ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে।

৬। রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-তহবিল সংক্রান্ত যে সর্ত্তগুলি গত বৎসর গৃহীত হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়। আলোচ্য বর্ষে সে সর্ত্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহা পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

৭। ১৩৪১।৪২ বঙ্গাব্দের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশের মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পরিষৎ কর্তৃক নির্ব্বাচিত,—

১। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ২। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ৩। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, ৪। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৬। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, ৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, ৮। শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৯। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, ১০। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, ১১। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, ১২। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ, ১৩। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৪। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, ১৫। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে, ১৬। শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, ১৮। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ১৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন, ২০। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন।

(খ) শাখা-পরিষদের পক্ষে—১। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ৩। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ৪। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৫। রায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, ৬। শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন মুখোপাধ্যায়।

(গ) কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে,—স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, ২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ। ইঁহাদের বর্ষশেষে কাউন্সিলার পদের অবসান হওয়ায় নবনির্ব্বাচিত কাউন্সিলার ১। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী ও ২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে,—প্রাচীন মুদ্রা—২৩টি (রৌপ্য ৮ ও তাম্র ১৫), প্রাচীন মূর্ত্তি—২টি (প্রস্তর ১, মৃন্ময় ১), প্রাচীন চিত্র—২ এবং সাহিত্যিকগণের স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি ৩ ও সাহিত্যিকের ব্যবহৃত দ্রব্য—১।

লণ্ডনের মিউজিয়াম এসোসিয়েশন ভারতের মিউজিয়ামগুলির বিবরণী প্রকাশের উদ্দেশ্যে ভারতে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। গত ২২এ পৌষ দিবসে উক্ত এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস্ এফ্ মার্খাম এবং শ্রীযুক্ত এইচ্ হারগ্রীভস্ এই সম্পর্কে পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন করেন। আলোচ্য বর্ষে এতদ্ব্যতীত বহু বৈদেশিক

পণ্ডিতও পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে জাপানের কবি ইওন নোগুচি মহাশয় অন্যতম।

অর্থাভাববশতঃ চিত্রশালার জন্য দ্রব্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই।

রমেশ-ভবন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালা রমেশ-ভবন নির্ম্মিত হইবার পরও অর্থাভাবে উহার কিছু কিছু কাজ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় এবং দ্বিতল নির্ম্মাণের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি ও পরিষদের বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি সংরক্ষণের স্থানাভাব প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভূত হইলেও অর্থাভাববশতঃ উহার দ্বিতল নির্ম্মাণের সঙ্কল্প এতদিন উপস্থিত হয় নাই। যাঁহার নামে রমেশ-ভবনের নামকরণ হইয়াছিল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেই প্রথম সভাপতি স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মীয়গণের, বিশেষ করিয়া তাঁহার দৌহিত্রী শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহোদয়ার ঐকান্তিক চেষ্টায় রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আলোচ্য বর্ষের ২২এ ভাদ্র (২৭এ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫) দিবসে পরিষদ্ মন্দিরে আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে এক সভা আহূত হয় এবং রমেশচন্দ্র দত্ত স্মৃতি-সমিতি এবং উহার একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। বরোদার মহারাজ এবং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর পৃষ্ঠপোষক, লেডী শ্রীযুক্তা প্রতিমা মিত্র সভাপতি এবং শ্রীযুক্তা উষা মুখার্জ্জি ও কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। সমিতির কয়েকটি অধিবেশনের পর গত ১৪ই অগ্রহায়ণ (৩০এ নবেম্বর, ১৯৩৫) শনিবারে রমেশচন্দ্রের মৃত্যু-দিবসে রমেশ-ভবনে মহারাজাধিরাজের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে (ক) রমেশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, (খ) রমেশ-ভবনটিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য উহার উপর দ্বিতল নির্ম্মাণের ব্যবস্থা এবং (গ) তদুদ্দেশ্যে সাধারণ ও কার্য্যকরী সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভাস্থলে প্রায় ৭ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। তৎপরে সমিতির কয়েকটি অধিবেশনে দ্বিতলের নকসা মঞ্জুর হয় ও কন্ট্রাক্টরকে দ্বিতল নির্ম্মাণের ভার দেওয়া হয়। নকসা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে। সত্বরেই কাজ আরম্ভ হইবে। এ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ১৬০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের উপর এই কার্য্যের পরিদর্শনের ভার অর্পিত হইয়াছে।

গত বর্ষের ও তৎপূর্ব্ব বর্ষের কার্য্যবিবরণে জানান হইয়াছে যে, রমেশ-ভবনের উপরে রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে কিছু কিছু দানের প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছিল এবং ১০৩০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু রমেশ-ভবনের সমগ্র দ্বিতলই সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা যখন আলোচ্য বর্ষে হইয়াছে, তখন আলোচ্য বর্ষের ৫ই পৌষ দিবসের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক রমেশ-ভবনের উপর রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-ভবন নির্ম্মাণের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-ভবন নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার প্রদত্ত ১০০০৲ টাকা রমেশ-ভবন দ্বিতল

নির্মাণের তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রতিশ্রুত ৫০০৲ টাকা ও শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতিশ্রুত ৫০০৲ টাকা তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে উক্ত রমেশ-ভবন তহবিলে ব্যয় হইবে।

পুথিশালা

বিগত ১৩৪১ বঙ্গাব্দে যে সকল পুথির মোড়ক উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে তন্মধ্য হইতে ১৪৩ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হয়। শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত পুথির মধ্য হইতে ১২৬ খানি, শ্রীযুক্তা শোভনা নন্দী প্রদত্ত পুথির মধ্য হইতে ১৫ খানি এবং শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তি-প্রদত্ত একটি মোড়কের মধ্য হইতে ২ খানি, মোট ১৪৩ খানি। এতদ্ব্যতীত কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র আয়ুর্ব্বেদতীর্থশাস্ত্রী এবং ডাঃ এম্, আবুল কাশেম মহাশয়দ্বয় আলোচ্য বর্ষে একখানি করিয়া পুথি পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। এই সকল পুথির শ্রেণীবিভাগ এইরূপ,—বাঙ্গালা পুথি ১১ খানি, সংস্কৃত পুথি ৯৩ খানি, মুদ্রিত সংস্কৃত পুথি ৪০ খানি, পার্সী ১ খানি, মোট ১৪৫ খানি।

উপরের ১৪৫ খানি পুথির মধ্য হইতে ৩৯ খানি মুদ্রিত সংস্কৃত পুথি পৃথক করিয়া রাখিয়া, অবশিষ্ট ১০৬ খানি তালিকাভুক্ত করিবার পর, বর্ষশেষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা ও শ্রেণী এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	৩১২৮	অসমীয়া পুথি	৩
সংস্কৃত „	১৯৮৬	উড়িয়া „	৪
তিব্বতী „	২৪৪	হিন্দী „	২
ফার্সী „	১৩		
			৫৩৮০

দেশের নানা স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন পুথিগুলি দিন দিনই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। অনুসন্ধানপূর্ব্বক সেই সকল পুথি সংগ্রহ করিতে যেরূপ অর্থের প্রয়োজন, পরিষদের সেরূপ অর্থবল নাই। প্রাচীন পুথি সযত্নে রক্ষিত হয়, এরূপ যাঁহারা অভিলাষ করেন, সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে উক্তরূপ পুথি সংগ্রহ করিয়া, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহারা পরিষদে পাঠাইয়া দিবেন, ইহা আমরা আশা করি।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদিত "সংস্কৃত পুথির তালিকা" বিস্তৃত ভূমিকা সহ আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তিনি বাঙ্গালা পুথিরও এইরূপ একখানি তালিকা সঙ্কলনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বতন্ত্র খণ্ড খণ্ড কাগজে (slip) লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেগুলি বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত হইতেছে। আরব্ধ এই তালিকা গ্রন্থের ভূমিকার জন্য সংগৃহীত কতকগুলি উপকরণ শীঘ্রই পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে। এই প্রবন্ধ হইতে পরিষদের বাঙ্গালা পুথি-সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবত্তার আভাস পাওয়া যাইবে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও পুথিশালার কার্য্যে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। পুথিশালা তাঁহার নিকট চিরঋণী।

অর্থাভাববশতঃ আলোচ্য বর্ষেও সংগৃহীত পুথিগুলিতে পাটা ও খেরো লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে বর্ষারম্ভে পরিষদের এবং পরিষদের বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে ৩৮৮০৬ খানি পুস্তক-পত্রিকা ছিল। বর্ষমধ্যে ৫৩৮ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল এবং ২১৩ খানি ক্রয় করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট গ্রন্থ-সংগ্রহ বিভাগে ৯৯৩ খানি বই পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপে বর্ষশেষে মোট ১৭৪৪ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত ৪০৫৫০ খানি পুস্তক-পত্রিকা গ্রন্থাগারে ছিল।

আলোচ্য বর্ষে স্বর্গীয় ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থাগারের ৯৯৩ খানি পুস্তক তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভ্রাতৃগণ পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই গ্রন্থসংগ্রহে বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ রহিয়াছে এবং ইহা পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট গ্রন্থ-সংগ্রহ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বিশিষ্ট গ্রন্থসংগ্রহে বর্ষশেষে নিম্নোক্তসংখ্যক পুস্তক-পত্রিকা ছিল,—(ক) বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার—৩১৪৬, (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার—২২৫৫, (গ) রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগার ৭৩১, এবং (ঘ) রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর গ্রন্থাগার ৭৬৪, মোট ৭২৯২ খানি।

এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা পাওয়া গিয়াছিল —১। Director, Geological Survey of India, ২। Manager of Publication, Delhi, ৩। Surveyor General of India, ৪। Superintendent, Govt. Press, Madras, ৫। Superintendent, Govt. Printing, Bengal, ৬। Librarian, Bengal Library, ৭। Supdt. Govt. Museum, Egmore, Madras, ৮। Curator, Prince of Wales Museum, Poona, ৯। Registrar, Calcutta University, ১০। Smithsonian Institution, ১১। Kern Institute, Leyden, Holland, ১২। Editor, School of Oriental Studies, London, ১৩। ম্যানেজার গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ১৪। নববিধান পাবলিকেশন কমিটি, ১৫। কোচবিহার সাহিত্য-সভা, ১৬। শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষৎ, ১৭। সম্পাদক—কল্যাণ, ১৮। বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

আলোচ্য বর্ষের পুস্তক-পত্রিকার উপহার-দাতৃগণের সংখ্যা ১০৬। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীত নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ৩ খানি বা তদূর্দ্ধসংখ্যক পুস্তক-পত্রিকা দান করিয়াছেন,—১। শ্রীযুক্তা অনুজা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়, ৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, ৫। শ্রীযুক্ত এস্ সি রায়, ৬। শ্রীযুক্ত করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮। শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী, ৯। ৺জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১০। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, ১১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২। শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, ১৪। শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, ১৫। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, ১৬। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, ১৮। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১৯। শ্রীযুক্ত

যতীন্দ্রনাথ দত্ত, ২০। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় দস্তিদার, ২১। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সেন, ২২। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র, ২৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার, ২৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ। এই সকল উপহারদাতৃগণের অনেকেই গ্রন্থরচয়িতা বা প্রকাশক। তাঁহারা পরিষদের অনুরোধে অথবা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া গ্রন্থ দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ দাতৃগণই পরিষদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দান করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। সংগৃহীত গ্রন্থাদির মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক নানা বিষয়ের গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রাদি রহিয়াছে। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকাদির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী প্রদত্ত পত্রকৌমুদী ও লিপিমালা, ১৭৪৬ শক; শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদত্ত ১। সংবাদপ্রভাকর (১২৬৩, অসম্পূর্ণ) ও ২। সোমপ্রকাশ (১২৬৮, অসম্পূর্ণ); শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী প্রদত্ত ১। সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়, ১২৬৫, (অসম্পূর্ণ). ২। সংবাদপ্রভাকর, ১২৬৫-৬৬, ৩। এডুকেশন গেজেট, ১২৬৪; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম প্রদত্ত হিন্দুদর্শন পত্রিকা, ১২৮৮।৮৯, Kern Institute, Annual Bibliography of Indian Archaeology Vol, VIII, 1933. Memoirs of the Archaeological Survey of India এবং Smithsonian Institution এর গ্রন্থগুলি।

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে ১। Encyclopaedia Britannica, 14th Edition. ২। Universal History of the World, ৩। Annual Bibliography of Indian Archaeology 1927. ৪। Ajanta Frescoes, Pt. I (Text), ৫। দূতীবিলাস, ৬। স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক।

নিম্নলিখিতসংখ্যক সাময়িক পত্রিকাগুলি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল,—দৈনিক ৭, সাপ্তাহিক ২৯, পাক্ষিক ৪, মাসিক ৬৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩ খানি।

আলোচ্য বর্ষে কোন তালিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা হয় নাই। পূর্ব্বসংগৃহীত বিশিষ্ট সংগ্রহগুলির তালিকা পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাগারের পুস্তকতালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের সাধারণ গ্রন্থসংগ্রহের তালিকা বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল তালিকা সত্বরেই প্রকাশ করা প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হইতেছে না। অর্থাভাবে এবং স্থানাভাবে অনেক পুস্তক যথাযথভাবে রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে না।

কলিকাতা করপোরেশন আলোচ্য বর্ষে পুস্তক খরিদের জন্য ৬৫০৲ সাহায্য মঞ্জুর করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—(ক) চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। ভূমিকা, আলোচনা, মূল, ভাষাটীকা, শব্দসূচী সমেত ৪৪২ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত।

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত পুথির বিবরণ (A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Vangiya-Sahitya Parishat.) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-প্রণীত। ভূমিকা ও মূল সহ ৩২৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

(গ) দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। মূল ও সূচী সমেত ১৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের স্বত্ব পরিষদের নাই—প্রকাশক রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ইহার স্বত্বাধিকারী।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের সংকল্প আলোচ্য বর্ষে গৃহীত হইয়াছে,—(ক) পরিষৎ-পরিচয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ফরাসী সাহিত্য-সংসদ্ (French Academy of Literature)-এর আদর্শে এদেশে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার্থে যে পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার ইতিহাস ও পরে পরিষদের প্রতিষ্ঠার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দেশমধ্যে কি ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং এ যাবৎ পরিষৎ কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে দেওয়া হইবে। ইহার দ্বিতীয় অর্থাৎ পরিশিষ্ট খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ মহাশয়ের প্রস্তাবে আলোচ্য বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ১১ই শ্রাবণের অধিবেশনে এই গ্রন্থ সঙ্কলনের ভার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। (খ) ন্যায়দর্শন গ্রন্থের ১ম ভাগ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় এই ভাগের পাণ্ডুলিপি দিয়াছেন।

(গ) রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান, ১ম ভাগ—অনুবাদক শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে। বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

আরব্ধ গ্রন্থের মধ্যে অনাদিমঙ্গল আলোচ্য বর্ষেও নানা কারণে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। বর্ষের শেষ ভাগে এই গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ (সূচী প্রভৃতি) মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সঙ্কল্পিত গ্রন্থগুলির মধ্যে (ক) রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ কিছু অগ্রসর হইয়াছে। (খ) রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল, (গ) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও (ঘ) আনাদেবের পদ্মাপুরাণ—এই তিনখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আলোচ্য বর্ষেও পাওয়া যায় নাই।

প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে "সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এবং দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস (১ম ভাগ)-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন সম্পাদকীয় পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক সাহায্য ১০৮০৲ টাকা এবং লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের সুদ ও ঐ তহবিল হইতে প্রকাশিত গ্রন্থবিক্রয়ের দ্বারা মোট ৫৭৫৸০ পাওয়া গিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা ১০৮২৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৭০০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তিন খণ্ড সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম ১০৲ টাকা স্থলে ৫৲ টাকায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা দ্বিচত্বারিংশ ভাগ চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাগে শ্রেণীভেদে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন সাহিত্য

১। কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গলের রচনাকাল—শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়।
২। চণ্ডীদাস—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর।
৩। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কয়েকখানি নূতন পুথি—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।
৪। দানকেলিকৌমুদীর কালনির্ণয়—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার।
৫। দীন চণ্ডীদাসের রাসলীলা—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু।
৬। ভবানন্দের হরিবংশের প্রাচীন সংস্করণ ও কবির জন্মস্থান—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
৭। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের রচনাকাল—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার।
৮। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইতিহাস (৪ সংখ্যায়)—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ব্যাকরণ—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।

বিজ্ঞান

১। আচার্য্য আর্য্যভট ও ভূভ্রমণবাদ—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।
২। গণিতের পরিভাষা—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা এবং শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

১। দক্ষিণ-ভারতবর্ষে পালি-বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা।
২। বঙ্গে মুঘল-পাঠান সঘর্ষ—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার।
৩। মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার।
৪। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত কতিপয় প্রাচীন দগ্ধ মৃন্মূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত।
৫। সেনরাজগণের রাজ্যকাল—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

বিবিধ

১। সভাপতির অভিভাষণ—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার।
২। সাহিত্য-বার্ত্তা—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সারমর্ম্ম Indian Historical Quarterly পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পত্রিকায় একটি অভিনব বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। ১৩৪২, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ দিবসে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য অনুসারে পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আলোচ্য বর্ষের চারি সংখ্যা পত্রিকায় পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুকূল বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক সংবাদ এবং বিভিন্ন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত

বাঙ্গালা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক উপযুক্ত প্রবন্ধগুলির সূচী ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'সাহিত্য-বার্ত্তা' নামে প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করা যায়, ইহাতে বিশেষজ্ঞগণের সাহিত্যালোচনায় বিশেষ সহায়তা হইবে। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট হইতে পরিষৎ-পত্রিকা যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছে এবং যাঁহারা প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া ইহার গৌরববর্দ্ধনে সহায়তা করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। গত দুই বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার আয়তন কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলেও ইহাতে সকল প্রবন্ধের স্থান সঙ্কুলান করিতে পারা যায় নাই; তজ্জন্য পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। পরিষদের হিতৈষিগণের আন্তরিক সাহায্য পাইলে অদূর ভবিষ্যতে পরিষৎ-পত্রিকা বর্দ্ধিতাকারে প্রকাশিত হইয়া, বাঙ্গালা ভাষায় উপনিবদ্ধ মৌলিক আলোচনার প্রকাশ, প্রচার ও সংরক্ষণের অধিকতর উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে পারিবে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

	সভাপতি	আহ্বানকারী
সাহিত্য-শাখা	শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ
ইতিহাস-শাখা	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়
দর্শন-শাখা	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বিজ্ঞান-শাখা	শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা

অধিবেশন-সংখ্যা:—সাহিত্য-শাখা ৪, ইতিহাস-শাখা ৫, দর্শন-শাখা ১, এবং বিজ্ঞান-শাখা ৩।

বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সমিতির সঙ্কলিত গণিতের পরিভাষা আলোচ্য বর্ষের ২য়।৩য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সকল শাখা কর্ত্তৃক মাসিক অধিবেশনে পাঠের জন্য এবং পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, মীরাট, আগ্রা, কটক, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শাখার কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাদের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন কোথায়ও আহূত হয় নাই।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—

(ক) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি বৃহৎ তৈলচিত্র, শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বারা অঙ্কিত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তাহা ১লা আশ্বিন বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিয়া পণ্ডিত সুন্দর শর্ম্মাকে দিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি (বাষ্ট) প্রস্তুত করাইয়া পরিষদে পাঠাইয়াছেন; উহা বর্ত্তমান বর্ষেই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(খ) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। উহা গত ১১ই অগ্রহায়ণ বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(গ) রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর—শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসু এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের পিতা এবং পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি চুণীলাল বসু মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালীধন চন্দ্র দ্বারা অঙ্কিত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তাহা গত ১১ই অগ্রহায়ণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ঘ) রাজেশ্বর দাশ গুপ্ত—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ রায় রাজেশ্বর দাশ গুপ্ত মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তাহা ৬ই অগ্রহায়ণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ঙ) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের কর্ত্তৃপক্ষ পরিষদের এই পরমহিতৈষী বন্ধু ও কর্ম্মীর এক তৈলচিত্র দান করিয়াছেন এবং তাহা বর্ত্তমান বর্ষের ৮ই বৈশাখ বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(চ) হেমেন্দ্রলাল রায়—রবি-বাসরের কর্ত্তৃপক্ষ এই কবির একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তাহা বর্ত্তমান বর্ষের ৮ই বৈশাখ বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিষদের এবং রবি-বাসরের অন্যতম সভ্য শিল্পী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিনা ব্যয়ে এই চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

(ছ) ডক্টর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের কর্ত্তৃপক্ষ বঙ্গের এই বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দান করিয়াছেন। এই চিত্র অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার্থ পরিষদ্ মন্দিরে চিত্র-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি নিয়ম প্রণয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই নিয়ম গৃহীত হইলে পর চিত্র-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নূতন প্রস্তাবের আলোচনা হইবে।

রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার—এই পুরস্কার-তহবিলের সর্ত্ত অনুসারে পুরস্কার-নির্ব্বাচন-সমিতি কর্ত্তৃক ১৩৪১।৪২ বঙ্গাব্দের মধ্যে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত পুস্তকগুলি (সংবাদপত্রে সেকালের কথা এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস) ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহের দিক্ দিয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুকে রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার ৫০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। (শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বাবু এই ৫০৲ পরিষৎকে দান করিয়াছেন)।

পরিষদ্ মন্দির ও আসবাব

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের পিতা স্বর্গত জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে পুস্তক-সংগ্রহ (প্রায় এক সহস্র খণ্ড) পরিষৎকে দান করিয়াছেন, তাহার সহিত ৮টি সুদৃশ্য এবং মূল্যবান্ আলমারীও দান করিয়াছেন।

পরিষদ্ মন্দিরের বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার তার বহুদিন ধরিয়া বদল না করায় বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল। এই জন্য আলোচ্য বর্ষে সমস্ত তার বদল করা হইয়াছে।

১৩৪০ বঙ্গাব্দের ভূমিকম্পের ফলে ও তৎপূর্ব্ব হইতে মন্দিরের যে অল্প-বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য বর্ষেও মেরামত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান

পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের সাহায্যকল্পে বঙ্গীয় রাজসরকার আলোচ্য বর্ষে ১০৮০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য ১০ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এবং ৫০৲ টাকার পরিষদ্গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইনকাম্ ট্যাক্স বিভাগ পরিষদের কোম্পানীর কাগজের ট্যাক্স রেহাই দিয়া পরিষৎকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক খরিদ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ৬৫০৲ টাকা দান মঞ্জুর হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়া কর্পোরেশন পরিষৎকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতি-ভবন নির্ম্মাণের জন্য পরিষদ্ হইতে কর্পোরেশনের নিকট যে সাহায্য গত বৎসর চাওয়া হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কর্পোরেশনের শাখা-সমিতি গত বৎসরই ৬০০০৲ টাকা দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত টাকা বজেটভুক্ত হয় নাই বলিয়া গত বৎসর পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে কর্পোরেশন হইতে জানা গেল যে, এই সাহায্য পাওয়া যাইবে না।

কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলারদ্বয় পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য আছেন এবং পুস্তকালয় সমিতি ও চিত্রশালা-সমিতিতে এক এক জন কাউন্সিলার সভ্য আছেন।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল

আলোচ্য বর্ষে স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যথাক্রমে তিনটি ও দুইটি ঐতিহাসিক বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের প্রত্যেককে ১৫০৲ টাকা হিসাবে দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছে। বক্তৃতার বিষয় ও দিবস বিশেষ অধিবেশনের বিবরণে দেওয়া হইয়াছে। (ইঁহারা দুই জনেই ইঁহাদের দক্ষিণার টাকা পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়াছেন।)

নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন

পরিষদের প্রচলিত নিয়মাবলীর সংস্কার-সাধন কর্ত্তব্য বিবেচিত হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নিয়মাবলী-সংস্কার-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির দুই দিন মাত্র অধিবেশন হইয়াছিল।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারের পুষ্টির জন্য আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় তাঁহার পিতা স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়-প্রণীত 'ইতিকথা' ১০০ খানি এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু স্বরচিত 'কোণারক' ১২খানি দান করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ মত দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে ও একজনের কন্যাকে ও একজন সাহিত্যিককে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে এই ভাণ্ডারে যে সকল গ্রন্থ দানস্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল, সেইগুলির বিক্রয় লব্ধ অর্থে কিছু আয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

পদক ও পুরস্কার

বিগত বর্ষে পদক ও পুরস্কারের জন্য যে সকল প্রবন্ধ আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। কেবল "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদি-স্মৃতি-পুরস্কারের" জন্য ঘোষিত "বৈদিক যুগে আর্য্য ও অনার্য্য" বিষয়ে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ পরীক্ষকগণের বিচারে পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে; এই পুরস্কার নগদ ১০০৲। পুরস্কারের জন্য যে সকল প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সেগুলি পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। যাঁহারা পুরস্কার-প্রবন্ধগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিয়মিত চাঁদা ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। পরিশিষ্টে দাতৃগণের নাম ও দানের বিবরণ দেওয়া হইল। পরিষৎ এই দাতৃ-সকলের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

(১) বঙ্গীয়-রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)

(২) ঐ ঐ (পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী খরিদ দ্বারা)

(৩) আজীবন-সদস্য-পদ গ্রহণের জন্য দান

(৪) সাধারণ তহবিলে দান

(৫) গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য দান

(৬) জলধর-সংবর্দ্ধনার দান

(৭) রবীন্দ্র-জন্মোৎসব তহবিলে দান

(৮) মাইকেল মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-তহবিলে দান

(৯) পরিষদের প্রতিষ্ঠা উৎসব-ভাণ্ডারে দান

(১০) গ্রন্থপ্রকাশের জন্য দান।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস মহাশয় দপ্তরসরঞ্জামীর বহু দ্রব্য দান করিয়া পরিষৎকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

আয়-ব্যয়

১৩৪২ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়ের বিবরণ এই সঙ্গে পৃথক্ দেওয়া হইল। এই বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, পরিষদের আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিয়া পরিষদের কার্য্যপরিচালনা করা মোটেই সম্ভব হয় নাই। এ পর্য্যন্ত স্থায়ী তহবিল হইতে কিঞ্চিদধিক ২০০০৲ টাকা হাওলাৎ লইয়া সাধারণ তহবিলের দেনায় দিতে হইয়াছে। এই ভাবে ক্রমশঃ স্থায়ী তহবিল বর্ষের পর বর্ষ ক্ষীণ হইতে চলিয়াছে। পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্যের জন্য নূতন আয়ের ব্যবস্থা না করিলে, গ্রন্থাদি বিক্রয়ের সুব্যবস্থা না করিলে নির্দ্ধারিত ব্যয় নির্ব্বাহ করা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িবে। পরিষদের বাজার-দেনা কিঞ্চিদধিক ৪২০০৲ হইয়াছে। এই দেনা মিটাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সত্বরেই করা প্রয়োজন। সদস্যগণের চাঁদার উপর নির্ভর করিলে এই সকল দেনাশোধের কোনই আশা নাই। দেনাশোধের দুশ্চিন্তার পীড়নে পরিষদের কর্ম্মশক্তি খর্ব্ব হইতে চলিয়াছে। এই দেনার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় করিয়া এবং নূতন নূতন কার্য্য সম্পাদনার্থ উপযুক্ত আয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য সদস্যগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। সদস্যগণের নিকট ৫০০০৲ টাকার উপর চাঁদা প্রাপ্য রহিয়াছে। এই টাকা আদায় হইলেও অনেক দেনা শোধ করিতে পারা যাইবে। পরিষদের সহৃদয় সদস্যগণের বিশেষ মনোযোগ এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় পরিষদের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

উপসংহার

উপসংহারে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অনিবার্য্য কারণে এবার বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতে হওয়ায় সাহিত্য-পরিষদের উপযুক্ত বিশিষ্ট কোন কাজও করিতে পারা যায় নাই।

একটি আনন্দ-সংবাদ দিয়া বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণ শেষ করিব। অনেক দিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন বন্ধ ছিল। সম্প্রতি চন্দননগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন আহূত হইয়াছে। এখন হইতে প্রায় চারি মাস পরে এই অধিবেশন হইবে। বিশিষ্ট প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদিতে আগামী সম্মিলন যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য যত্নবান্ হইতে আগামী সম্মিলনের উদ্যোক্তৃবৃন্দ প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছেন।

কলিকাতা
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ২০এ আশ্বিন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত ত্রিচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

সদস্য

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

		বর্ষারম্ভে	বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	১০	১০
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	১১৩০	৮৩৪
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১৪	২১
		১১৭৭	৮৮৮

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য-সংখ্যায় আলোচ্য বর্ষে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন,—

১। স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, ২। স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ৫। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৬। স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সন, ৭। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ৮। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৯। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, এবং ১০। ডক্টর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(খ) বর্ষমধ্যে শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত মহাশয় আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং অন্যতম আজীবন-সদস্য রায় সূর্য্যকান্ত চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। এই হেতু আজীবন-সদস্য বর্ষশেষে ১৪ জনই রহিলেন। তাঁহাদের নাম,—

১। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ৩। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ৫। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, ৬। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ৮। ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, ৯। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ১০। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, ১৩। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ এবং ১৪। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন আলোচ্য বর্ষে হয় নাই। ইহারা অধ্যাপক-সদস্য আছেন,—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী, ৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, ৯। শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা বর্ষারম্ভে ১১৩০ ছিল। বর্ষমধ্যে ১৬ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ৪১ সংখ্যক নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশক্রমে সাধারণ-সদস্যের তালিকা হইতে ৩৭৬ জনের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। অপর পক্ষে আলোচ্য বর্ষে ৯৬ জন ব্যক্তি পরিষদের সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে পরিষদের সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা বর্ষশেষে ৮৩৪ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১৪ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন এবং আলোচ্য বর্ষে ৭ জন (২ জন নূতন এবং ৫ জন পুনর্নির্ব্বাচিত) সহায়ক-সদস্য হওয়ায় বর্ষশেষে সহায়ক-সদস্যের সংখ্যা ২১ হইয়াছে।

পরলোকগত সদস্য

আজীবন-সদস্য—রায় যদুনাথ চৌধুরী।

সাধারণ-সদস্য—১। অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম এ, ২। রায় কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর বি এল, ৩। তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, ৪। ডক্টর পঞ্চানন মিত্র এম এ, পি এচ-ডি, ৫। পান্নালাল সিংহ, ৬। পূরণচাঁদ নাহার এম এ, বি এল, ৭। রায় বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, ৮। বিশ্বনাথ ঘোষ, ৯। বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, ১০। ভূপেন্দ্রলাল দত্ত, ১১। ব্রজেন্দ্রকুমার রায়, ১২। স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে, সি, আই, ই, ১৩। শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, ১৫। হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত এম এ, ১৬। রায় হরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়।

এই সকল সদস্যের নিকট পরিষৎ নানা ভাবে উপকৃত হইয়াছেন। তন্মধ্যে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিষদের সহকারী সভাপতি, ডক্টর পঞ্চানন মিত্র গ্রন্থাধ্যক্ষ, তারাপ্রসন্ন গুপ্ত সহকারী সম্পাদক, পূরণচাঁদ নাহার ও ভূপেন্দ্রলাল দত্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের সেবা করিয়াছেন। স্যর রাজেন্দ্রনাথের নিকট পরিষৎ বিশেষ অর্থসাহায্য পাইয়াছেন এবং ব্রজেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় চিত্রশালার জন্য মূর্ত্তি সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে,—

১। অবিনাশচন্দ্র দাস এম এ, বি এল, ২। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, ৩। কৃষ্ণকুমার

মিত্র বি এ, ৪। কৃষ্ণগোপাল ভক্ত, ৫। স্যর ডাঃ কেদারনাথ দাস, কেটি, এম ডি, ৬। রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর এম-এ, বি এল, ৭। রেভারেণ্ড বিমলানন্দ নাগ বি এ, ৮। বিমলকান্তি ঘোষ নীতিবিশারদ এম এ, বি এল, ৯। মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম এ, ১০। সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি এ, ১১। মহামহোপাধ্যায় সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, ১২। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ, বি এল, সি আই ই, ১৩। কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা, ১৪। হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী, এম এ, বি এল। ইঁহাদের অধিকাংশই কোন না কোন সময়ে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

প্রতিষ্ঠা উৎসব

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য গত ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত এই দিনে পরিষদ্ মন্দিরে এক প্রীতি-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। এই অনুষ্ঠানে পরিষদের সদস্যগণ ব্যতীত বহু সাহিত্যিক এবং বন্ধু ও সাংবাদিকগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। আলোচ্য বর্ষেও ৮ই শ্রাবণ পরিষদের চতুশ্চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে একটি প্রীতিসম্মিলন হইয়াছিল। পরিষদের সদস্যগণ ব্যতীত পরিষদের হিতকামী বহু সাহিত্যসেবী এই উপলক্ষে পরিষদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্পাদকের অনুরোধে বহু হিতৈষী বন্ধু প্রাচীন পুথি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন মূর্ত্তি, সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং দুষ্প্রাপ্য ও আধুনিক বাঙ্গালা ও ইংরেজি পুস্তক এই উপলক্ষে পরিষৎকে দান করিয়াছিলেন। সভামঞ্চে এইগুলি প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং এতদ্ব্যতীত পরিষদ্ মন্দিরটিও সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। পরিষৎ-সম্পাদক পরিষদের সূচনা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহার ক্রমোন্নতির ইতিহাস সংক্ষেপে পাঠ করিয়া, সমবেত ব্যক্তিগণকে পরিষদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক পরিষদের সেবায় সকলকে যোগদানের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। সমাগত ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জনার্থ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের পরিচালনায় নিম্নলিখিত শিল্পিগণের দ্বারা বঙ্গদেশের নিজস্ব নিম্নোক্তরূপ সঙ্গীতাদি ও আবৃত্তি প্রভৃতি হইয়াছিল,—(ক) শ্রীযুক্ত পবন বিশ্বাস (ঢোল) ও শ্রীযুক্ত কানাই বিশ্বাস (সানাই), (খ) শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ (কীর্ত্তন), (গ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (ভাটিয়াল গান), (ঘ) শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (বাউল গান), (ঙ) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দাস (বাউল গান), (চ) শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস, (ছ) শ্রীযুক্ত তারাপদ লাহিড়ী (গম্ভীরা গান), (জ) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (কবিগান) এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (পঞ্চানন্দের ব্যঙ্গ রচনা—আবৃত্তি)। অনুষ্ঠানের শেষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। যাঁহারা অর্থ ও দ্রব্যাদি দান করিয়া এই অনুষ্ঠানের সাফল্যে সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন এবং যাঁহারা সঙ্গীতাদির দ্বারা সমবেত ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক) ত্রিচত্বারিংশ

বার্ষিক অধিবেশন,—১, (খ) মাসিক অধিবেশন—৬, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা—৪ এবং (ঘ) বিশেষ অধিবেশন—৮, মোট ১৯টি।

(ক) দ্বিচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—২৩এ আশ্বিন, শুক্রবার, স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হয়। সভার কার্য্যারম্ভে ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের পর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয় এবং রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-পুরস্কারের জন্য লিখিত প্রবন্ধ পরীক্ষার ফলাফল বিজ্ঞাপনের পর সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হয়। তৎপরে দ্বিচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত হইলে ত্রিচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত হয়। এই সময় সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর ত্রিচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন।

(তারিখ, প্রবন্ধ ও লেখকগণ)

প্রথম মাসিক অধিবেশন—৮ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, "চণ্ডীদাসের ১৫টি নবাবিষ্কৃত পদ," শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—১৭ই ভাদ্র, বুধবার, (ক) "বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল"—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, এবং (খ) "শাহ মোহাম্মদ সগীর"—ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—১৭ই আশ্বিন, শুক্রবার, "উড়িষ্যার বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্যদেবের কথা"—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—৯ই পৌষ, শনিবার, "কয়েকটি জাগগান"—মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২রা ফাল্গুন, রবিবার, "বঙ্গালদেশ ও বাঙ্গাল"—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৮এ চৈত্র, রবিবার, "দ্বিজ রামকুমারের ভাগবত"—শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়।

এই সকল প্রবন্ধ পাঠ ব্যতীত কতিপয় সদস্য ও সাহিত্যিকের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয় এবং কয়েক জন সাহিত্যিকের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়। চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিংহ সিংঘী মহাশয়-প্রদত্ত চামুণ্ডামূর্ত্তি প্রদর্শিত হয় এবং এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য শ্রীযুক্ত বিনোদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ দে ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হন।

(গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা

(১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের, (২) ১৫ই আষাঢ়,

সোমবার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের, (৩) ১৯এ চৈত্র, শুক্রবার, ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের এবং (৪) ২৬এ চৈত্র, শুক্রবার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে গান, কীর্ত্তন, আবৃত্তি, কবিতা ও প্রবন্ধপাঠাদি হয়।

(ঘ) বিশেষ অধিবেশন

(১) ৮ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এর কর্ত্তৃপক্ষের প্রদত্ত ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবিবাসরের কর্ত্তৃপক্ষের প্রদত্ত ৺হেমেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়, (২) ১৯এ আষাঢ়, শুক্রবার, পরিষদের স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-সমিতির চেষ্টায় প্রস্তুত স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়ার চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়, (৩) ২২এ মাঘ, বৃহস্পতিবার, (৪) ২৩এ মাঘ, শুক্রবার ও (৫) ২৪এ মাঘ, শনিবার, স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালার' অন্তর্গত 'মুসলমান-যুগের ভারত ইতিহাস—১ম স্তর', 'বাদশাহী আমলের ইতিহাস' ও 'অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইতিহাসের গতি' বিষয়ে পর পর তিনটি বক্তৃতা করেন; (৬) ৮ই ফাল্গুন, শনিবার, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পদক দেওয়া হয়, (৭) ২৭এ চৈত্র, ডঃ সাহিত্যিকভাণ্ডার-প্রতিষ্ঠাতা ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয় এবং (৮) ২৮এ চৈত্র, পরিষদের হরপ্রসাদ স্মৃতি-সমিতির চেষ্টায় প্রস্তুত পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বিজ্ঞাপন করা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া এখানেই তাহা জানাইতেছি। ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার নির্দ্দিষ্ট উপায়সমূহের মধ্যে অন্যতম উপায় এই যে, পরিষদে তাঁহার একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি হরপ্রসাদ স্মৃতি-সমিতিকে উক্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ-সংগ্রহের ভারার্পণ করেন। স্মৃতি-সমিতির কয়েকটি অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয়ের এক জীবনী স্মৃতি-সমিতির অর্থে প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয়ের উপর এই জীবনী লিখিবার ভার স্মৃতি-সমিতি কর্ত্তৃক অর্পিত হয়। এই সমিতিতে আরও স্থির হয় যে, স্মৃতি-সমিতির পক্ষে মূর্ত্তিনির্ম্মাতাকে এক পদক উপহার দেওয়া হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্মৃতি-সমিতির এই জীবনী প্রকাশের প্রস্তাব এবং উক্ত পদক দানের প্রস্তাব পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাহা স্মৃতি-সমিতির সম্পাদককে বিজ্ঞাপিত করা হয়। তৎসত্ত্বেও গত ২৮এ চৈত্র বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত গণপতি বাবু তাঁহার লিখিত এবং "হরপ্রসাদ স্মৃতি-সমিতির পক্ষে শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত" "হরপ্রসাদ-জীবনী" নামক এক পুস্তক সভাস্থলে বিতরণ করেন। এই বিশেষ অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই সংবাদপত্রের সাহায্যে পরিষদের পক্ষ হইতে উক্ত পুস্তক পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থ নহে বা এই পুস্তক প্রকাশে পরিষদের কোনই দায়িত্ব নাই, তাহা বিজ্ঞাপিত

করা হয়। যদি কেহ উক্ত 'হরপ্রসাদ-জীবনী' পরিষদ্গ্রন্থাবলীভুক্ত বলিয়া মনে করেন, সেই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতে হইল।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—সভাপতি—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার; সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ; সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ এবং শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে। পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী; কোষাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ইনি বর্ষশেষে পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—১। অধ্যাপক রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ২। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, ৬। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৭। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, ৯। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ১০। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, ১১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, ১২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, ১৪। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, ১৫। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ইনি বর্ষশেষে কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হওয়ায় ইঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, ১৮। শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন, ২০। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল। (খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত,— ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য। (গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে,—২৬। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, এবং ২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ কাউন্সিলারদ্বয়।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৯টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল এবং দুইবার সার্কুলার দ্বারা সদস্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত

সমিতিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে মন্তব্যগুলি গৃহীত হইয়াছে ও নিম্নোক্ত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) কমলা লেকচারশিপ সমিতিতে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এবং (খ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারশিপ সমিতিতে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিতে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নলিখিত সভ্যগণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন,—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

৩। নিম্নলিখিত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল,—রাঁচী প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন, (খ) রেঙ্গুন ব্রহ্মপ্রবাসী সাহিত্য-সম্মিলন, (গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, ২০শ অধিবেশন, চন্দননগর, (ঘ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—মেদিনীপুর-শাখার বার্ষিক অধিবেশন।

৪। (ক) হুগলী কলেজ শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (খ) সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন উপলক্ষে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (ঘ) বালী সাধারণ পাঠাগারের জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদর্শনীতে এবং (ঙ) রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা ও পুস্তকাগার হইতে দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

৫। পরিষদের নানারূপ আর্থিক অভাব মোচনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি ভাণ্ডার স্থাপন উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১। নিম্নোক্ত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—

(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শন-শাখা, (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয় সমিতি, (চ) চিত্রশালা সমিতি, (ছ) পুস্তকালয় সমিতি, (জ) ছাপাখানা সমিতি, (ঝ) প্রচার শাখা, (ঞ) পরিষদ্ মন্দির-সংরক্ষণ সমিতি, (ট) চাঁদা আদায়-সমিতি, (ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি চিত্র নির্ব্বাচন সমিতি, (ড) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি এবং (ঢ) প্রতিষ্ঠা-উৎসব-সমিতি।

চিত্রশালা

চিত্রশালার জন্য নিম্নোক্ত শ্রেণীর দ্রব্যগুলি আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত হইয়াছিল,—প্রাচীন মুদ্রা—১, প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি—২, প্রাচীন বস্ত্র—১, সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি—৩, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ব্যবহৃত দ্রব্য—২।

লণ্ডনের মিউজিয়াম এসোসিয়েশন হইতে The Museums of India নামক যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সংক্ষেপে পরিষদের চিত্রশালার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কতিপয় বৈদেশিক পণ্ডিত পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

রমেশ-ভবন

গত চিচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণে জানান হইয়াছিল যে, রমেশ-ভবনটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য উহার দ্বিতল নির্ম্মাণের আয়োজন হইয়াছে। রমেশ-ভবন সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র, কোষাধ্যক্ষ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, সম্পাদক শ্রীযুক্তা উমা মুখার্জি ও কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র এবং সমিতির সভ্যগণের মধ্যে মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, স্যার শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঙ্কুর দে, শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখার্জি প্রভৃতি মহাশয়গণের চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে, এবং আলোচ্য বর্ষের আশ্বিন মাস হইতে দ্বিতল নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণ কার্য্যের অধিকাংশই হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কয়েকটি নূতন কাজের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে একতলের ছাদ ভাঙ্গিয়া নূতন ছাদ ঢালাই করা হইয়াছে। পূর্ব্বের ছাদের লোহার বরগা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এবং নিম্নতলের মেঝের চূণার পাথরের টালি উঠাইয়া, তৎপরিবর্ত্তে পেটেন্ট ষ্টোন দেওয়া হইল। পাথরের টালি থাকায় মেঝে স্যাঁৎ-সোঁতে হইত। অল্প-বিস্তর খুচরা কাজ, যথা—রং দেওয়া, জানালা কপাট লাগানো ও বালির এবং পাথরের কাজ কিছু কিছু বাকী আছে। কাজ দ্রুত সম্পাদিত হইলে এক মাসেই সমস্ত শেষ হইতে পারে, এইরূপ আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিজ্ঞাপিত করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। গত বৎসর পরিষদের প্রচার-শাখা গঠিত হইবার পর ইহার কতিপয় সভ্য রমেশ-ভবন কিরূপে সম্পূর্ণ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার উদ্দেশ্যে রমেশচন্দ্রের দৌহিত্রী এবং মাননীয় স্যার শ্রীযুক্ত বি. এল. মিত্র মহাশয়ের পত্নী লেডি প্রতিমা মিত্র মহোদয়ার শরণাপন্ন হন। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র (৺যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুত্র) এবং উক্ত প্রচার-শাখার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত কপিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় এবং প্রচার-শাখার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এবং শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা লেডি মিত্র মহোদয়াকে সমস্ত বিষয় জানাইলে তাঁহার অভিপ্রায় মত রমেশ-ভবন কমিটি গঠন ও আনুষ্ঠানিক সমস্ত কার্য্য পর পর সম্পাদিত হয়—এ বিষয় গত বার্ষিক কার্য্যবিবরণে উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই ভবন সম্পূর্ণ হইলে পরিষদের স্থানাভাব বিশেষভাবে ঘুচিবে বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতল নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইলে গৃহপ্রবেশ-সভায় রমেশ-ভবন নির্ম্মাণে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও দানের তালিকা দেওয়া হইবে।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের পুথিশালায় নিম্নলিখিত পুথি উপহার প্রদান করিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—২৪ যোড়ক, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দেবশর্ম্মা—১ যোড়ক, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—২ খানি, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস—২ খানি, শ্রীযুক্ত শম্ভুসেবক নন্দী—২ খানি, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু—১ খানি, শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় ১ খানি, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাস—১ খানি।

উল্লিখিত পুথিগুলির মধ্য হইতে ৮ খানি এবং শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক (১৩৪১ সালে) প্রদত্ত পুথিগুলির মধ্য হইতে ২০১ খানি, আলোচ্য বর্ষে সাকল্যে এই ২০৯ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে মুদ্রিত ১৩ খানি পুথি পৃথক্ করিয়া রাখিয়া, অবশিষ্ট ১৯৬ খানির মধ্যে সংস্কৃত পুথি ১৪৩ খানি এবং বাঙ্গালা পুথি ৫৩ খানি তালিকাভুক্ত করিয়া, বর্ষশেষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	...	৩১৮১
সংস্কৃত „	...	২১২৯
তিব্বতী „	...	২৪৪
ফার্সী „	...	১৩
আসামীয়া „	...	৩
ওড়িয়া „	...	৪
হিন্দী „	...	২
		৫৫৭৬

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "বাঙ্গালা পুথির তালিকা"র মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

পুথিশালায় বসিয়া অনেকে পুথি আলোচনা করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত যে সকল বিশিষ্ট গ্রন্থে পরিষদের পুথির সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পদ্যাবলী, কৃষ্ণকর্ণামৃত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কলিকাতা মেট্রপলিটান প্রেস হইতে প্রকাশিত রামায়ণের বঙ্গীয় সংস্করণ ও অধ্যাত্মরামায়ণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সংগৃহীত পুথিগুলিতে পাটা ও খেরো লাগাইবার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অর্থাভাববশতঃ সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় নাই। আগামী বর্ষে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করা না হইলে কতকগুলি পুথির নিতান্ত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। পরিষদের হিতৈষী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় আলোচ্য বর্ষে পুথিশালার ব্যবহারের জন্য একটি স্থটকেস ক্রয় করিয়া দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাগারে ৪০৫৫০ খানি পুস্তক পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৩১৪ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের হিতৈষিবর্গের নিকট হইতে ১৫৬ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৫৮ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। অতএব বর্ষশেষে পরিষদের পুস্তকসংখ্যা ৪০৮৬৪ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক পত্রিকা উপহার অথবা বিনিময়ে গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য।

১। Supdt., Government Printing, Bengal, ২। Manager of Publications, Delhi, ৩। Secretary, Simthsonian Institution, ৪। Registrar, Calcutta University, ৫। Director, Geological Survey of India. ৬। Supdt, Government Museum, Egmore, Madras, ৭। Superintendent, Central Museum, Lahore, ৮। Manager, Gita Press, Gorakhpur, ৯। Librarian, Bengal Library. ১০। Royal Asiatic Society, China Branch, ১১। Director of Industries, Bengal ১২। School of Oriental Studies, London.

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য।

প্রদাতা—

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী—১। ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তসার, ১২৭২।

রেভারেণ্ড এ, সৌতেন —১। চণ্ডী, ১২৭৯।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Govt. Gazette, April 19, 1827. No 621. Vol XIII.

শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, ২। উভয় সঙ্কট।

শ্রীযুক্ত করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। সংবাদপ্রভাকর, ১২৯২, ২০এ ভাদ্র।

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দত্ত—১। চমৎকারমোহন, ১২৬৫, ১ম কাণ্ড, ৪৯ সংখ্যা।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত বঙ্গীয় শব্দকোষ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'মহাকোষ' প্রত্যেক খণ্ড এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র প্রত্যেক খণ্ড দান করিয়া পরিষদ্গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১ম সং, ১৮০৫)

২। তোতা ইতিহাস (লণ্ডনে ছাপা) চণ্ডীচরণ মুন্সী,

৩। শব্দসিন্ধু, (১৮১৮) পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়,

৪। বেদান্তচন্দ্রিকা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ১৮১৭,

৫। Selections from Calcutta Gazette, Vol III. 1868,

৬। Vocabulary—English and Bengalee by Nobocoomar Nath 1861.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নোক্তসংখ্যক সাময়িক পত্রিকাগুলি পাওয়া গিয়াছিল। ১। দৈনিক—৪, ২। সাপ্তাহিক—২৫, ৩। পাক্ষিক—৩, ৪। মাসিক—৫৯, ৫। দ্বৈমাসিক—২৫, ৬। ত্রৈমাসিক—১০।

আলোচ্য বর্ষে তালিকা-মুদ্রণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। সাধারণ গ্রন্থাগারের ও দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা গ্রন্থের তালিকা একপ্রকার শেষ হইয়াছে। এই সকল তালিকা সত্বর প্রকাশ করা প্রয়োজন। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হইতেছে না।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পুস্তক ক্রয়ের জন্য ৬৫০৲ সাহায্য মঞ্জুর করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে তিরুবল্লুবর্-লিখিত প্রাচীন তামিল কাব্য 'কুরল্'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্ন্যাল মহাশয় গ্রন্থের অনুবাদক ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ প্রাচীন তামিল নীতিগ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানি ৪০০ পৃষ্ঠার অধিক।

পূর্ব্ববৎসরে সঙ্কল্পিত গ্রন্থগুলির মধ্যে (ক) ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ডের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; এবং ৯৬ পৃঃ মুদ্রিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে।

(খ) 'রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান' গ্রন্থ ৯৬ পৃঃ মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদক ও সম্পাদক।

(গ) অনাদিমঙ্গল গ্রন্থ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতি সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে,—

(ক) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ। এই গ্রন্থ চারি বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশিত হয়, অত্যল্প কাল মধ্যে ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং পাঠক-সমাজে ইহার চাহিদা থাকায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সংস্করণটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য বহু নূতন বিষয় ও টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। ধন্যবাদের সহিত জানাইতেছি যে, পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু গ্রন্থের এই সংস্করণের সর্ব্বস্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং সম্পাদকীয় পারিশ্রমিকের দরুন তাঁহার প্রাপ্য অন্যূন আড়াই শত টাকাও পরিষৎকে দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষৎকে ২০৲ দান করিয়াছেন।

(খ) প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয় জাতি—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন এবং গ্রন্থপ্রকাশের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পরিষৎকে সাহায্য করিবেন জানাইয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ ডক্টর লাহা মহাশয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

(গ) বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত সংস্কৃত পুথিগুলির যেরূপ সবিবরণ তালিকা শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন, সেইরূপ বাঙ্গালা পুথিগুলিরও সবিবরণ তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে এই গ্রন্থ সম্পাদনের ভার অর্পিত হইয়াছে। গ্রন্থমুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে।

দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, (ক) রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী, (খ) রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল, (গ) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় এবং (ঘ) আলাওলের পদ্মাপুরাণ প্রকাশের কোন ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষেও হইয়া উঠে নাই।

গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট ১০৮০৲ সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল এবং লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের সুদ ও ঐ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা ৫৫৭৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিদধিক ৪৩০৲ টাকা আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত হইয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ত্রিচত্বারিংশ ভাগ চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাগে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির নাম শ্রেণীভেদে নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রাচীন সাহিত্য

১। বড়ু চণ্ডীদাসের পদ—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ২। ঐ সম্বন্ধে বক্তব্য—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনা-কাল—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, ৪। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, ৫। উড়িষ্যার বৈষ্ণবসাহিত্যে চৈতন্যদেবের কথা—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৬। কবি শেখ চাঁদ—ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্, ৭। শাহ মোহাম্মদ সগীর—ঐ ঐ, ৮। কয়েকটি জাগগান—মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, ৯। দ্বিজ রামকুমারের ভাগবত—শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ১০। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইতিহাস (৩ সংখ্যায়) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ১২। বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরেজী ব্যাকরণ (আলোচনা)—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩। দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের গ্রন্থাবলী—
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিহাস

১। মারাঠাজাতির অভ্যুদয়—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, ২। শিবাজী—স্যর যদুনাথ সরকার, ৩। শিবাজীর পর মারাঠাজাতির ধারা—স্যর যদুনাথ সরকার, ৪। পবনদূত-বর্ণিত বাঙ্গালাদেশ—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

বিজ্ঞান

১। স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটির উদ্ভাবনকাল—৺ রায় শরৎকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, ২। মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ত্ব—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

বিবিধ

১। সাহিত্যবার্ত্তা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, পত্রিকাধ্যক্ষ।

গত তিন বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার আয়তন কিছু বাড়িয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সারমর্ম Indian Historical Quarterly পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

	সভাপতি	আহ্বানকারী
সাহিত্য-শাখা—	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন।
ইতিহাস-শাখা—	ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন,	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত।
দর্শন-শাখা—		শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য।
বিজ্ঞান-শাখা—	শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ,	শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অধিবেশন-সংখ্যা—সাহিত্য-শাখা ৫, ইতিহাস-শাখা ৩, বিজ্ঞান-শাখা ০, দর্শন-শাখা ০।

বিজ্ঞান ও দর্শন-শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই। বিজ্ঞান-শাখার সার্কুলার দ্বারা সভ্য-নির্ব্বাচনাদি হইয়াছিল।

সাহিত্য ও ইতিহাস-শাখার অধিবেশনে, প্রকাশের জন্য গ্রন্থাবলী মনোনয়ন ও অধিবেশনে পাঠের জন্য প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে বর্দ্ধমানে পূর্ব্ব-শাখা লুপ্ত হওয়ায় কতিপয় কর্ম্মীর প্রচেষ্টায় তথায় সেই শাখা-পরিষৎটি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে রঙ্গপুর, মেদিনীপুর, গৌহাটী, কাশী, মীরাট, নদীয়া ও কটক শাখা-পরিষদের কার্য্যাবলীর যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, পরিশিষ্টে সংক্ষেপে উহার বিবরণ দেওয়া গেল। মেদিনীপুর-শাখার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে যে সাহিত্য-সম্মিলন ও প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে মূল-পরিষদের কতিপয় প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে চন্দননগরে ৯ই, ১০ই ও ১১ই ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনের পূর্ব্বে সম্মিলনের বিংশ বর্ষের জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি গঠিত হয়। পরিচালন-সমিতির কয়েকটি অধিবেশনে সম্মিলনের কতকগুলি নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের সম্মিলনের

পর এই সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। এতদ্ব্যতীত সাহিত্য-শাখায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ইতিহাস-শাখায় স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, দর্শন-শাখায় ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য মূল সভাপতি, বিজ্ঞান-শাখায় ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, কথা-সাহিত্য-শাখায় শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, কাব্যসাহিত্য-শাখায় শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু, সংবাদসাহিত্য-শাখায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার কলা সাহিত্য-শাখায় শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শিশুসাহিত্য শাখায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অর্থনীতি শাখায় ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বানান-সমস্যা শাখায় ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং চিকিৎসা-শাখায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। সম্মিলনের বিস্তৃত বিবরণ অভ্যর্থনা-সমিতি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহা প্রকাশিত হইলে সম্মিলনে গৃহীত মন্তব্যগুলির বিষয় এবং পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলী জানিতে পারা যাইবে। সম্মিলনের পরিচালনা-সমিতির কার্য্যালয় এই পরিষৎ মন্দিরে আছে। মূল-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১১ জন সভ্য পরিচালন-সমিতির সভ্য ছিলেন। আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্মিলনের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষেও ইঁহারা উভয়েই সম্পাদক ছিলেন।

বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে ১০৮০৲ পাওয়া গিয়াছিল এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য ৭০ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা রাজসরকার হইতে ক্রীত হইয়াছিল। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য রাজসরকার এই সর্ত্তে দান করিতেন যে, রাজসরকার যত টাকা দিবেন, তাহার দ্বিগুণ অর্থ পরিষৎ হইতে ব্যয় করিতে হইবে। সম্প্রতি পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতির অনুরোধে পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় পরিষদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার বিষয় এবং বর্ত্তমান অবস্থায় দানের সর্ত্তানুসারে পরিষদের পক্ষে অর্থব্যয় করা যে বিশেষ কষ্টসাধ্য, তাহা জানাইয়া উক্ত সর্ত্ত হইতে কিছু দিন পরিষৎকে রেহাই দিবার জন্য রাজসরকারের সহিত পত্রব্যবহার করেন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, রাজসরকার আমাদের সভাপতি মহাশয়ের আবেদন অনুসারে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, আগামী ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত এই তিন বৎসর রাজসরকার যত টাকা বার্ষিক দান করিবেন, তাহার সমপরিমাণ অর্থ পরিষৎ ব্যয় করিতে পারিবেন। পরিষৎ এই জন্য বঙ্গীয় রাজসরকারকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন এবং সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্ম পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। পরিষৎ কলিকাতা করপোরেশনের নিকট এই জন্ম বিশেষ ঋণী। গত পূর্ব্ববৎসরে কর্পোরেশনের শাখা-সমিতি পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণাদির জন্ম ৬০০০৲ টাকা সাহায্য দানের বিষয় বজেটভুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ টাকা পাওয়া যায় নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে ঐ টাকা পুনরায় করপোরেশনের বজেটে যেন ধরা হয়।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল

আলোচ্য বর্ষে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিলের অর্থে ঐতিহাসিক বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্ম ইতিহাস-শাখার প্রস্তাব-মত কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতি স্তর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়কে এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়কে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্ম অনুরোধ করেন। এবং প্রত্যেককে ২০০৲ টাকা হিসাবে দক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। স্তর যদুনাথ সরকার মহাশয় মুঘল যুগের ভারতইতিহাস সম্বন্ধে ২২এ, ২৩এ ও ২৪এ মাঘ তিনটি সারগর্ভ গবেষণামূলক বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় "সিন্ধুসভ্যতা বিষয়ে নূতন আবিষ্কার" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা দিবেন এবং তৎসম্বন্ধে ছায়াচিত্র প্রদর্শন করিবেন জানাইয়াছেন। স্লাইড্ প্রস্তুত করিবার জন্ম এই তহবিল হইতে ৫০৲ মঞ্জুর হইয়াছে ও উহা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে তিনি এই বক্তৃতা দিবেন। স্তর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার প্রাপ্য দক্ষিণা ২০০৲ পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়াছেন।

স্মৃতিরক্ষা

বর্ষমধ্যে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে,—

১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহার তৈলচিত্র দান করিয়াছেন এবং তাহা ৮ই বৈশাখ বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

২। হেমেন্দ্রলাল রায়। রবিবাসরের কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহার তৈলচিত্র দান করিয়াছেন এবং তাহা ৮ই বৈশাখ বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৩। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, ৪। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা), ৫। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ৬। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় এবং ৭। সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দান করিয়াছেন এবং সেগুলি ১৭ই ভাদ্র মাসিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৮। স্বর্ণকুমারী দেবী। পরিষদের স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-সমিতির কর্তৃত্বাধীনে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহা ১৯এ আষাঢ় বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৯। রাজা ডক্‌টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স‌এর কর্তৃপক্ষ ইঁহার তৈলচিত্র দান করিয়াছেন এবং তাহা গত ২৩এ আশ্বিন বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১০। পুলিনবিহারী দত্ত। স্বর্গীয় পুলিন বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত মহাশয় ইঁহার তৈলচিত্র দান করিয়াছেন এবং তাহা গত ২৭এ চৈত্র বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১১। মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পরিষদের হরপ্রসাদ স্মৃতি-সমিতির কর্তৃত্বাধীনে ইঁহার এক আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহা গত ২৮এ চৈত্র বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এই সকল চিত্র ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ব্যতীত (ক) সুসঙ্গের মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তাঁহার স্বর্গত পিতা মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের চিত্র দান করিতে সম্মতি জ্ঞাপন এবং চিত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। (খ) শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পিতা স্বর্গত প্রবীণ সাহিত্যিক তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র দান করিয়াছেন এবং (গ) পরিষদের অনুরোধে মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স‌এর কর্তৃপক্ষগণ ৺রাধানাথ শিকদারের তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। এই চিত্র প্রস্তুতের জন্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় ফটো সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ। অদ্য এই শেষোক্ত উভয় চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ মত আলোচ্য বর্ষে দুই জন দুঃস্থ সাহিত্যিককে এবং জনৈক সাহিত্যিকের বিধবাকে এককালে সাহায্য করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে ও একজন সাহিত্যিকের কন্যাকে প্রতি মাসে সাহায্য করা হইয়াছিল। এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল এবং এই ভাণ্ডারের মূলধনের সুদের টাকায় এই সকল সাহায্য করা হইয়াছিল।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে কোন পদক ও পুরস্কারের বিষয় বিজ্ঞাপিত হয় নাই। গত ৮ই ফাল্গুন তারিখে এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে রামপ্রাণ গুপ্ত সুবর্ণপদক দেওয়া হইয়াছিল। রামপ্রাণ স্মৃতি-তহবিলের সর্ত্ত অনুসারে ৫০৲ টাকা পুরস্কার

দানের বিধি আছে। আলোচ্য বর্ষে পুরস্কারদাতৃগণের অভিপ্রায় অনুসারে নগদ ৫০৲ টাকার পরিবর্ত্তে ঐ মূল্যের সুবর্ণপদক দেওয়া হইয়াছে।

পরিষৎ মন্দির

আলোচ্য বর্ষেও পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। শীঘ্রই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা দরকার। পরিষদ্ মন্দির সংরক্ষণের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির কোন কার্য্য হয় নাই।

নিয়মাবলী সমিতি

আলোচ্য বর্ষমধ্যে নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন-সমিতির কোন অধিবেশন হয় নাই।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল,—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)।
২। ঐ ঐ (পত্রিকার মূল্য বাবদ)।
৩। কলিকাতা করপোরেশনের দান—গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয়ের জন্য।
৪। আজীবন-সদস্য-পদ গ্রহণের জন্য দান।
৫। সাধারণ তহবিলে দান।
৬। গ্রন্থপ্রকাশের জন্য দান।
৭। দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান।
৮। প্রতিষ্ঠা-উৎসবে দান।
৯। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান।
১০। ভৃত্যদের শীতের জামা ক্রয়ের জন্য দান।

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দপ্তরসরঞ্জামীর দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়ের বিবরণ সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, পরিষদের আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিয়া পরিষদের কার্য্যপরিচালনা করা বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর নহে। পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্যের জন্য নূতন আয়ের ব্যবস্থা না করিলে, গ্রন্থাদি বিক্রয়ের সুব্যবস্থা না করিলে নির্দ্ধারিত ব্যয়

নির্ব্বাহ করা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িবে। স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের দেনা এবং বাজার দেনা শোধের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বর্ষারম্ভ করিতে হইতেছে। সদস্যগণের চাঁদার উপর নির্ভর করিলে এই সকল দেনাশোধের কোনই আশা নাই। দেনাশোধের দুশ্চিন্তার পীড়নে পরিষদের কর্ম্মশক্তি ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতে চলিয়াছে। এই দেনার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় করিয়া এবং নূতন নূতন কার্য্য সম্পাদনার্থ উপযুক্ত আয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য সদস্যগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় পরিষদের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

উপসংহার

পরিষদের এই আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যেও কোন কর্ম্মাধ্যক্ষপদে না থাকিয়াও যে সকল হিতৈষী কর্ম্মী পরিষদের কার্য্য পরিচালনায় সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আজ আমি অসুস্থ—শয্যাশায়ী। পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদনে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, সহৃদয় সদস্যগণ তাহা ক্ষমা করিয়া পরিষদের ভবিষ্যৎ উন্নতি বিধানের জন্য যত্নবান্ হইবেন, এই প্রার্থনা জানাইয়া ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণের উপসংহার করিতেছি।

কলিকাতা
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৮ই শ্রাবণ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল গত চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

সদস্য

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	১০	...	৮
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	২	...	২
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮৩৪	...	৮২৫
(চ)	সহায়ক-সদস্য	২১	...	১৬
				৮৭২

(ক) আলোচ্য বর্ষে—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় পরলোকগমন করায় বিশিষ্ট-সদস্য-সংখ্যা ১০ স্থানে ৮ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৫। স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সন, ৬। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ৭। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৮। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন।

আলোচ্য বর্ষে তিন জন বিশিষ্ট-সদস্য প্রস্তাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ব্বাচন ফল অদ্য বিজ্ঞাপিত হইবে।

(খ) আলোচ্য বর্ষে আজীবন সদস্য-সংখ্যার কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই। যাঁহারা আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

১। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ৩। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ৫। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, ৬। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ৮। ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, ৯। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ১০। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, ১৩। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, ১৪। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন আলোচ্য বর্ষে হয় নাই। ইহারা অধ্যাপক-সদস্য আছেন—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী, ৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, ৯। শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮৩৪ ছিল। বর্ষ মধ্যে ১৩ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ৪১ সংখ্যক নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির-নির্দ্দেশ অনুসারে ৯২ জন সাধারণ-সদস্যের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। বর্ষ মধ্যে ৯৬ জন ব্যক্তি সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮২৫ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ২১ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষশেষে এই বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৫ জনের স্থিতিকাল ফুরাইয়াছে। এই জন্য এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা এখন ১৬ জন।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—১। আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, ২। ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সাধারণ-সদস্য—১। রায় অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, ২। অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, ৩। রায় সাহেব অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। রায় কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, ৫। জ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী, ৬। রায় বিপিনবিহারী বসু, ৭। রায় বিহারীলাল সরকার বাহাদুর, ৮। ব্রজমোহন বর্ম্মণ, ৯। ভূতনাথ দাস, ১০। ডাক্তার মণিভূষণ ঘোষ, ১১। রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ১২। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র রায়, ১৩। কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র।

এই সকল পরলোকগত সদস্যের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় পরিষদের প্রথম যুগে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বারাণসী শাখা-পরিষদের সভাপতিরূপে ও মূল পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে এবং কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র বাহাদুর রমেশ-ভবন সমিতির অন্যতম সম্পাদকরূপে এবং নানা অনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

বর্ষমধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ পরলোকগমন করিয়াছেন—

১। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন, ২। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। জে. সি. ব্যানার্জি, ৪। বরদাদাস বসু, ৫। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, ৬। রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, ৭। শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮। ডক্টর হেরম্বচন্দ্র মৈত্র।

মৃত্যু পর্য্যন্ত ইঁহারা সকলেই পরিষদের সদস্য ছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নানা দ্রব্য উপহার দিয়া এবং পরিষদ্‌গ্রন্থ 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়া ও নানাভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষদের প্রথম যুগে বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। জে. সি. ব্যানার্জি (যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) মহাশয় নিজব্যয়ে কয়েকজন সাহিত্যিকের তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও চিত্রশালার জন্য দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন। শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলোচ্য বর্ষে তাঁহার পিতা ৺তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক তৈলচিত্র দান করিয়াছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক) ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন ১০, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা ৪, (ঘ) বিশেষ অধিবেশন ৭ মোট ২২।

(ক) **ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন**—৮ই শ্রাবণ শনিবার অন্যতম সহকারী সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দার্জ্জিলিঙ্‌ হইতে যে 'নিবেদন' লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা পঠিত হইলে পর, মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রদত্ত ৺রাধানাথ সিকদার এবং ৺শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ৺তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা হয়, তৎপরে ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ বিজ্ঞাপন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের ফলাফল বিজ্ঞাপন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হয়।

(খ) **মাসিক অধিবেশন**—প্রথম মাসিক অধিবেশন—১৩ই আষাঢ় রবিবার, 'বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান,' শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২৭এ আষাঢ়, রবিবার, 'দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার', শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, ২৫এ ভাদ্র, শুক্রবার, (ক) 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য' ও (খ) 'পীতাম্বর মিত্র', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন, ২২এ অগ্রহায়ণ, বুধবার, (ক) 'জেমস্ ষ্টুয়ার্ট', (খ) 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন, ৭ই পৌষ, বুধবার, 'বৌদ্ধ অপদান', ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন, ৫ই মাঘ বুধবার, 'কালীপ্রসন্ন সিংহ', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন, ৪ঠা ফাল্গুন, বুধবার। (কোন প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই)

অষ্টম মাসিক অধিবেশন, ৯ই চৈত্র, বুধবার, 'দশাঙ্ক সংখ্যা প্রণালীর উদ্ভাবন', ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

নবম মাসিক অধিবেশন, ১৯এ চৈত্র, শনিবার, 'হিন্দু জ্যোতিষে শককাল,' ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

দশম মাসিক অধিবেশন, ২৯এ চৈত্র, মঙ্গলবার, 'বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বয়স', ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

এই সকল মাসিক অধিবেশনে উক্ত প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত পরিষদের কতিপয় সদস্য ও সাহিত্যিকের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হয়, কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারণ বিজ্ঞাপিত হয়, আলোচ্য বর্ষের সংশোধিত বাজেট বিজ্ঞাপিত হয় এবং একজন সাহিত্যিকের চিত্র-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত বিনোদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অমিয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিশ্র ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হন।

(গ) **বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব**—(১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা হয়, (২) ১৫ই আষাঢ় মঙ্গলবার মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়—প্রাতে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রার্থনা, কবিতা ও বাণী পাঠ এবং বক্তৃতা হয়; অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মানকুমারী বসু ও শ্রীযুক্ত দিলীপ দাশগুপ্তের কবিতা, ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীযুক্ত মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের বক্তৃতা; শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়ের আবৃত্তি ও বঙ্গীয় নাট্য-পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক গান ও 'মেঘনাদবধকাব্য' হইতে অংশবিশেষ অভিনীত হয় (৩) ১৯এ চৈত্র শনিবার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় এবং (৪) ২৬এ চৈত্র শনিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ

ও পাইকপাড়ার রাজবাটীর সম্মিলিত আয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে পাইকপাড়া রাজবাটীতে বঙ্কিম-উৎসব সম্পন্ন হয়। বাসন্তী বিদ্যাবীথির ছাত্রীগণ 'বন্দে মাতরম্' গান করিলে পর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভার উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাণী পঠিত হয় এবং কুমার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ বাহাদুর স্বাগত সম্ভাষণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের পর স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের 'বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ,' শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের 'বঙ্কিম-সাহিত্যের রস-বিচার', শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র', শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা মহাশয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' এবং শ্রীযুক্তা সোফিয়া খাতুন মহাশয়ার 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাকচি ও শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসুর কবিতা পঠিত হয়। এই অধিবেশনের কার্য্যারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাইকপাড়া রাজবাটীতে বঙ্কিম-প্রদর্শনী হয়। স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন।

(ঘ) **বিশেষ অধিবেশন**—(১) ২২এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবারের অধিবেশনে মহারাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'ধ্রুপদ সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা' পাঠ করেন এবং সঙ্গীত আলাপ করেন। (২) ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর সভাপতিত্বে ২০এ আষাঢ় রবিবারের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় "একই কথার বা একরূপ ধ্বন্যাত্মক কথার বিপরীতার্থ বিষয়ে মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (৩) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৭ই আশ্বিন রবিবারের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় "সিন্ধু সভ্যতা" বিষয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা'র অন্তর্গত প্রথম বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে চিত্রপ্রদর্শন করিয়া বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন। (৪) ২১এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন হয়। শোক-প্রস্তাব এবং স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্যর শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী বক্তৃতা করেন। (৫) মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহ্‌তাপ বাহাদুরের সভাপতিত্বে ৩রা পৌষ শনিবার স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহের চিত্র-প্রতিষ্ঠা সভা হয়। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বক্তৃতা করেন। (৬) ৮ই ফাল্গুন রবিবার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন হয়। শোকজ্ঞাপক প্রস্তাব এবং স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব ব্যতীত স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, ডক্টর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু একটি কবিতা পাঠ করেন। (৭) ২০এ চৈত্র রবিবার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় "বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ" বিষয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা'র অন্তর্গত প্রথম বক্তৃতা করেন।

উৎসবাদি

(ক) **পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব**—প্রতিষ্ঠা-দিবস ৮ই শ্রাবণ, কিন্তু ঐ দিন বার্ষিক অধিবেশন হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে ৯ই শ্রাবণ রবিবার এই উৎসব হয়। সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমবেত সভামণ্ডলীকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়ার চিত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে প্রাপ্ত পুস্তক (আধুনিক ও দুষ্প্রাপ্য) প্রাচীন পুথি, পুস্তকাধার প্রভৃতি উপহারগুলি প্রদর্শিত হয়। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবৃত্তি, কুমারী দীপিকা দের মণিপুরী ও সাঁওতালী নৃত্য, বাসন্তী বিদ্যাবীথির ছাত্রিগণের গান, শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান এবং শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও কুমারী উমা বসুর গানের পর জলযোগান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়। এই উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা সঙ্গীতাদির দ্বারা সমবেত সজ্জনগণের মনোরঞ্জনে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে এবং উপহারদাতৃগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

(খ) ৯ই আশ্বিন শনিবার সন্ধ্যায় বঙ্গীয় রাজসরকারের মন্ত্রিগণকে এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণকে এক প্রীতি-সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করা হয়। পরিষদের নানা বিষয়ের অভাবের বিষয় সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত হইলে মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় বলেন, বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে পরিষৎ সর্ব্বতোভাবে সাহায্যের দাবী করিতে পারেন এবং তাহা ন্যায়সঙ্গত এবং এ বিষয়ে সমবেত চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই উপলক্ষে ডলি গার্লস্ এসোসিয়েশনের বালিকাগণ সঙ্গীতাদি করেন। জলযোগান্তে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

(গ) পরিষদের রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করায় ৩০এ ফাল্গুন সোমবার রমেশ-ভবন সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহাশয়াকে রমেশ-ভবন সমিতির সহিত একযোগে এক সান্ধ্য-সম্মিলনে সংবর্দ্ধনা করা হয়। পরিষদের পক্ষে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এবং রমেশ-ভবন সমিতির পক্ষে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহাশয়াকে অভিনন্দিত করেন। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এবং কার্য্য পরিদর্শনাদির জন্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার

মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সান্ধ্য-সম্মিলন উপলক্ষে ভারতী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের নৃত্য ও গীত হইয়াছিল এবং জলযোগের আয়োজন করা হইয়াছিল।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

ভারত-গৌরব আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিয়োগ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে আলোচ্য বর্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি ১৩২২।২৪।২৫ বঙ্গাব্দে পরিষদের সভাপতি ছিলেন, এবং ১৩০৭, ১৩২৬, ১৩২৮ বঙ্গাব্দে সহকারী সভাপতিরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি যখন সভাপতি ছিলেন সেই সময় পরিষদের নানা বিষয়ে উন্নতি সাধনের মধ্যে পরিষদে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা লোকশিক্ষার্থ বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার প্রবর্ত্তন করেন। পরিষৎকে তিনি কি ভাবে দেখিতেন তাহা তিনি তাঁহার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে সেই অভিভাষণের একাংশ উদ্ধৃত হইল।—

"সেই আমাদের সঙ্কল্পশক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষৎকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না, ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনসূত্র দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহারস্বরূপে দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যে শেষ উইল করিয়া গিয়াছেন, সে সময়ে পরিষৎকে ভুলেন নাই। পরিষদের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার সৌকর্য্যার্থে পরিভাষা প্রণয়নের জন্য তিনি পরিষৎকে তিন হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট বিশেষরূপ সাহায্য প্রাপ্তির ভরসা পাইয়াছেন। বহুদিন হতে পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা, পুস্তকাদির সংরক্ষণের উপযুক্ত আধারাদির অভাবের কথা এবং রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য অর্থাভাবের কথা কার্য্যবিবরণে বর্ষের পর বর্ষে উল্লেখ করা হইয়াছে। বঙ্গীয় রাজসরকারকে আলোচ্য বর্ষে এই সকল অভাবের বিষয় জানাইয়া তাহার জন্য অর্থ সাহায্য চাওয়া হইয়াছিল। অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গীয় রাজসরকার পরিষদের উক্ত আবেদনের ফলে (ক) রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য, (খ) পরিষদ্ মন্দির সংস্কার

করিবার জন্য, এবং (গ) আসবাব আদি প্রস্তুত করিবার জন্য ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা বাজেটভুক্ত করিয়াছেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষ মধ্যেই এই টাকা হস্তগত হইবে।

রাজসরকার পরিষৎকে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বহুদিন হইতে বার্ষিক ১২০০৲ টাকা দান করিয়া আসিতেছিলেন। সরকারের বিগত ব্যয়-সঙ্কোচ-নীতির ফলে গত বর্ষ পর্য্যন্ত পরিষৎকে ঐ টাকার শত-করা ১০৲ হারে বাদ দিয়া ১০৮০৲ দেওয়া হইত। আলোচ্য বর্ষ হইতে রাজসরকার পরিষদের পক্ষে উক্ত ব্যয়-সঙ্কোচ-নীতি প্রত্যাহার করিয়া বার্ষিক ১২০০৲ দানের আদেশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের অন্যতম সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অনুরোধে বঙ্গীয় রাজসরকার গ্রন্থপ্রকাশের জন্য তিন বছর (১৩৩৭-৩৮, ১৩৩৮-৩৯ এবং ১৩৩৯-৪০) পরিষৎকে উক্ত ১২০০৲ টাকার সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবার আদেশ দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব স্থায়ী আদেশ, ১২০০৲ টাকার দ্বিগুণ ২৪০০৲ ব্যয় করিতে পরিষৎ বাধ্য।

পরিষৎ বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সহৃদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই সকল আদেশের জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

১২৪৫ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হইল। এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে ও বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণোৎসব করিবার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল—

(১) আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিক-উৎসব পাইকপাড়া রাজবাটীর সহযোগিতায় উক্ত রাজবাটীতে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই উৎসবের জন্য যে বিপুল ব্যয় হইয়াছে তাহা পাইকপাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ স্বয়ং বহন করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

(২) বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে এবং বঙ্গের বাহিরে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্য পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষরে অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করা হয়। তাহার ফলে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে বৈঠকখানাটি আছে—যেখানে বসিয়া তিনি তাঁহার যুগান্তরকারী সাহিত্যসাধনা করিতেন—তাহা অতি জীর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে। উহার ½ অংশের মালিক বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম দৌহিত্র এডভোকেট

ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ¼ অংশের মালিক কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন। এই সম্মেলন বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ত্রিচতুর্থাংশ, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য তিন জন দৌহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অংশ সম্প্রতি পরিষদ্‌কে দান করিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন তাঁহাদের সকল স্বত্ব পরিষদ্‌কে দান করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ অধিবেশনে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন। অতি শীঘ্রই এই দানপত্রও রেজেষ্টারী করা হইবে। এই বৈঠকখানাটির বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়। প্রচুর অর্থ ব্যয় না করিলে ইহার সংস্কারসাধন সম্ভব নহে। গত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিক সভায় এই বিষয় উপলব্ধি করিয়া এডভোকেট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় ১০০৲ টাকা সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং পরিষদ্‌কে এই বৈঠকখানাটি সংরক্ষণের জন্য ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই দানের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয়ও ২০৲ সাহায্য পাঠাইয়াছেন। দেশবাসী বাঙ্গালীর পুণ্যতীর্থ-সংস্কার করিবার জন্য মুক্তহস্ত হইবেন—ইহা আমরা সাগ্রহে আশা করি।

(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনের সময় বর্ত্তমান বর্ষের ১০।১১।১২ই আষাঢ়। পরিষৎ ঐ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এবং ঐ দিবসত্রয় সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবের বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

(৫) বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থের জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। এই সঙ্কল্পের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই সংস্করণে থাকিবে (১) বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত পুস্তকগুলি, (২) তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং (৩) অপ্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধাদি ও চিঠিপত্র। গ্রন্থের সাধারণ ভূমিকা লিখিবেন—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিবেন—স্যর্ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। এই বিষয়ে বিস্তৃত অনুষ্ঠানপত্র সদস্যগণের নিকট পূর্ব্বেই বিতরিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই প্রায় চারিখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, অন্য একখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং এক মাসের মধ্যে আরও দুইখানিও মুদ্রিত হইবে। অপর খণ্ডগুলি পর পর প্রকাশিত হইবে।

ঝাড়গ্রামরাজ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কে আর একটি আনন্দের সংবাদ জানাইতেছি। ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর পরিষদ্ কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশের সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া এবং পরিষৎ এ পর্য্যন্ত যে সকল মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ সম্যক্ আলোচনা করিয়া, ঊনবিংশ শতকের এক

তৎপরবর্ত্তী যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশে পরিষদের হস্তে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা দান করিয়া একটি ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করেন। আলোচ্য বর্ষে এই দান সম্পর্কে সর্ত্তাদির আলোচনার পর কুমার বাহাদুরের প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান বর্ষে গত ১১ই, মে তারিখে এই দান পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পত্র ও দানের সর্ত্ত পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। কুমার বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে প্রথমেই এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। পরে এই তহবিল হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইবে, ঝাড়গ্রামরাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনের প্রস্তাবে তাহাই স্থির হইয়াছে। কুমার বাহাদুরের উক্ত পত্রে পরিষদের এই গ্রন্থ-প্রকাশের বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধার নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছে। লালগোলার মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পরে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য পরিষৎকে এত টাকা কেহ দান করেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং বঙ্গ-সাহিত্যামোদিগণ কুমার বাহাদুরের নিকট এই জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় জ্ঞাপন করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। মেদিনীপুরবাসিগণ কর্ত্তৃক বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী প্রকাশের বিষয়ে শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন আই. সি. এস. মহাশয়ের উদ্যম ও চেষ্টার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী প্রকাশ বিষয়ে তিনি তদনুরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া ঝাড়গ্রামরাজকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করেন। সৎসাহিত্য প্রকাশে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের এই আগ্রহ ও চেষ্টা দেশবাসী সকলেই এবং পরিষৎ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। পরিষৎ তাঁহাকে এই সূত্রে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

১০০০০৲ দানের জন্য পরিষদের নিয়মানুসারে ঝাড়গ্রামরাজ পরিষদের "বান্ধব" শ্রেণী-ভুক্ত হইলেন। অদ্য তাহা বিজ্ঞাপিত হইল।

কার্য্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সহকারী সভাপতিগণ—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ইনি সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়ায় ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ইনি পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, ইনি বর্ষশেষে পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত

জিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ইনি বর্ষারম্ভেই পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন—

(ক) মূল পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ৩। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়, ৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, ৫। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, ৬। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ইনি বর্ষারম্ভে গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, ৮। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন, ৯। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ. যৌতেন, ১০। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, ১১। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ১২। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, ১৩। শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, ১৪। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, ১৫। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, ১৬। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ১৭। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৮। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, ১৯। শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত,

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু সরস্বতী,

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বারোটি সাধারণ ও দুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা একবার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী-পদক সমিতিতে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালন-সমিতিতে সভ্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল,—(১) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, (২) শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, (৩) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, (৪) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, (৫) শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়।

৩। নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল,—(ক) দ্বিতীয় মিউজিয়াম এসোসিয়েশন, (খ) প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন (পাটনা), (গ) বঙ্গীয়-

সাহিত্য-সম্মিলন—কৃষ্ণনগরে ২১শ অধিবেশন, (ঘ) মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের রজতজয়ন্তী উৎসব, (ঙ) রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক উৎসব ও সাহিত্য-সম্মিলন এবং বঙ্কিম-স্মৃতি দিবস-উৎসব, (চ) কাঁথি বঙ্কিম-উৎসব ও শাখা-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা উৎসব।

৪। নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানের প্রদর্শনীতে পরিষদের দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল,—(ক) বীরসিংহে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-উৎসব সংক্রান্ত প্রদর্শনীতে, (খ) প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (গ) মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঘ) কাঁথিতে বঙ্কিম-উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঙ) বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণের সম্মিলনে, (চ) রয়েল এশিয়াটি সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর বার্ষিক অধিবেশন সংক্রান্ত প্রদর্শনীতে, (ছ) চন্দননগর বঙ্কিম-উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে।

৫। নিম্নলিখিত শাখা ও সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল, (ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শন-শাখা, (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয় সমিতি, (চ) পুস্তকালয়-সমিতি, (ছ) ছাপাখানা-সমিতি, (জ) চিত্রশালা-সমিতি, (ঝ) প্রচার-শাখা, (ঞ) পরিষদ্-মন্দির-সংরক্ষণ-সমিতি, (ট) নিয়মাবলী-সমিতি, (ঠ) বানান-সমিতি, (ড) হিসাব-পরিদর্শন-সমিতি, (ঢ) শাখা-পরিষৎ নির্ব্বাচন-সমিতি, (ণ) প্রাচীন মুদ্রা গণনা সমিতি, (ত) কর্ম্মচারিগণের ছুটী নির্দ্ধারণ সমিতি, (থ) পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী বিক্রয় সমিতি, (দ) পাইকপাড়া রাজবাড়ী বঙ্কিম-উৎসব সমিতি, (ধ) বঙ্কিম-উৎসব সমিতি, (ন) বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (প) বঙ্কিম শতবার্ষিক-সমিতি, (ফ) ঝাড়-গ্রামরাজ গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (ব) পরিষৎসম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ সমিতি, (ভ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

৬। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম বুধবারে পরিষদের মাসিক অধিবেশন হইবে।

৭। পরিষদের চিত্রশালা মিউজিয়াম এসোসিয়েশনের সভ্য হইবে।

৮। পরিষদের সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ভার অর্পিত হইয়াছে।

৯। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শত-বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

১০। "কুরল" গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়ের যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, ঐ গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া অগ্রে তাঁহাকে উক্ত অর্থ দিতে হইবে।

১১। কলিকাতার ইটালি অঞ্চলের কোন এক অখ্যাত রাস্তার নাম বঙ্কিমচন্দ্রের নামে পরিবর্ত্তিত করিবার বিষয়ে কলিকাতা করপোরেশনের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হয় এবং কলেজ ষ্ট্রীটের নাম 'বঙ্কিমচন্দ্র রোড' করিবার প্রস্তাব করা হয়।

১২। ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থলে অন্য নাম প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হয়।

১৩। বঙ্গভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত এবং এই ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের বিষয়ে মন্তব্য গৃহীত হয়।

রমেশ-ভবন

আনন্দের সহিত জানান যাইতেছে যে, আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিত্রশালা রমেশ ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই দ্বিতল নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে উহার নিম্ন তলের আমূল সংস্কার সাধিত হইয়াছে। উহার দরজা জানালা লাগান এবং বৈদ্যুতিক আলো পাখার পয়েণ্ট লাগান হইয়াছে এবং বৈদ্যুতিক কানেকশন লওয়া হইয়াছে। প্রয়োজন মত সাময়িক ভাবে পাখা ও আলো ভাড়া করিয়া উহার দ্বিতলের হলে কয়েকটি উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়াছে। কিন্তু এখনও কণ্ট্রাক্টারের দেনা মিটাইতে পারা যায় নাই। নিম্ন তলে চিত্রশালার দ্রব্যাদি সংরক্ষণের ও সাজাইবার জন্য উপযুক্ত আধারের ব্যবস্থা করিতে ও দ্বিতলের জন্য আসবাব প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এবং পাখা ও আলো খরিদ করিতে কিঞ্চিদধিক ৫,০০০৲ এখনও আবশ্যক। এই টাকার সম্বন্ধে 'বঙ্গীয় রাজ-সরকার' শিরোনামে অন্যত্র বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামানুসারে এই চিত্রশালার নামকরণ হয়। রমেশ-ভবন নির্ম্মিত হইবার পর অর্থাভাবে বহুদিন পর্য্যন্ত উহার দ্বিতল নির্ম্মাণের কোন আয়োজনই করিতে পারা যায় নাই। এই অবস্থায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে পরিষদের প্রচার-শাখার কতিপয় সভ্যের অনুরোধে রমেশচন্দ্রের দৌহিত্রী শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহাশয়া নবগঠিত রমেশ-ভবন সমিতির সভানেত্রীরূপে উদ্যোগী হইয়া রমেশ-ভবনটি সম্পূর্ণ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া দ্বিতল নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। এই কার্য্যে সমিতির কোষাধ্যক্ষ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এবং ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার মহাশয় যথোচিত সাহায্য করেন, ইঁহারা সকলেই এবং রমেশ-ভবন সমিতি পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

রমেশ-ভবনে প্রদর্শনের ও সংরক্ষণের আধারগুলি প্রস্তুত হইলে সংগৃহীত দ্রব্যগুলি সাজাইতে পারা যাইবে। আলোচ্য বর্ষে নূতন দ্রব্য সংগ্রহের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই; তথাপি নিম্নলিখিত শ্রেণীর দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে—প্রাচীন দেবমন্দিরের ইষ্টক, প্রাচীন স্থানের ফটো, সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি, প্রাচীন সাহিত্যিকের চিত্র এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। তন্মধ্যে স্বর্গীয়া কবি তরু দত্তের ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইগুলি বিলাত হইতে শ্রীযুক্ত হরিহর দাস বি. লিট., মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ পরিষদের পুথিশালায় নিম্নলিখিত পুথিগুলি উপহার দিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় ২ খানি, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাস ৪ খানি এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ২ খানি। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুথির মধ্য হইতে বাছিয়া উদ্ধার করা হয় ৪১ খানি। মোট ৪৯ খানি পুথির মধ্যে ৩ খানি মুদ্রিত পুথি বাদে অবশিষ্ট ৪৬ খানির মধ্যে বাঙ্গালা ৯ খানি এবং সংস্কৃত ৩৭ খানি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে—

বাঙ্গালা	...	৩১৯০
সংস্কৃত	...	২১৬৬
তিব্বতী	...	২৪৪
ফার্সী	...	১৩
অসমীয়া	...	৩
ওড়িয়া	...	৪
হিন্দী	...	২
		৫৬২২

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত বাঙ্গালা পুথির তালিকার মুদ্রণ কার্য্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

অর্থাভাববশতঃ আলোচ্য বর্ষেও পুথিগুলিতে পাটা ও খেরো লাগাইতে পারা যায় নাই। এ জন্য অনেক পুথির ক্ষতি হইবার আশঙ্কা ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে ৪০৮৬৪ খানি পুস্তক ও পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৮৫৮ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের হিতৈষিবর্গের নিকট হইতে ৬৪১ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ২১৭ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। অতএব বর্ষশেষে পরিষদের পুস্তকসংখ্যা ৪১৭২২ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক ও পত্রিকাদি উপহার অথবা বিনিময়ে গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য।—

১। **Supdt., Government Printing, Bengal,** ২। **Manager of Publications, Delhi,** ৩। **Secretary, Simthsonian Institution,** ৪। **Registrar,**

Calcutta University, ৫। Director, Geological Survey of India, ৬। Supdt., Government Museum, Egmore, Madras, ৭। Supdt., Central Museum, Lahore, ৮। Manager, Gita Press, Gorakhpur, ৯। Librarian, Bengal Library, ১০। Royal Asiatic Society, China Branch, ১১। Director of Industries, Bengal ১২। School of Oriental Studies, London, ১৩। Secy. Gaudiya Math.

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য।—

প্রদাতা	পুস্তকাদি
শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু	১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
" জয়দেব ঘোষ	১। Institute of Hindu Law, 1794
" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১। Dictionary in English and Bengali By Ramcomal Sen Vol I, 1834
" সজনীকান্ত দাস	১। শব্দকল্পদ্রুমঃ ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ১৭৪[illegible] শকাব্দ
" নারায়ণচন্দ্র মৈত্র	১। Hitopadesa
" ভূপেন্দ্রকুমার বসু	১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১ম-৯ম অধ্যায়
	২। ঐ ১০ম-১৮শ অধ্যায়
	৩। Hitopadesa, 1847
	৪। Johnson's Dictionary, 1856
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১। কিঞ্চিৎ জলযোগ
	২। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন।
	৩। ভারতবর্ষীয় সভা, ২৩শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, ১৮৭৫।
" রাজেন্দ্রনাথ রায়	১। History of Serampore Mission Vol I
	২। Do Vol II

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১১৮ খানি পুস্তক, ৺কামিনী রায়ের পুত্রগণ একটী আলমারী সমেত ১৩৭ খানি পুস্তক, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'মহাকোষ' প্রত্যেক খণ্ড, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ ২য় সং' প্রত্যেক খণ্ড এবং রঞ্জন পাবলিশিং হাউস 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র প্রত্যেক খণ্ড দান করিয়া পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। রামরসায়ন ১ম—৫ম খণ্ড (রঘুনন্দন)

২। সংবাদ প্রভাকর—১৮৫৫

৩। History of Europe By Sir Archibald Alison in 12 vols (1840)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নোক্তসংখ্যক সাময়িক পত্রিকাগুলি পাওয়া গিয়াছিল,—১। দৈনিক—৬, ২। সাপ্তাহিক—২৮, ৩। পাক্ষিক—৩, ৪। মাসিক—৬৩, ৫। দ্বৈমাসিক—২৫, ৬। ত্রৈমাসিক—১০।

আলোচ্য বর্ষে তালিকা-মুদ্রণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। সাধারণ গ্রন্থাগারের ও দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা গ্রন্থের তালিকা একপ্রকার শেষ হইয়াছে। এই সকল তালিকা সত্বর প্রকাশ করা প্রয়োজন। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হইতেছে না।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পুস্তক ক্রয়ের জন্য ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ

সঙ্কলিত গ্রন্থপ্রকাশের কার্য্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে :—

(ক) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বর্ষে জানান হইয়াছিল যে, এই গ্রন্থের ১ম সংস্করণ চারি বৎসর মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে বহু নূতন তথ্য ও টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করিয়া সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও তিনি গ্রন্থের সর্ব্ব-স্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং সম্পাদকীয় পারিশ্রমিক হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য ২৮৮৲ পরিষৎকে দান করিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ ২৪০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছিল, এই নব সংস্করণ ৫৮০ পৃষ্ঠায় শেষ হইল।

(খ) অনাদি-মঙ্গল বা শ্রীধর্ম্মপুরাণ কবি রামদাস আদক-বিরচিত। গ্রন্থসম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। মূল গ্রন্থ, ভূমিকা, শব্দসূচী ও সুভাষিতাবলী সমেত ৩০৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। এই গ্রন্থও লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত হইল।

এতদ্ব্যতীত (ক) ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহার ২৩২ পৃঃ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় গ্রন্থখানিকে অধিকতর উপযোগী করিবার জন্য বহু নূতন বিষয় সংযোজন করিয়াছেন।

(খ) বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ গ্রন্থের মুদ্রণ ধীরে ধীরে চলিতেছে। মাত্র ১৬ পৃঃ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

(গ) রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান গ্রন্থ মুদ্রণের কার্য্য উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে মহাশয়ের দীর্ঘকাল অসুস্থতার জন্য এবং ছাপাখানার বিশৃঙ্খলার জন্য আলোচ্য বর্ষে অগ্রসর হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে 'বঙ্কিমজীবনীর খসড়া' নামক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের কর্ম্মময় এবং বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের মূল উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এই গ্রন্থ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থস্বত্ব সম্পাদকগণের থাকিবে। অতি সত্বর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখকগণের গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে পরিষৎ হইতে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা 'বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে অন্যত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রকাশ সম্বন্ধে সংবাদ "আচার্য্য জগদীশচন্দ্র" বসু শিরোনামে বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট ১০৮০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের সুদ ৫৫৫৲ ও ঐ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত গ্রন্থ বিক্রয়দ্বারা ২২০৲ মোট ৭৭৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্য এবং কিছু চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চারি সংখ্যা—১ম ও ২য় সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এবং ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির শ্রেণীভেদ এইরূপ—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী, ২। কবি পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র, ৩। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৪। ক্যাপ্টেন জেম্‌স ষ্টুয়ার্ট, ৫। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য (প্রথম বাঙ্গালী সাংবাদিক), লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত বিদ্যাসুন্দর, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ৭। চণ্ডীদাস (আলোচনা), শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ৮। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। বৌদ্ধ অপদান, ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ১০। সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ১১। সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(খ) ইতিহাস—১। মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার, ২। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বয়স, ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

(গ) বিজ্ঞান—১। হিন্দু জ্যোতিষে শককাল, ডাঃ শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, ২। হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল।

অর্থাভাবে পত্রিকার সহিত পরিষদের কোন কার্য্যবিবরণই প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

সাহিত্য ইতিহাস দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখার ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস বিভাগে ১টি; দর্শন বিভাগে ১টি এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৩টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে মাসিক অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যতীর্থ এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন।

শাখা-পরিষৎ

পরিষদের মফস্বলের শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর-শাখার পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় রজত-জয়ন্তী উৎসবের যে বিপুল আয়োজন হইয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র মেদিনীপুরবাসী, কি সরকারী কি বেসরকারী, সকল শ্রেণীর নগরবাসী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয় শাখার কর্ম্মিবৃন্দের সহিত একযোগে যেরূপ উদ্যমের সহিত এই অনুষ্ঠানের সফলতা সম্পাদনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। এই উৎসব সপ্তাহ কাল ধরিয়া চলিয়াছিল। বিরাট্ প্রদর্শনী, লোকশিক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা, নানাস্থান হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের সমাবেশ এবং তাঁহাদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-পাঠের ব্যবস্থা এবং প্রচুর লোকরঞ্জক আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই জয়ন্তী-উৎসবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি-উৎসবও যথোচিত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে মেদিনীপুরবাসিগণ যে স্থায়ী এবং মহান্ কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। মেদিনীপুরের গৌরব এবং বঙ্গসাহিত্যের মহান্ মহীরুহ প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র

গ্রন্থাবলীর একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের এবং মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই সকল কার্য্যের উদ্দেশ্যে বহু সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মূল পরিষৎ মেদিনীপুর-শাখার এই কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছেন। এই সম্পর্কে আর একটি শুভ সংবাদ এই যে, মেদিনীপুরের কাঁথি শহরে পরিষদের একটি নূতন শাখা স্থাপিত হইয়াছে। সেখানেও কর্ম্মীর অভাব নাই। তাঁহারা শাখা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম-উৎসব সম্পন্ন করিবার যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূল পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মিলনে এবং বঙ্কিম-উৎসবে মূল পরিষদের সভাপতি, সভাপতি রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ত্রিপুরা-শাখা কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। বিভিন্ন শাখার কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ হইল। আলোচ্য বর্ষে শিলং ও শিলচরে পরিষদের শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। এই সকল প্রস্তাব এক্ষণে বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের ২৯এ মাঘ, ১লা ও ২রা ফাল্গুন কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগর রাজবাটীর নাট-মন্দিরে সম্মিলনের অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বিংশ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী কথা-সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী পদাবলী-শাখার, ডক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য দর্শন-শাখার, ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনীতি-শাখার, ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ইতিহাস-শাখার, ডক্টর কুদরতি এ খোদা বিজ্ঞান-শাখার, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস কাব্য-সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সাংবাদিক-সাহিত্য-শাখার, এবং শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় চারু-কলা-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত সম্মিলনের নিয়মাবলীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। মূল পরিষদের সম্পাদক, সম্মিলনের অন্যতম সম্পাদক এবং পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৫ জন সভ্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ২০শ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মিলনের ২২শ অধিবেশন কুমিল্লায় আহূত হইয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০্ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। পরিষৎ কলিকাতা করপোরেশনের নিকট এই জন্য বিশেষ ঋণী। গত পূর্ব্ব বৎসরে করপোরেশনের শাখা-সমিতি পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণাদির জন্য ৬০০০্ টাকা সাহায্য দানের বিষয় বজেটভুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ টাকা পাওয়া যায় নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে ঐ টাকা পুনরায় করপোরেশনের বজেটে যেন ধরা হয়।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুইজন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল

এই অনুসন্ধান তহবিলের অর্থে গত বৎসরের বিজ্ঞাপন অনুসারে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় আলোচ্য বর্ষের ৯ই আশ্বিন 'সিন্ধু সভ্যতা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার বক্তৃতার বিষয় পরিস্ফুট করেন। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় গত ২০এ চৈত্র তারিখে বঙ্গভাষার ঐতিহাসিকতা বিষয়ক 'বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি এই বিষয়ে আরও দুইটি বক্তৃতা দিবেন। শ্রীযুক্ত ননীগোপালবাবু এবং শ্রীযুক্ত সজনীবাবু তাঁহাদের প্রত্যেকের দক্ষিণার ২০০্ পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়া পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

স্মৃতিরক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে,—

১। রাধানাথ সিকদার—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দান করিয়াছেন।

২। তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়—পুত্র ৺শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার এক তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দান করিয়াছেন।

৩। ৺কামিনী রায়—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তৈলচিত্র দান করিয়াছেন।

৪। ৺ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়—'জন্মভূমি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ইঁহার একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এক তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। এই চিত্র অদ্য বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্তৃপক্ষগণ ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এক চিত্র দান করিয়াছেন। এই চিত্রও অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই উভয় চিত্র ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের বিশেষ অনুরোধে ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের এক তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সত্বরেই এই চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের এবং (খ) ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার সঙ্কল্প আলোচ্য বর্ষে গৃহীত হইয়াছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি-সমিতির নিকট ঐ সমিতির সম্পূর্ণ হিসাব না পাওয়ায় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারিগণের নাম প্রভৃতি প্রকাশ করিতে পারা যাইতেছে না। এই বিষয়ে স্মৃতি-সমিতির সম্পাদকের সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে যে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে মাসিক অর্থ সাহায্য করা হইত তন্মধ্যে এক জনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তাঁহার চিকিৎসার জন্য অগ্রিম ৫ মাসের টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে এক জন দুঃস্থ সাহিত্যিকের দুঃস্থা কন্যাকে মাসিক সাহায্য করা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মাত্র তিন জনকে এই ভাণ্ডার হইতে সাহায্য করা হয়। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে ঢাকার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন অনুসারে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲) দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন পুরস্কারের বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা হয় নাই।

পরিষদ মন্দির

পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে করিতে পারা যায় নাই, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে পরিষদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার যে অর্থসাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। ১৩৩৫ সালে এ সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে—আশা করা যায়।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল,—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)।

২। ঐ ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)।

৩। কলিকাতা করপোরেশনের দান—গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয়ের জন্য।

৪। সাধারণ তহবিলে দান।

৫। গ্রন্থপ্রকাশের জন্য দান।

৬। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান।

৭। প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ও সংবর্দ্ধনার জন্য দান।

৮। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান।

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু ও ৺ভূতনাথ দাস মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সম্যক্ জানা যাইবে। বৎসরের পর বৎসর পরিষদের নানা অভাব জ্ঞাপন ও তাহার প্রতিকারের জন্ম সদস্যগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা জানান হইতেছে। কিন্তু আশানুরূপ এবং পরিষদের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। তাহার ফলে পরিষদের অনেক অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন ও কোন নূতন প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইতেছে না। সুখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষের যে সকল অর্থপ্রাপ্তির ভরসা ও সূচনা হইয়াছে,

তাহা সফল হইলে পরিষৎ নূতন উদ্যমে কর্ত্তব্যপথে অধিকতর অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইবে। বঙ্গীয় রাজসরকারের দান, ঝাড়গ্রাম রাজের দান *, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের দান, এবং 'চিত্রা' বায়স্কোপ কোম্পানীর প্রস্তাবিত সাহায্য-রজনী হইতে সাহায্য-প্রাপ্তি সত্বরই ঘটিবে ইহা সাগ্রহে আশা করিতেছি। পরিষদের দেনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে শেষোক্ত স্থানে সাহায্য রজনীর ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন এবং চিত্রার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বি. এন. সরকার এ বিষয়ে বিশেষ ভরসা দিয়াছেন। পরিষদের সভাপতি মহাশয়, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বে পরিষদের দেনা মিটাইতে যে অর্থ ধার দিয়াছিলেন, আলোচ্য বর্ষে তাঁহারা তাঁহাদের সেই দাবী ত্যাগ করিয়া পরিষৎকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত মনীগোপাল মজুমদার মহাশয়গণ নগদ টাকা দান করিয়াও পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। অন্যতম আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত হিসাব পরীক্ষা করিয়া উহা নির্ভুল বলিয়াছেন।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা পরিষদের প্রত্যেক সহৃদয় সদস্য, অনুগ্রাহক ও মঙ্গলকামীকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা পরিষদের প্রাণস্বরূপ—তাঁহাদের অনুকম্পাতেই পরিষৎ এতাবৎকাল যথাসম্ভব সুষ্ঠুরূপে নিজকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে। পরিষৎ এ প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান—দেশবাসীর সহানুভূতির উপর অন্য কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইহা অপেক্ষা অধিক দাবী করিতে পারে না। ইহার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিলে আমাদের জাতীয়তার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বৎসরের পর বৎসর ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং ইহার দায়িত্বও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদনুপাতে ইহার আয় বৃদ্ধি হয় নাই—এমন কি অনেক সদস্য সময়মত তাঁহাদের দেয় চাঁদা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে ইহা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যাঁহাদের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ইহার উন্নতিকল্পে পরিশ্রম করিতে কাতর নহেন। কিন্তু দেশবাসীর সহানুভূতি ও সহায়তা ব্যতিরেকে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুখের বিষয়, কতিপয় দানশীল মহাত্মা এই সঙ্কটকালে ইহাকে অর্থাদি-দানে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের কথা কার্য্যবিবরণীমধ্যে যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

* কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে ঝাড়গ্রাম রাজের দান বর্ত্তমান বর্ষে পাওয়া গিয়াছে।

ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যেক দেশবাসীরই এ বিষয়ে যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এই বৎসর আমরা সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছি। স্মরণ রাখিতে হইবে, তাঁহারই 'বঙ্গদর্শনে' মহামতি বীম্‌স্ সাহেব কর্ত্তৃক এই পরিষদের প্রথম পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি সেই মহাপুরুষের স্মৃতি প্রকৃতরূপে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিমান করিয়া তুলুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৭ই শ্রাবণ

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

পঞ্চচত্বারিংশবার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর অন্যতম বান্ধব-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে ইঁহারা বান্ধব আছেন,—

১। মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা-

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৮	...	৮
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	...	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	..	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮২৫	...	৯১৫
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১৬	...	১২
		৮৭২		৯৫৮

(ক) আলোচ্য বর্ষে স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ

শীল এবং পুরাতন বিশিষ্ট-সদস্য রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু এবং রায় জলধর সেন বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৮ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন,—

১। স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪। স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্স'ন, ৫। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৬। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ৭। স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং ৮। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) আলোচ্য বর্ষে রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নূতন আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে যাঁহারা আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, ৫। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইঁহারা অধ্যাপক-সদস্য আছেন,—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী, ৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, ৯। শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮২৫ ছিল। বর্ষমধ্যে ১১ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ১০১ জন ব্যক্তি সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৯১৫ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১৬ জন সাহয়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে একজনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং বর্ষশেষে এই বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৩ জনের স্থিতি-কাল ফুরাইয়াছে। এই জন্য এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা এখন ১১ জন।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—১। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ২। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু, ৩। রায় জলধর সেন বাহাদুর।

আজীবন-সদস্য—রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

সাধারণ-সদস্য—১। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, ২। আশুতোষ ঘোষ, ৩। গিরিশচন্দ্র বসু, ৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। ঝঞ্ঝানিল আচার্য্য চৌধুরী, ৬। ননীগোপাল মজুমদার, ৭। নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ৯। বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ১০। শ্রীহর্ষলাল মুখোপাধ্যায়, ১১। অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

এই সকল পরলোকগত সদস্যের অধিকাংশেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছেন। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত এবং গিরিশচন্দ্র বসু যথাক্রমে 'জ্যোতিষ-দর্পণ' এবং 'উদ্ভিদ্‌জ্ঞান' নামক পরিষদ্‌গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে এবং রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর পরিষদের ও রমেশ-ভবনের কোষাধ্যক্ষরূপে এবং নানা ভাবে অর্থসাহায্য দ্বারা পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ননীগোপাল মজুমদার পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া এবং অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছেন। নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রাদি দান করিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছেন।

সহায়ক-সদস্য—যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ইনি পরিষৎ-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বহু প্রাচীন পুথি দান করিয়া পরিষদের সম্পদ্‌ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

বর্ষমধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ পরলোকগমন করিয়াছেন,—

১। পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, ২। দেবেন্দ্রনাথ বসু, ৩। ললিতমোহন ঘোষাল, ৪। স্বামী শুদ্ধানন্দ, ৫। ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী, ৬। মধুসূদন জানা, ৭। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ৮। রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, ৯। রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, ১০। শিবরতন মিত্র, ১১। শরৎচন্দ্র মিত্র।

ইঁহাদের মধ্যে ৪, ৬, ৮ এবং ৯ সংখ্যায় উক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকলেই এক সময়ে পরিষদের সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ পরিষৎ-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—(ক) চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) **চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন**—৭ই শ্রাবণ, শনিবার। সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের পর, ঝাড়গ্রামরাজ কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরকে পরিষদের 'বান্ধব' নির্ব্বাচন এবং (১) স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, (২) রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এবং

(৩) স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত, পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণ পঠিত, পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়। এই অধিবেশনে (ক) মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রদত্ত ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং (খ) শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়।

(খ) **মাসিক অধিবেশন**—১। ১৪ই ভাদ্র—(ক) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ' এবং (খ) শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-লিখিত 'পরমানন্দমত-সংগ্রহ' নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

২। ১৮ই অগ্রহায়ণ।—(ক) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "ভাষা-পরিচয়ের ভূমিকা" এবং শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত "ভারতচন্দ্রের একখানি পুথি" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

৩। ২২এ চৈত্র। প্রবন্ধ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-লিখিত "চোরের পাঁচালি" পঠিত হয়।

(গ) **সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা**—(১) আলোচ্য বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা—১৪ই আষাঢ় প্রাতে শ্রীসন্তোষকুমার বসুর নেতৃত্বে গোরস্থানে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও প্রার্থনা হয় এবং অপরাহ্নে পরিষদ্ মন্দিরে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং কুমারী আলোচনা রায় গান করেন এবং শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীসজনীকান্ত দাস, কবির রচনা আবৃত্তি করেন। মৌলবী রেজাউল করিম, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং শ্রীপ্রিয়লাল দাস বক্তৃতা করেন।

বর্ত্তমান বর্ষে (১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিরূপে এবং শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন। (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা ১৪ই আষাঢ় সম্পন্ন হয়। ঐ দিন প্রাতে স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে গোরস্থানে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও প্রার্থনা হয় এবং অপরাহ্নে পরিষদ্ মন্দিরে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার এবং শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় গান করেন। শ্রীকৃষ্ণলাল ঘোষ ও শ্রীরাজকুমার মল্লিক আবৃত্তি করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

(ঘ) **শোকসভা**—(১) ৺রায় জলধর সেন বাহাদুরের জন্য শোকপ্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন, ৩০এ আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহেমলতা ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বক্তৃতা করেন এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী প্রবন্ধ পাঠ করেন। শোকপ্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(২) ৺রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের জন্য শোক-প্রকাশ—৩১এ আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীমন্মথমোহন বসু এবং শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীকুমুদিনী বসু প্রবন্ধ পাঠ করেন ও কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়-লিখিত 'নগেন্দ্রস্তোত্র' পঠিত হয়। শোক-প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের জন্য শোক-প্রকাশ—২রা শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ এবং ডাক্তার শ্রীপান্নালাল দাস বক্তৃতা করেন। শ্রীপুষ্পরাণী দাস ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৺জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গের প্রদত্ত ৺জ্ঞানেন্দ্রবাবুর চিত্র প্রদর্শিত ও শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৪) ৺রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়—৭ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীগণপতি সরকার, ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন এবং শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৫) ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়—২০এ শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মৌলবী রেজাউল করিম বক্তৃতা করেন। শ্রীমন্টেন্দ্রলাল রায় পরিষদ্ মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত গান গাহিয়া, পরে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও চারণগণ কবির রচিত কয়েকটি গান গাহেন।

(ঙ) **বিশেষ অধিবেশন**—(১) শ্রীসজনীকান্ত দাস ৪ঠা বৈশাখ "বাংলা ভাষার প্রথম যুগ" বিষয়ে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালার অন্তর্গত দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। (২) রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর ২৭এ ভাদ্র "বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। (৩) ১৮ই অগ্রহায়ণ শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই অধিবেশনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রামনারায়ণ তর্করত্ন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (৪) ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার "বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া মনঃসমীক্ষণের আলোচনা" নামক প্রবন্ধ বর্ত্তমান বর্ষের ৫ই জ্যৈষ্ঠ পাঠ করেন।

(চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা

পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে যে এপিডায়োস্কোপ খরিদ করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে বক্তৃতাকালে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তারা যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী 'তরল ও কঠিন বায়ু' বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া এই ধারাবাহিক বক্তৃতার উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নাম এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

(১) ৫ই মাঘ (১৯এ জানুয়ারি) বুধবার, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী "তরল ও কঠিন বায়ু" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(২) ১৭ই মাঘ (৩১এ জানুয়ারি) মঙ্গলবার—অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ "প্রাচীন ও আধুনিক রসায়ণ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৩) ২৮এ মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারি) শনিবার—ডক্টর শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ "আকাশের কথা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৪) ৭ই ফাল্গুন (১৯এ ফেব্রুয়ারি) রবিবার—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অঙ্কমিটার' বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৫) ১৯এ ফাল্গুন (৩রা মার্চ) শুক্রবার—ডক্টর শ্রীবসন্তকুমার বাগচী "মনুষ্য-মস্তিষ্কে তড়িৎস্পন্দন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৬) ৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ) শুক্রবার—ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার "ব্যোমরশ্মি" (Cosmic Ray) বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৭) ১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল) শনিবার—ডাক্তার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রঞ্জন-রশ্মি" (X-Ray) বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৮) ১৬ই বৈশাখ (১৩৪৬), ৩০ এপ্রিল, রবিবার—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "মৃগনাভি ও তজ্জাতীয় গন্ধদ্রব্য" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৯) ২৯এ বৈশাখ (১৩ই মে) শনিবার—শ্রীরাধাভূষণ বসু "সুড়ঙ্গ রেলপথ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(১০) ২২এ আষাঢ় (৭ই জুলাই) শুক্রবার—ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন "দৃষ্টিশক্তি সংরক্ষণ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(১১) ৫ই শ্রাবণ (২১এ জুলাই) শুক্রবার—ডক্টর জে. পি. গ্রেগরি "মাংসাশী উদ্ভিদ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

শতবাষিক জন্মোৎসব

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তিনটি শতবাষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল,—

১। **হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**—৪ঠা বৈশাখ, বিশেষ অধিবেশন। সভাপতি রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। সভাপতি মহাশয়, শ্রীপান্নালাল দে, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা বক্তৃতা করেন এবং শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী আবৃত্তি করেন।

২। **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**—(ক) ১০ই আষাঢ় সেনেট হলে বিশেষ অধিবেশন। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্যামবাজার নিউ ক্লাবের সভাগণ ব্লু রিবন অর্কেষ্ট্রা পার্টির সহযোগে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গাহিলে পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় মঙ্গলাচরণ এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধনে তাঁহার লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণের পর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, পি. ই. এন-এর পক্ষে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রীঅমরনাথ ঝা, ঝাঁসির শ্রীমৈথিলীশরণ গুপ্ত, কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ, কর্ণাটক বিদ্যাবর্দ্ধক সঙ্ঘ, বাণহট্ট ভারতীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, স্যর হাসান সারওয়ার্দ্দি, মিঃ ডব্লিউ. সি. ওয়ার্ড্সওয়ার্থ, কলিকাতার মেয়র, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ও প্রতিষ্ঠানের বাণী ও পত্র পঠিত হইলে শ্রীসরলা দেবী, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজা শ্রীক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, রেজাউল করিম, শ্রীগুরুসদয় দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীযদুনাথ সরকার 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ইস্‌লামীয় সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এই প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়—Bankim Chandra, the Prophet of Bengal—মিঃ কে. এন. কেলকার, Bankim Chandra's Influence on Tamil Literature—দেওয়ান বাহাদুর কে. এস্. রামস্বামী শাস্ত্রী, Bankim Chandra in Kerala—টি. কে. কৃষ্ণ মেনন।

পরদিন প্রাতে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে উক্ত 'বন্দে মাতরম্' গায়ক-সম্প্রদায়ের সহিত বহু সদস্য ও সাহিত্যসেবী কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে গমন করেন। তথায় একটি সভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। ঐ দিন অপরাহ্ণে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর রমেশ-ভবনে বঙ্কিম-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পোষাক, ব্যবহৃত দ্রব্য, লেখা পত্র ও পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি প্রদর্শনের পর সান্ধ্য সম্মিলন হয়। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীচামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমের

রচনা হইতে আবৃত্তি করেন। এই উপলক্ষে 'বারবেলা সমিতি'র সভ্যগণ 'কমলাকান্তের জবানবন্দী' অভিনয় করেন। এই দিন জলযোগের আয়োজন করা হইয়াছিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীশান্তি বসু, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার গান করেন এবং শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী আবৃত্তি করেন।

৩। **ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন**—১০ই অগ্রহায়ণ। ঐ দিন প্রাতে ৩৪, রামকমল সেন লেনে কেশবচন্দ্রের জন্মস্থানে পরিষদের সভাপতি প্রভৃতি সদস্যগণ ও বহু সাহিত্যসেবী সমবেত হন এবং যে স্থানে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিদর্শন করেন। তৎপরে তথায় সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে এক অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাশয়, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এবং শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক বক্তৃতা করেন।

ঐ দিন অপরাহ্ণে পরিষদে বিশেষ অধিবেশন এবং কেশবচন্দ্রের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তাক্ষর ও চিত্রাদির প্রদর্শনী হয়। মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী, ডাক্তার বি. সি. ঘোষ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবীশ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন, এবং শ্রীমন্মথমোহন বসু কেশবচন্দ্রের 'স্বর্গ' আবৃত্তি করেন এবং শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী, শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, "কমল-কুটীরে"র কর্ত্তৃপক্ষগণ, শ্রীসত্যানন্দ রায়, মিসেস মহলানবীশ, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ সেন, বি. কে. সেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, শ্রীসরলা দেবী, এন. সি. দাস প্রভৃতি প্রদর্শনীর দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উৎসব ও সংবর্দ্ধনা

১। প্রতিষ্ঠা উৎসব—আলোচ্য বর্ষের ৮ই শ্রাবণ পরিষদের ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব, সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে প্রাচীন মূর্ত্তি, পুথি, পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য ও চিত্র উপহার পাওয়া যায়। উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'আনন্দবাজার' হইতে আবৃত্তি করেন। কুমারী অমিতা সেন ও শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি গান করেন। এই উপলক্ষে জলযোগের আয়োজন করা হয়। বর্ত্তমান বর্ষের ৮ই শ্রাবণ সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসবও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় "তুফান" নামক স্বরচিত গ্রন্থ হইতে 'ডাকঘরের আত্মকাহিনী' আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্তা কমলা ঠাকুরের নেতৃত্বে বাণীপীঠের ছাত্রীগণের গান, শ্রীপান্নালাল দে ও কুমারী রমা ঘোষের গান, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও শ্রীসারদা গুপ্তের হাসির গান এবং শ্রীঅরুণকুমার সিংহের কীর্ত্তনের পর জলযোগের দ্বারা নিমন্ত্রিতগণকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের

কাঁঠালপাড়ার বাড়ী সংস্কারের জন্য সভাপতি মহাশয় আবেদন জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীগুরুসদয় দত্ত, কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীগণপতি সরকার ও শ্রীলালবিহারী দত্ত প্রত্যেকে ১০০৲ হিসাবে এই উদ্দেশ্যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং দুইজন বন্ধু নগদ ৭৲ দান করেন। ঐ উৎসব উপলক্ষে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্ত্তি, মুদ্রা, পুস্তক, পুথি, সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি ও পুস্তকাদি প্রদর্শিত হয় এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

২। ৩১এ ভাদ্র শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে পরিষদের অন্যতম বান্ধব ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য এক সান্ধ্য সম্মিলন হয়। এই উপলক্ষে কুমার বাহাদুরকে পরিষদের গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়া হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ-লিখিত "আশীর্ব্বচন" ও শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত অভিনন্দন পঠিত হইলে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি ও শ্রীসমরেশ চৌধুরীর গানের পর জলযোগান্তে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠা

বিগত বর্ষে রমেশ-ভবন নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলেও উহার প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। আলোচ্য বর্ষের ২৫এ ফাল্গুন মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে এই ভবন-প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হয়। মিসেস জ্ঞানাঙ্কুর দে, মিস্ দে, শ্রীযুক্তা সাধনা বসু ও শ্রীমধু বসু স্তোত্র গান করিয়া সভার উদ্বোধন করিলে পর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী পঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস রমেশভবন কমিটির কার্য্যবিবরণ ও ভবন নির্ম্মাণে সাহায্যকারিগণের নাম পাঠ করেন। এই ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের জন্য লেডী প্রতিমা মিত্রের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টার কথা বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেন। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্তিতে কণ্ট্রাক্টরের দেনা শোধ হইলেও ইহার নানাবিধ আসবাব প্রভৃতির জন্য আরও চারি হাজার টাকার অভাবের বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিলে সভাপতি মহাশয় স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করিয়া শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত-প্রদত্ত রমেশচন্দ্রের মূর্ত্তি ও রমেশচন্দ্রের পৌত্রী শ্রীঅরুণা সেনের স্বহস্তে অঙ্কিত ও তাঁহার প্রদত্ত রমেশচন্দ্রের তৈলচিত্র উন্মোচনপূর্ব্বক রমেশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধন্যবাদ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়। আলোচ্য বর্ষে রমেশ-ভবনের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক বরোদার মহারাজ বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে।

(১) সারদাচরণ মিত্র, (২) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, (৩) রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও (৪) ভূমিদাতা মহারাজা ৺মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমনে

রমেশ-ভবনের এই চারি জন ন্যাস-রক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় রমেশ-ভবন কমিটির অধিবেশনে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠা-সভার অনুমোদনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস ও মাননীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী ন্যাসরক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহারা এক্ষণে রমেশ-ভবনের ন্যাসরক্ষক রহিলেন,—

(১) মহারাজ স্তর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, (২) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (৩) কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, (৪) মাননীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং (৫) মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্ত্তমান বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে,—বঙ্কিমচন্দ্রের পোষাক ও ব্যবহৃত দ্রব্য, দীনবন্ধু মিত্র, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতি মনস্বিগণের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি প্রভৃতি। রমেশ-ভবন নির্ম্মাণের জন্য চিত্র-শালার দ্রব্যগুলি গুদামজাত ছিল। আলোচ্য বর্ষে তন্মধ্যে কতকগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। উপযুক্ত আধারের অভাবে সকল জিনিষ রীতিমত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বঙ্গীয় রাজসরকারকে এই বিষয় জানাইয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিশ্বভারতীর চিত্র ও শিল্পসম্পদ্ রমেশ-ভবনের হলে প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীরবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে গত ১৬ই মাঘ রমেশ-ভবন ও উক্ত প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। চিত্রশালার জন্য একজন ফরাশ আলোচ্য বর্ষে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং চাকরদের আহারাদির জন্য একটি সাময়িক টিনের চালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ স্থানে একতলা ঘর ও তদুপরি বিক্রেয় গ্রন্থাবলী রাখিবার জন্য গুদাম প্রস্তুত করা সত্বর আবশ্যক। তদভাবে বহু মূল্যবান্ পুস্তক নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আলোচ্য বর্ষে The Calcutta Electrical Mfg. Co., Ltd. তাঁহাদের ৩ খানি Orient fan রমেশ-ভবনে তিন মাসের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। পরিষৎ ইহার জন্য উক্ত কোম্পানীর নিকট কৃতজ্ঞ।

বঙ্কিমচন্দ্র

১২৪৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। আলোচ্য ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্মের শত বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে ও বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণোৎসব হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য পরিষৎ যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল,—

(১) বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে এবং বঙ্গের বাহিরে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্ম পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকের প্রেরিত অনুরোধপত্রের ফলে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই ন্যূন পক্ষে দুই সহস্রাধিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের শুভ জন্মদিন স্মরণে বর্ত্তমান বর্ষের ১০।১১।১২ই আষাঢ় উৎসবানুষ্ঠান হয়। পরিষৎ ঐ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব করিবার সঙ্কল্প পূর্ব্ববৎসরেই গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে ঐ দিবসত্রয় সমারোহে উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে বৈঠকখানাটি আছে—যেখানে বসিয়া তিনি কিছুকাল সাহিত্য-সাধনা করিয়াছিলেন—তাহা অতি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার ¾ অংশের মালিক কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন। এই সম্মেলন বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ত্রিচতুর্থাংশ, বঙ্কিমচন্দ্রের অপর তিন জন দৌহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন। বিগত বর্ষে শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অংশ পরিষৎকে দান করিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন তাঁহাদের সকল স্বত্ব পরিষৎকে দান করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ অধিবেশনে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই দানপত্রও আলোচ্য বর্ষে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। এই জীর্ণ বৈঠকখানাটির সংস্কার সাধনে আনুমানিক ২৫০০৲ ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০৲ সংগৃহীত হইয়াছে এবং বৈঠকখানার সীমানার প্রাচীর নির্ম্মাণের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। নৈহাটীর শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্যের উপর সংস্কার কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে। তিনি এই প্রাচীর নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় (১২০৲) নিজে বহন করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যেকে ১০০৲, কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ১০১৲, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীএন. সি. চ্যাটার্জ্জি প্রত্যেকে ২৫৲ এবং শ্রীবলাইলাল শেঠ ২০৲, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু ৫৲, শ্রীনন্দকুমার জৈন ৫৲, শ্রীকিরণচন্দ্র বসু ২॥০ ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র ২৲ দান করিয়াছেন। দেশবাসী বাঙ্গালার এই পুণ্যতীর্থ সংস্কার করিবার জন্ম মুক্তহস্ত হইবেন—ইহা পরিষৎ সাগ্রহে আশা করেন।

(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থের সঙ্কলিত জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সংস্করণে (১) বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত পুস্তকগুলি, (২) তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং (৩) অপ্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজী প্রবন্ধাদি এবং চিঠিপত্র মুদ্রিত হইতেছে। গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস। ইতিমধ্যেই আটখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, অন্য দুইখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং এক মাসের মধ্যে আরও ৩৪ খানি মুদ্রিত হইবে। অপর খণ্ডগুলি পর পর প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত খণ্ডগুলির বিবরণ 'গ্রন্থপ্রকাশ' শিরোনামে দ্রষ্টব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থস্বত্বের ¾ অংশ শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট খরিদ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশকার্য্যে আনুষঙ্গিক কপিরাইট্ এক্ট অনুযায়ী বিজ্ঞাপনাদি এবং

গ্রন্থের প্রচারকল্পে কয়েক বার বিনা মূল্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার কর্তৃপক্ষগণ পরিষৎকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

(৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিম-সাহিত্য পঠন-পাঠনের ও উপযুক্ত ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হয়।

কার্য্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সহকারী সভাপতিগণ—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ইনি পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় জলধর সেন বাহাদুর, ইনি পরলোকগমন করায় রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক শ্রীমন্মথমোহন বসু; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীসজনীকান্ত দাস; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ২। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ৩। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৪। শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, ৫। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৬। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ৮। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৯। রেভারেণ্ড এ. দোঁতেন, ১০। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ১১। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, ১৩। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৫। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৬। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, ১৭। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৯। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত, ২০। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

২১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১১টি সাধারণ ও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা পাচ বার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) ভুবনমোহিনী পদক সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাস, (খ) কমলা-লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীমন্মথমোহন বসু, (গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এবং (ঘ) জগত্তারিণী-পদক সমিতিতে শ্রীত্রিদিবনাথ রায় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালন-সমিতিতে সভ্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল,—(১) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, (২) শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, (৩) শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, (৪) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, (৫) শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

৩। নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল,—(ক) জ্যোতিষ পরিসদে, (খ) প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে, (গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে, (ঘ) বালী সাধারণ পাঠাগারের বঙ্কিম উৎসবে, (ঙ) মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভায়।

৪। দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট ও গুলু ওস্তাগর লেনের মধ্যে অবস্থিত পার্ক-এর 'সাধক রামপ্রসাদ সেন পার্ক' নামকরণ করিতে কলিকাতা করপোরেশনে প্রস্তাব করা হয়।

৫। (ক) বালী সাধারণ পাঠাগারে ও চন্দননগর পাঠাগারে বঙ্কিম উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (খ) কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, (গ) রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঘ) শ্রীরামপুরে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা, পুস্তকালয়, ও পুথিশালা হইতে প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

৬। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শনশাখা, (ঘ) বিজ্ঞানশাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয় সমিতি, (ছ) চিত্রশালা সমিতি, (জ) ছাপাখানা-সমিতি, (ঝ) নিয়মাবলী সংস্কার সমিতি, (ঞ) কেশব-চন্দ্র সেন শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (ট) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার সমিতি, (ঠ) কাঁঠালপাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কার সমিতি, (ড) দেনা মিটাইবার জন্য সমিতি, (ঢ) রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (ণ) কার্য্যালয়ের ছুটী নির্দ্ধারণ সমিতি, (ত) কালীপ্রসন্ন সিংহ শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (থ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি এবং (দ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

৭। ইংরেজি ১৯৪০ সনে কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং ঐ সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী প্রকাশিত হইবে।

৮। ই. আই. রেলওয়ের ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের 'সপ্তগ্রাম' নামকরণের প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে অফিসে করা হইয়াছে।

৯। ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের প্রস্তাবিত Indian Academy of Arts and Letters স্থাপন বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য জানান হইয়াছে।

১০। বিশ্বভারতীর সহিত পরিষদের সংযোগ স্থাপনের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

১১। রমেশ-ভবনে বিশ্বভারতীর কলাভবনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১২। ৺সরযূ ফরাসের মাসিক ৫৲ পেন্সন ও তৎপরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীকে এককালীন ২০৲ সাহায্য করা হইয়াছিল।

১৩। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু মহোদয়ার প্রস্তাবিত দানের (৩০০০৲ টাকার) সর্ত্তাদি আলোচিত হইতেছে।

১৪। বুদ্ধদেবের জন্মদিনে সাধারণ ছুটির প্রবর্ত্তন করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট আবেদনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির শ্রেণীভেদ এইরূপ,—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—১। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুর ও তাল—রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৩। ঐ আলোচনা —শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, ৪। ঐ প্রত্যুত্তর—রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৫। গোপাল ভট্ট—ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে, ৬। বগুড়ার কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৭। মাণিক দত্ত ও মুকুন্দরাম—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ৮। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ— শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। রামনারায়ণ তর্করত্ন—ঐ।

(খ) প্রাচীন পুথির বিবরণ—১। চোরের পাচালি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ২। পরমানন্দমতসংগ্রহ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ৩। ভারতচন্দ্রের একখানি পুথি— ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আধুনিক সাহিত্য—১। প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ—ঐ, ৩। বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব—ঐ।

(ঘ) ইতিহাস—১। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (১-৪)—শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৫। বাংলা ভাষা-পরিচয়ের ভূমিকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। "কলিকাতা" নামের উৎপত্তি—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮। বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের ঐতিহাসিক পরিচয়—ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, ৯। বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়—রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, ১০। ভেলসংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব—ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, ১১। মুঘল ভারতের ইতিবৃত্ত—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ১২। মুসলমান যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ ঐ।

বিজ্ঞান—১। ভারতের মানব ও মানবসমাজ—শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, ২। সংস্কৃত রাজ্যে তৈলনিষ্কাষণ যন্ত্র—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার উন্নতি বিধানের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহার কলেবর বৃদ্ধি, প্রবন্ধসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইহাতে প্রচুর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি ইহা যথাসময়ে প্রকাশিত হওয়ায় সদস্য ও পাঠকগণের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইল,—

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)—সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় সম্পাদক মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদনে তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক পরিষদের ঋণ পরিশোধার্থে দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং ইহার স্বত্ব তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং পরিশিষ্টে অনেক নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হইয়াছে। এই সংস্করণটি বাঁধাইয়া প্রকাশ করা হইল। ২৪২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

২। পরিষৎ-পরিচয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মাবধি গত ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত পরিষৎ-সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যে ইহা পূর্ণ। ২০০ পৃষ্ঠায় এই খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

৩। ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ।

(ক) কপালকুণ্ডলা— ১০৮ পৃঃ
(খ) মৃণালিনী— ১৫৩ পৃঃ
(গ) দুর্গেশনন্দিনী— ১৭২ পৃঃ
(ঘ) আনন্দমঠ— ১৭২ পৃঃ
(ঙ) কমলাকান্ত— ১৪৬ পৃঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস বিপুল পরিশ্রম সহকারে এই বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তি ও স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিতেছেন। ঝাড়গ্রাম-রাজের দানের উপর নির্ভর করিয়া পরিষৎ এই বিপুল ব্যয়সাধ্য গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই দান ব্যতীত কয়েক জন সদাশয় বন্ধুও ৫০৲ হিসাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল দাতৃগণকে গ্রন্থের রাজ-সংস্করণ উপহার দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র গ্রন্থের জন্য কয়েক জন গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

সঙ্কল্পিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে ১। ন্যায়দর্শন (২য় সংস্করণ) প্রথম ভাগের মুদ্রণ শেষ হইয়া আসিল—৪৩২ পৃষ্ঠা ইতিমধ্যেই মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকা মুদ্রিত হইতেছে। ইহার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

২। বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ মুদ্রণের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ৪৮ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

৩। রিকার্ডের 'ধনবিজ্ঞান' মুদ্রণের কাজ এ বৎসর কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

৪। বঙ্কিম-জীবনীর খসড়া—সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। এই গ্রন্থের মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালায় সর্ব্বসমেত ৭২ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালা পুথি ৮ খানি এবং সংস্কৃত পুথি ৬৪ খানি। বাঙ্গালা পুথির মধ্যে মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল (অসম্পূর্ণ) ৩ খানি এবং জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল (অসম্পূর্ণ) একখানি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত পুথির মধ্যে কাশীনাথ-কৃত শিববিলাস কাব্য, পূর্ণানন্দ-কৃত ষট্‌চক্রবিবরণের কয়েকখানি নূতন টীকা ও রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্বের ১৫৪৪ শকাব্দে লিখিত একখানি পুথি উল্লেখযোগ্য।

পরিষদের হিতৈষী যে সকল ভদ্রমহোদয়ের প্রদত্ত পুথির মোড়ক হইতে উপরিলিখিত পুথিগুলি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ও বাছাই-করা পুথির সংখ্যা এইরূপ,—শ্রীআশুপদ মুখোপাধ্যায় (৪২ খানি), শ্রীশ্রীনিবাস দেবশর্ম্মা (১১ খানি), ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (৫ খানি), শ্রীবনমালী ঘোষ (৪ খানি), শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায় (২ খানি), শ্রীকৃপাশরণ

হালদার (২ খানি)। এই পুথিগুলি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি		—	৩১২৮
সংস্কৃত	"	—	২২৩০
তিব্বতী	"	—	২৪৪
ফার্সী	"	—	১৩
অসমিয়া	"	—	৩
ওড়িয়া	"	—	৪
হিন্দী	"	—	২

মোট ৫৬২৪খানি

নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে আলোচ্য বর্ষে পরিষৎপুথিশালায় পুথি কিরূপ ব্যবহার হইয়াছে, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

(ধার)—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২খানি এবং ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে ১খানি ধার দেওয়া হইয়াছে।

(প্রদর্শনী)—রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর বার্ষিক অধিবেশনের প্রদর্শনীতে কয়েকখানি পুথি প্রদর্শিত হইয়াছিল। জার্ম্মানী হইতে প্রকাশিত 'মহানাটক' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র সংস্করণে পরিষদের ব্যবহৃত পুথির উল্লেখ করা হইয়াছে।

(আলোচনা)—হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে পুথিশালায় বসিয়া বহু পুথি আলোচনা করিয়াছেন।

(নকল)—শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী সংস্কৃত 'চৈতন্য ভাগবতে'র (১৬২৭) সম্পূর্ণ প্রতিলিপি করিয়া লইয়াছেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য পুথিশালার তালিকা নকল করিয়া লইয়াছেন।

পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণের ৯৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। পুথিশালার পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য পরিষদের পুথিশালায় সদ্যপ্রাপ্ত মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকায় (৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ১৭৪২ শকে মুদ্রিত ভাগবতের পুথির পাটার উপরে অঙ্কিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক চারিখানি চিত্র 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩৪৫) প্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে ১০০ খানি পুথিতে পাটা ও খেরো লাগান হইয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্তের নিকট পরিষদের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র (২৫১ ও ২৫৭ সংখ্যক পুথি) শেষ কয়েকটি কবিতার নকল পাঠান হইয়াছে। ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে 'সর্বসার' নামক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থের বিষয়ে বিবরণ প্রেরণ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র একখানি প্রাচীন পুথিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য একটি বাক্স এবং পুথিশালার ব্যবহারার্থ একটি কাষ্ঠাধার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে ৪১৭২২ খানি পুস্তক ও পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৫০১ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৫৮ খানি উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৪৩ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত পুস্তকসংখ্যা ৪২২২৩ হইয়াছে। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা ও পুস্তকাদির নাম

শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। উদ্ভিজ্জ বিদ্যা—১২৬৬, ২। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত—১২৭৪, ৩। বঙ্গপরিচয়—১৮৫৯, ৪। মনঃকল্পিত ইতিহাস, ১ম ভাগ—শকাঃ ১৭৮৩, ৫। বুদ্ধিমালা, ১ম ভাগ—১৮৬১, ৬। জিওগ্রাফি—১২৬৩, ৭। অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস, সংবৎ ১৯১৪, ৮। ধ্রুববাদী—১২৮১, ৯। পুরাবৃত্তসার, ১ম খণ্ড—১২৬৭, ১০। খগোল-বিবরণ—১৮৫৯, ১১। ভেক মূষিকের যুদ্ধ—১৮৫৮, ১২। ধন-বিধান—১৮৬২, ১৩। ভূবৃত্তান্ত, ২য় ভাগ—১২৭৮, ১৪। হিতশিক্ষা, ২য় ভাগ, ১২৮১, ১৫। অবোধবন্ধু (মাসিক পত্রিকা) ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, চৈত্র, ১২৭৩ সাল।

ক্রীত পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১। সতীদাহ (আবেদন) ১৮৩০, হিতোপদেশ—রামকমল সেন-প্রণীত, ১৮২০, ৩। কঠোপনিষৎ—রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত, ১ম সং, ১২২৪, ৪। কবিতাসংগ্রহ (বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা সহ)—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত, ৫। প্রত্নকম্রনন্দিনী—(The Hindu Commentator) হিন্দী পত্রিকা, Oct 1867, June 1868, Sept. 1870, ৬। বঙ্গদর্শন (মাসিক পত্রিকা) ১২৭৯ হইতে ১২৯০।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক ও পত্রিকাদি উপহার অথবা বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। Supdt. Government Printing, Bengal, ২। Manager of Publications, Delhi, ৩। Secretary, Smithsonian Institution, U.S.A., ৪। Director, Geological Survey of India, ৫। Registrar, Calcutta University, ৬। Manager, Gita Press, Gorakhpur, ৭। Librarian, Bengal Library, ৮। School of Oriental Studies, London, ৯। Supdt, Archaeological Survey of India, ১০। Supdt. Government Museum, Egmore, Madras, ১১। Secretary, Royal Asiatic Society, North China Branch, ১২। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩। Kokusai Bunka, Japan, ১৪। Director of Industries, Bengal, ১৫। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে তাঁহাদের সম্পাদিত 'মহাকোষ' ও 'শব্দকোষ' পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন।

যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি ও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগারে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল সাময়িক-পত্র পাওয়া গিয়াছে, শ্রেণীভেদে তাহার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল,—দৈনিক ৫, সাপ্তাহিক ৩৪, পাক্ষিক ৫, মাসিক ৬৪, দ্বৈমাসিক ২, ত্রৈমাসিক ১০।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য এ বৎসরও ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। করপোরেশনের সর্ত্তানুযায়ী গ্রন্থাগারের আয়-ব্যয়বিবরণ ও মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ করপোরেশনে প্রেরণ করা হইয়াছে।

করপোরেশনের সাহায্য ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে—পরিষদের পুরাতন কর্ম্মী শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুস্তক খরিদের জন্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিয়া পরিষৎকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে নিম্নলিখিত স্থানে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও মাসিক পত্র প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল,—১। বঙ্কিমচন্দ্র শত-বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী—বালি সাধারণ পাঠাগার, বালি, হুগলী, ২। বঙ্কিমচন্দ্র শত-বার্ষিকী—চন্দননগর সাধারণ পাঠাগার, চন্দননগর, হুগলী, ৩। কেশবচন্দ্র সেন শত-বার্ষিক জন্মোৎসব প্রদর্শনী—ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা, ৪। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মিলন—হেতমপুর, বীরভূম, ৫। বিদ্যাসাগর প্রদর্শনী—বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় রাজসরকার, পরিষদের সাহায্যার্থ ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা দান করাতে পরিষৎ সবিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার, পরিষদের উন্নতিকল্পে ৫০০০৲ দানের বাজেট মঞ্জুর করিয়াছেন।

বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সহৃদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই সকল দানের জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখার ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস বিভাগে ১টি এবং বিজ্ঞান বিভাগে ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। দর্শন-শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞান-শাখার নেতৃত্বে কয়েকটি লোকশিক্ষক ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এপিডায়োস্কোপ খরিদ করায় তাহার সাহায্যে এই সকল বক্তৃতাসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির চিত্র প্রদর্শনের সুবিধা হইয়াছে। বক্তৃতার বিবরণ 'অধিবেশন' অংশে দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী। গত পূর্ব্ববৎসরে করপোরেশনের শাখা-সমিতি পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণাদির জন্য ৬০০০৲ টাকা সাহায্য দানের বিষয় বজেটভুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ টাকা পাওয়া যায় নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে ঐ টাকা পুনরায় করপোরেশনের বজেটে যেন ধরা হয়।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুইজন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে এবং একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

পরিষদ্ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই। বর্ত্তমান বর্ষে কয়েক জন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে মন্দির সংস্কারের এষ্টিমেট প্রস্তুত হইয়াছে। সত্বরই কার্য্য আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

কার্য্যের সুবিধার জন্য আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরে টেলিফোন বসান হইয়াছে। পরিষদের অধিবেশনে বিশেষ বিশেষ বক্তৃতায় প্রসঙ্গতঃ যে সকল চিত্র প্রদর্শনের আবশ্যক হয়, তজ্জন্য একটি এপিডায়োস্কোপ খরিদ করা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে পরিষদের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতায় চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরিষদ্ মন্দিরের নীচের তলায় রক্ষিত বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের আলমারীগুলি রমেশ-ভবনের দ্বিতলে ও নিম্নতলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং সুসংস্কৃত করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পরিষৎ মন্দির ও রমেশ-ভবনের মধ্যে একটি শৌচাগার নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পদক ও পুরস্কার

(ক) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার — পরীক্ষা-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে কার্য্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, অধ্যাপক শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোকে বঙ্গভাষায় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(খ) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞাপিত "বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর দান" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীমতী সতী ঘোষকে এই পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা এই ভাবে করা হইয়াছে,—

১। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

২। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৩। রামনারায়ণ তর্করত্ন—অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৪। রমেশচন্দ্র দত্ত—শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত-প্রদত্ত প্যারিস্ প্লাষ্টারে নির্ম্মিত এক আবক্ষ মূর্ত্তি।

৫। রমেশচন্দ্র দত্ত—রমেশচন্দ্রের পৌত্রী শ্রীযুক্তা অরুণা সেন মহাশয়ার অঙ্কিত এবং তাঁহারই প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৬। কেশবচন্দ্র সেন—ব্রোমাইড চিত্র; ডাক্তার শ্রীসত্যানন্দ রায়-প্রদত্ত।

৭। শশাঙ্কমোহন সেন—ব্রোমাইড চিত্র; কন্যা শ্রীযুক্তা সুষমা দাশগুপ্তা মহাশয়া-প্রদত্ত।

৮। বনওয়ারিলাল চৌধুরী—মিসেস্ বি. এল. চৌধুরী মহাশয়ার প্রদত্ত ব্রোমাইড চিত্র।

৯। প্রিয়নাথ সেন—ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা-প্রদত্ত তৈলচিত্র। উহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

১০। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—ব্রোমাইড চিত্র; তাঁহার পরিবারবর্গের প্রদত্ত।

১১। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু—ইঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা সরযূবালা ঘোষ মহাশয়ার প্রদত্ত চিত্র অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১২। রায় জলধর সেন বাহাদুরের চিত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নী হেনরিয়েটার সমাধি বর্ত্তমান বর্ষে নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীনরনারায়ণ চন্দ্র ৩৬০৲ দান করায় সমাধির উপর মর্ম্মরস্তম্ভাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমাধি-বেষ্টনীর জন্য পৃথক্ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল।

যাঁহারা চিত্রাদি দান করিয়া ও এই উদ্দেশ্যে অর্থাদি সাহায্য করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের নবগৃহ-প্রবেশের সূচনা হইয়াছে। মেদিনীপুরে যে বিরাট্ বিদ্যাসাগর-স্মৃতিভবন বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে শাখার স্থায়ী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। গৃহনির্ম্মাণের জন্য এই শাখার সংগৃহীত অর্থ উক্ত স্মৃতিভবন-সমিতির হস্তে অর্পিত হইয়াছে। মফস্বলের পক্ষে শাখার এরূপ সুদৃশ্য ও বৃহৎ কার্য্যালয় নির্ম্মাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বর্ষে ও বর্ত্তমান বর্ষে শাখা নানা অধিবেশন ব্যতীত বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ও বর্ত্তমান বর্ষে যথাক্রমে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এই উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং মূল-পরিষৎ হইতেও উভয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ দিবাস্মৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। মূল-পরিষদের সভাপতি ও প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ভাগলপুরে তত্রত্য শাখার একটি সুদৃশ্য নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিপুরা-শাখা এই বৎসর কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন এবং গৌহাটী-শাখা প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সকল শাখাই বঙ্কিম-উৎসব ব্যতীত নানারূপ সাহিত্যালোচনার আয়োজন এবং স্মৃতি-সভার অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। কোন নূতন শাখা আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিপুরা-শাখার আহ্বানে কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন গত ২৫এ ও ২৬এ চৈত্র অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দর্শন-শাখায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, বিজ্ঞান-শাখায় ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ইতিহাস-শাখায় ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, সাহিত্য-শাখায় অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এবং সঙ্গীত-শাখায় শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সভাপতি ছিলেন। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিতে নিয়মানুসারে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে ৫ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্মিলনের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলন ও বীরভূমবাসীর পক্ষে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে আহূত হইয়াছে।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল,—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের এককালীন দান
২। ঐ (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)
৩। ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)
৪। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান
৫। স্থায়ী তহবিলে দান
৬। সাধারণ তহবিলে দান
৭। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য দান
৮। পুস্তক ক্রয়ের জন্য দান
৯। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান
১০। প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ও সংবর্দ্ধনার জন্য দান
১১। বঙ্কিম-উৎসবের জন্য দান
১২। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারের জন্য দান
১৩। কেশবচন্দ্র সেন স্মৃতি-উৎসবের জন্য দান
১৪। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান
১৫। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নীর সমাধি নির্ম্মাণের জন্য দান
১৬। পুথিশালার জন্য দান
১৭। আজীবন-সদস্যপদের জন্য দান

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ, বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং পক্ষে শ্রীশিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানী এবং শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র বিবিধ দ্রব্য দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সবিশেষ জানা যাইবে। প্রতি বৎসরই পরিষদের নানা অভাবের বিষয় এই কার্য্যবিবরণে জ্ঞাপন করিয়া, তাহার প্রতিকারের জন্য সদস্যগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান হইতেছে। কিন্তু পরিষদের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। এই আর্থিক অভাবের জন্যই পরিষৎ বহু সঙ্কল্পিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বর্ষে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দান প্রাপ্তির ফলে বর্ষশেষে পরিষৎ সকল বাজার-দেনা ও আভ্যন্তরীণ দেনা পরিশোধ করিয়াছেন। এই দানগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় রাজসরকারের দানে অতীব প্রয়োজনীয় পরিষদ মন্দির সংস্কারাদি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক খরিদের জন্য দান, চিত্রা বায়োস্কোপ কোম্পানী, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ-তহবিলে দান, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর স্থায়ী-তহবিলে দান, শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ও কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারে দান, শ্রীনরনারায়ণ চন্দ্রের মাইকেল-পত্নীর সমাধি নির্ম্মাণের জন্য দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু একাকী সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন, [illegible] তিনি প[illegible] বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

উপসংহার

এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, [illegible] দিক্ দিয়া পরিষদের আলোচ্য বর্ষটি পরিষদের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। যাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভে পরিষৎ নিজ কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল সহৃদয় সদস্য, অনুগ্রাহক ও মঙ্গলকামীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, যাহাতে পরিষৎ দিন দিন অধিক[illegible] করিতে পারে তজ্জন্য তাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিবেন। যে সকল [illegible] ও কর্ম্মাধ্যক্ষ পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্পাদনে সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন, [illegible]দিগকে ধন্যবাদ দিয়া এই কার্য্যবিবরণের উপসংহার করিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
[illegible]

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

[illegible] কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সপ্তচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে ইঁহারা বান্ধব আছেন,—

১। মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীবিজয়চাঁদ মহ্‌তাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা-

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৮	...	৭
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৫	...	১৫
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	...	
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৯১৪	...	৮২৬
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১২	...	১৪
		৯৫৮		৮৬২

(ক) আলোচ্য বর্ষে নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৭ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন,—

১। স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪। স্যর ... এ. গ্রীয়ার্সন, ৫। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৬। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এবং ৭। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) আলোচ্য বর্ষে আজীবন-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বর্ষশেষে যাঁহারা আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আলোচ্য বর্ষে ৯ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন এবং বর্ষশেষে তাঁহাদের স্থিতিকাল পূর্ণ হয়। বর্ষমধ্যে অধ্যাপক-সদস্য-সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্ত্তনের ফলে ইঁহারা অধ্যাপক-সদস্য-পদে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে তিন বৎসরের জন্য পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৫। শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৯১৫ ছিল। বর্ষমধ্যে ১১ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, একজন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং বহুদিন হইতে চাঁদা অনাদায় হেতু ও পদত্যাগ করায় মোট ১৮০ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১০৩ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮২৬ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ২ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বর্ষমধ্যে সহায়ক-সদস্য সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ইঁহাদের অধিকাংশের পদ বর্ষশেষে শূন্য বিবেচিত হইয়াছে এবং ইঁহাদের মধ্যে ৮ জনের পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব অদ্য উপস্থিত করা হইবে।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন।

সাধারণ-সদস্য—১। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ২। W. Sutton Page, ৩। মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, ৪। নগেন্দ্রনাথ সোম, ৫। নলিনাক্ষ বসু, ৬। বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৭। রায় রমেশচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, ৮। শরৎচন্দ্র ঘোষ, ৯। শিশিরকুমার বসু, ১০। সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক এবং ১১। ডাক্তার সত্যানন্দ রায়।

ইঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সহিত পরিষদের সম্পর্কের কথা এই কার্য্যবিবরণের অল্প পরিসরের মধ্যে লেখা সম্ভবপর নহে। পরিষদের বাল্যাবস্থা হইতে তিনি ইহার সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সহকারী সম্পাদক, গ্রন্থাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও সহকারী সভাপতিরূপে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এবং বিবিধ শাখা-সমিতির সভ্য ও

সভাপতিরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া এবং কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া তিনি পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ সোম পরিষদের সহকারী সম্পাদক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও বহু শাখা-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের বিশেষ সেবা করিয়া গিয়াছেন। মহাশয় তারকনাথ ঘোষ চিত্রশালার জন্য প্রাচীন মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র ঘোষ গ্রন্থাদি দান করিয়া এবং শিশিরকুমার বসু নানাবিধ মূল্যবান্ দপ্তর সরঞ্জামীর দ্রব্য বর্ষে বর্ষে দান করিয়া এবং ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ রায় কেশবচন্দ্র সেনের চিত্র দান করিয়া পরিষদের উপকার করিয়া গিয়াছেন।

সহায়ক-সদস্য—নারায়ণচন্দ্র মৈত্র। তিনি বহু টাকা মূল্যের পুস্তক ও সুবর্ণ মুদ্রা পরিষদের বিভিন্ন ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুর বিয়োগে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিতেছেন—

১। অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও ৩। রায় হেমকুমার মল্লিক বাহাদুর। ইঁহারা এক সময়ে সকলেই পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—(ক) পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) **পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন**—৩১এ শ্রাবণ, বুধবার। সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। (ক) ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা-প্রদত্ত প্রিয়নাথ সেনের এবং (খ) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষের পুত্রবধূ ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা শ্রীযুক্তা সরযূবালা ঘোষ-প্রদত্ত ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয় এবং ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় এবং সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন হয়।

(খ) **মাসিক অধিবেশন**—১। ৩১এ ভাদ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত-লিখিত "দুর্গাদেবী" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

২। ১৭এ ফাল্গুন—(ক) ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার-লিখিত "সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ", (খ) ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন-লিখিত "দোম আন্তোনিয়োর পুথিতে অশোক-

যুগের ভাষা" এবং (গ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" নামক প্রবন্ধত্রয় পঠিত হয়।

৩। ৩রা চৈত্র—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত "রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৪। ২১এ চৈত্র—(ক) স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার-লিখিত "রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা" এবং (খ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" (২য় অংশ) প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

(গ) **বার্ষিক স্মৃতিসভা**—১। ২৬এ চৈত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বার্ষিক স্মৃতিসভা—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 'বন্দে মাতরম্' গানের পর শ্রীশান্তি পালের "বন্দে মাতরম্" ও শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের "বঙ্কিমচন্দ্র" কবিতা পঠিত হয়, শ্রীসজনীকান্ত দাসের "সীতারাম" ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলী কলেজে অধ্যয়ন" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয় এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'কমলাকান্তে'র অংশবিশেষ আবৃত্তি করেন। সভাপতি, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ এবং শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন।

২। বর্ত্তমান বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শ্রীকিরণচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতিসভা হয়। অধ্যাপক শ্রীরঙ্গীন হালদার, রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন। সভায় রামেন্দ্রসুন্দরের সমগ্র গ্রন্থ, পরিষৎ হইতে প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হয়।

৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতিসভা—বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ই আষাঢ় মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব হয়। প্রাতে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিপার্শ্বে অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসুর নেতৃত্বে প্রার্থনাদি হয়। কলিকাতার মেয়র মিঃ এ আর সিদ্দিকী, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীসন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি প্রার্থনায় যোগদান করেন। এই উপলক্ষে গান ও কবিতাদি পঠিত হয়। ঐ দিন অপরাহ্নে স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে পরিষদে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের গান হইলে পর অধ্যাপক শ্রীরঙ্গীন হালদার, অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। শ্রীসজনীকান্ত দাস অধ্যাপক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার-রচিত "মধু-উদ্বোধন" কবিতা পাঠ করেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে মধুসূদনকে প্রদত্ত মানপত্রদান" সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

(ঘ) **শোকসভা**—১। ডক্টর ৺দীনেশচন্দ্র সেনের পরলোকগমনে শোকসভা—৩রা পৌষ। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শোক প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কবিতা পাঠ করেন, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ

পাঠ করেন, এবং শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। মহারাষ্ট্র সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রী ডি. ডি. পোদ্দার দীনেশবাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

২। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য বর্ত্তমান বর্ষের ১৮ই বৈশাখ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বক্তৃতা করেন। সভায় শোক প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৬) **বিশেষ অধিবেশন**—২৪এ ভাদ্র। সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার। 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিপদক' এবং 'স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতিপদক' দান উপলক্ষে আহূত এই বিশেষ অধিবেশনে রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার সংক্রান্ত নিয়মাবলীর অনুযায়ী ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো এই অধিবেশনে "আমীর খুসরু-কৃত 'দেবলরাণী—খিজির খাঁ' কাব্য" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে তাঁহাকে উক্ত পদক দেওয়া হয়। শ্রীযুক্তা সতী ঘোষকে স্বর্ণকুমারী দেবী সুবর্ণপদক প্রদানের বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়।

(৮) **ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা**

পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এ বিষয় গত বৎসরই জানান হইয়াছে। বিগত বর্ষে যে এপিডায়োস্কোপ খরিদ করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে বক্তৃতাকালে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তৃগণ যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং ঐ শাখার আহ্বানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই সকল বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

(১) ১লা ভাদ্র, "খাদ্য সম্বন্ধে দু' একটি কথা", বক্তা—ডাক্তার শ্রীঅজিতমোহন বসু।

(২) ১৫ই ভাদ্র, "বিজ্ঞানে কালের ধারণা", বক্তা—ডক্টর শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।

(৩) ২২এ ভাদ্র, "কয়লার উৎপত্তি ও স্বরূপ," বক্তা—অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(৪) ৬ই পৌষ, "বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের আবিষ্কার", বক্তা—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শতবার্ষিক জন্মোৎসব

আলোচ্য বর্ষের ১৮ই ফাল্গুন কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে রমেশ-ভবনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিভিন্ন বয়সের চিত্র,

তাঁহার দুই পত্নীর চিত্র, তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, তাঁহার হস্তলিপি এবং তাঁহার লিখিত পুস্তকাদি সজ্জিত করা হইয়াছিল। কালীপ্রসন্নের আত্মীয়গণ এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার পৌত্র শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সিংহ ও শোভাবাজার রাজবাটীর গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এই সকল দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য দান করিয়া পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে রমেশ-ভবনে বিশেষ অধিবেশন হয়। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীসজনীকান্ত দাস, অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা সরসীবালা সিংহ-লিখিত এক প্রবন্ধ রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর পাঠ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্তা রাণী দেবী ও শ্রীযুক্তা শোভনা দাস গান করেন।

সংবর্দ্ধনা

গত ১৩।১৪ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের যে অধিবেশন হয়, তদুপলক্ষে সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে ১৪ই ডিসেম্বর পরিষদ্ মন্দিরে সংবর্দ্ধিত করা হয়। পরিষদের সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের নেতৃত্বে উক্ত সভাগণ পরিষদে সমাগত হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য এবং কর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগকে পরিষদের সকল বিভাগ প্রদর্শন করান।

কার্য্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সহকারী সভাপতিগণ—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় শ্রীযোগেশ-চন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক—শ্রীমন্মথমোহন বসু; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৎসরের শেষে তিনি পদত্যাগ করিলে শ্রীসজনীকান্ত দাস; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বৎসরের শেষভাগে তিনি পদত্যাগ করিলে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২। ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ৩। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ৪। শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, ৫। শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৬। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৮। শ্রীমাখনলাল সেন, ৯। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১০। রেভারেণ্ড এ. দোঁতেন, ১১। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ১২। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৪। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৫। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, ১৭। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৮। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ২০। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

২১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীমনীষিনাথ বসু।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, পরে পুনর্নির্ব্বাচনে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৯টি সাধারণ ও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা দুই বার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

(ক) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্পর্কে পরিষদের প্রবর্ত্তিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র অন্তর্ভুক্ত ২য় পুস্তক 'কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য' শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণয়ন করিয়াছেন এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয়ে এই চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ লিখিবেন এবং ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থসূচী লিখিবেন।

(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী বসু পদক সমিতি'তে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস।

(গ) নিম্নোক্ত সদস্যগণ এই সকল অনুষ্ঠানে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন,—১। শ্রীমন্মথমোহন বসু—ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসব সমিতিতে, ২। শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন—ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স-এর অধিবেশনে, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়—কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দি কংগ্রেসের অধিবেশনে, শ্রীপ্রমথনাথ বিশি বার্ণপুর 'আগমনী সাহিত্য-সম্মিলনে'।

(ঘ) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শন-শাখা, (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয় সমিতি, (ছ) চিত্রশালা সমিতি, (জ) ছাপাখানা সমিতি, (ঝ) প্রাইমারী এডুকেশন বিল আলোচনা সমিতি, (ঞ) উদ্বৃত্ত পরিষদ্গ্রন্থাবলীর ব্যবস্থা সমিতি, (ট) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সমিতি, (ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্বাচন সমিতি এবং (ড) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

(ঙ) (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪।১৫ ডিসেম্বর '৩৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হিস্ট্রি কংগ্রেস প্রদর্শনীতে, (২) রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (৩) ৮ই ফাল্গুন হইতে ১৭ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত সিউড়ীতে অনুষ্ঠিত বীরভূম কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে, (৪) ২৮এ মাঘ ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (৫) বর্ত্তমান বর্ষের ৪।৫।৬ই জ্যৈষ্ঠ মেদিনীপুরের শাখা-পরিষদের ২৭শ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা ও গ্রন্থাগার হইতে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

(চ) স্থির হইয়াছে যে, ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান' বক্তৃতামালার অন্তর্গত একটি বক্তৃতা করিবেন।

রমেশ-ভবন

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে মন্দির-সংস্কারাদি কার্য্যের জন্য চিত্রশালার দ্রব্যগুলি গুদামজাত ছিল। পরিষদের গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি সুবিন্যস্তভাবে রাখিবার স্থানাভাব বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। এই অভাব দূরীকরণের জন্য রমেশ-ভবনের ত্রিতলে একখানি ঘর তৈয়ার করা হইয়াছে। চিত্রশালার দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য আপাততঃ একটি শো-কেস্ খরিদ করা হইয়াছে। মন্দির-সংস্কার কার্য্য সমাপ্ত হইলেই চিত্রশালার দ্রব্যগুলি সাজাইবার ও তজ্জন্য আবশ্যকমত শো-কেস প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত দ্রব্য-গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি উল্লেখযোগ্য—৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত আকবরের একটি সুবর্ণমুদ্রা, শ্রীগুরুসদয় দত্ত-প্রদত্ত সামসুদ্দিনের একটি মুদ্রা, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়-প্রদত্ত দুইটি প্রস্তরমূর্ত্তি—(ক) মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি এবং (খ) রুদ্রের আবির্ভাব মূর্ত্তি, শ্রীঅজিত ঘোষ-প্রদত্ত কুবের-মূর্ত্তি, শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-প্রদত্ত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি।

রমেশ-ভবনের দ্বিতলের হলে বক্তৃতামঞ্চের উপর যে পর্দ্দা খাটান হইয়াছে, তাহার পরিকল্পনা করিয়াছেন শ্রীনন্দলাল বসু। সাহিত্যিকগণের চিত্রগুলি মেরামত করিয়া এবং উপযুক্ত ফ্রেমে বাঁধাইবার পর হলের দেওয়ালে টাঙ্গান হইয়াছে।

বঙ্কিম-ভবন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়াস্থ বৈঠকখানা সুসংস্কৃত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ইতিহাসের পুনরুল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বর্ষে বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের দিবসে ২৬এ চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া থাকেন। বিগত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ঐ স্মৃতিসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এড্‌ভোকেট শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানাবাটীর জীর্ণাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া পরিষৎকে উহার সংস্কারের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়াস্থ তাঁহার বৈঠকখানা-বাটীর সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানা সংস্কারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে বৈঠকখানা-বাটীর এক-চতুর্থাংশের মালিক বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ অংশ পরিষৎকে দান করেন এবং তৎপরে কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন ঐ বৈঠকখানার তাঁহাদের স্বত্বাধিকৃত ত্রিচতুর্থাংশ (যাহা তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের অপর তিন দৌহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন) পরিষৎকে দান করেন। উভয় দানপত্র যথারীতি রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। তৎপরে নৈহাটীর কণ্ট্রাক্টার শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্যের উপর বঙ্কিম-ভবনের সংস্কারকার্য্যের ভার অর্পিত হয়। ইতিমধ্যে পরিষৎ সংবাদপত্রের সাহায্যে ও পত্রদ্বারা বঙ্কিমের গুণগ্রাহী ভক্তগণের নিকট এবং পরিষদের সদস্যগণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদের পক্ষে পরিষদের প্রবীণ বন্ধু শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ ও সহকারী সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতায় এবং কলিকাতার বাহিরে বহু স্থানে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ঘুরিয়াছেন। এই ভাবে কিঞ্চিদধিক ৩০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংস্কারকার্য্যে কিঞ্চিদধিক ২০০০৲ ব্যয় হইয়াছে। উহার বিল পরীক্ষান্তে বর্ত্তমান বর্ষেই শোধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ও এই উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য যে সকল সংবাদ ও সাময়িকপত্র পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে ২৫এ ফাল্গুন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা-বাটীর সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরক্ত ভক্তগণ এই তীর্থসদৃশ ভবনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন। এজন্য অন্যূন ৫০০০৲ টাকার ভাণ্ডারের প্রয়োজন। প্রার্থনা, সকলে এই ভাণ্ডার স্থাপন বিষয়ে মুক্তহস্ত হইবেন।

ভবন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক ঠাকুরদালানে ২৫এ ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্নে বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীহেমচন্দ্র সেন ও তাঁহার সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের ছাত্র-

ছাত্রীগণ "বন্দে মাতরম্" গান করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীরেজাউল করিম, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার, শ্রীমতী রাধারাণী দেব বক্তৃতা করেন। সম্পাদক শ্রীমন্মথমোহন বসু এই বৈঠকখানা সংস্কার সম্বন্ধে কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র "সুবর্ণ গোলক" আবৃত্তি করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বৈঠকখানাবাটীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঐ ভবন সমর্পণ করেন। এই বৈঠকখানা সংস্কারের জন্য যে ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু তাহাতে ১০০৲ দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ১০৲, শ্রীদুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ ৫৲, শ্রীপ্রভাত সিংহ ১৲ এবং শ্রীশচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲ সভাস্থলেই এই উদ্দেশ্যে দান করেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। নৈহাটি-নিবাসী শ্রীঅতুলাচরণ দে, শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানের জন্য পরিষদ্‌কে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে যে সকল পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্য হইতে ৪৬ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত পুথি ৩৮ খানি এবং বাঙ্গালা পুথি ৮ খানি। এ পর্য্যন্ত পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত হয় নাই, এরূপ কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুথি—বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, উভয় বিভাগেই পাওয়া গিয়াছে।

যে সকল হিতৈষী ব্যক্তি উপরোক্ত পুথিগুলি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা এই,—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ২৮ খানি, মহারাজা শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ১০ খানি, শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৫ খানি, নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৩ খানি। উপরোক্ত পুথিগুলি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	—৩২০৬	অসমীয়া পুথি	—৩
সংস্কৃত "	—২২৬৮	ওড়িয়া "	—৪
তিব্বতী "	— ২৪৪	হিন্দী "	—২
ফার্সী "	— ১৩	মোট	৫৭৪০

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ মন্দির সংস্কারের জন্য পুথিশালার সমগ্র পুথি একটি গৃহমধ্যে ছয় মাসের অধিক কাল স্তূপীকৃত করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। এই জন্য বৎসরের শেষ ছয় মাসে পুথিশালার কোনও কার্য্য আশানুরূপ সম্পাদিত হইতে পারে নাই। পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণের মুদ্রণও অধিক অগ্রসর হয় নাই। তবে এই অবসরে বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীর অন্তর্গত প্রাচীন পুথির একটি বিষয়ানুক্রমিক সবিবরণ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ২৪৮ খানি পুথি খেরো দিয়া ও ১২০ খানি পুথি পাটা ও খেরো দিয়া বাঁধা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথি আলোচনা করিয়া অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'শূলপাণিকৃত শ্রাদ্ধবিবেকের টীকা'র (১৫৯১) রচয়িতা হরিদাস তর্কাচার্য্য বা রামচন্দ্র ন্যায়বাচস্পতির মোটামুটি সময় নিরূপণ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার গ্রন্থে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা বিশারদের লুপ্ত স্মৃতিগ্রন্থের যে সকল উল্লেখ আছে, তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন (Indian Historical Quarterly, ১৬।৬১-৬২)।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থাগারে ৪২২২৩ খানি পুস্তক পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে ৫৭৮ খানি পুস্তক উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ২৬৪ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। বর্ষশেষে গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকসংখ্যা ৪৩০৬৫ হইয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য,—

প্রদাতা—শ্রীসরলকুমার নাগ চৌধুরী—১। বঙ্গদূত ১২৩৬ (সাময়িক পত্রিকা), শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। গীতানন্দলহরী, ১৭৭০ শক, ২। বৈরাগ্যশতক, ১৭৭৭ শক, ৩। মুরশিদাবাদের ইতিহাস, ১৮৬৪, ৪। উনবিংশ পুরাণ, ১২৭৬, ৫। পত্রচিন্তামণি গদ্য, ১৭৬৭ শক, ৬। কৃষ্ণলীলারসোদয়, ১২৬১, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ১৭৮৬ শক, শ্রীকৃষ্ণশেখর বসু—১। সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, ২। The Prem Sagur, নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। ধর্ম্মপুস্তক, ১৮৭৪, ২। ধর্ম্মপুস্তকের আদি ভাগ অর্থাৎ পুরাতন ধর্ম্ম নিয়মের গ্রন্থসমূহ, ১২৬৮, ৩। Thirtyfour Conferences between the Danish Missionaries and the Malabarian Bramans.

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publication, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Bengal Library, ৭। Imperial Library, ৮। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১১। বিশ্বভারতী, ১২। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

ক্রীত সাময়িক পত্র ও পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দুষ্প্রাপ্য,—

১। বঙ্গদর্শন (মূল ও সম্পূর্ণ), ২। সবুজপত্র, ১ম বর্ষ, ৩। দুর্জ্জনদমন মহানবমী, ১২৫৪, ১৭শ সংখ্যা, ৬। Calendar of Persian Correspondence, vol. II (1781-85), ৭। ইন্দিরা, ১ম সং।

পরিষদ্‌গ্রন্থাগার হইতে নিম্নলিখিত স্থানে পুরাতন পুস্তক ও পত্রিকা প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল,—

১। Indian History Congress, কলিকাতা

২। Royal Asiatic Society of Bengal, কলিকাতা

৩। কৃত্তিবাস-স্মৃতি-উৎসব, ফুলিয়া, শান্তিপুর

৪। সিউড়ি কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী, বীরভূম

এতদ্ব্যতীত কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে পরিষদ্ মন্দিরে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এই প্রদর্শনীতে কালীপ্রসন্ন সিংহের পুস্তকাদি প্রদর্শিত হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থাদি ক্রয় করিবার জন্য কলিকাতা করপোরেশন ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট এই জন্য পরিষৎ কৃতজ্ঞ।

পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের একটি সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকার অভাব সদস্যগণ বহুদিন হইতে বোধ করিতেছিলেন। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুরোধে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তক-তালিকা প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে পুস্তক-তালিকা প্রণয়ন ও মুদ্রণের কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ইতিমধ্যে 'বিদ্যাসাগর', 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', 'ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর' ও 'রমেশচন্দ্র দত্ত' এই চারিটি বিশিষ্ট গ্রন্থ-সংগ্রহের সমস্ত সংস্কৃত বাঙ্গালা পুস্তক ও সাধারণ গ্রন্থ-সংগ্রহের বহু পুস্তক তালিকাভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসমেত ৪০ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। এই তালিকাপ্রণয়ন কার্য্যে শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিনা পারিশ্রমিকে পরিষৎকে সাহায্য করিতেছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থ-প্রকাশ

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে—

(ক) ন্যায়দর্শন—১ম খণ্ড (দ্বিতীয় ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ), সম্পাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল সূত্র, বাৎস্যায়নভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ফুরাইয়া যাওয়ায় সম্পূর্ণ নূতন ভাবে এই খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভাষ্যার্থ-ব্যাখ্যার বিশদীকরণের জন্য ও অনেক স্থলে জ্ঞাতব্য বহু অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশের জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই অনুবাদ প্রভৃতি নূতন করিয়াই লিখিত হইয়াছে। ৪০৬+১।০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থশেষ হইয়াছে।

(খ) আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ হইতে **সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা** নামে এক শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। এই চরিতমালার পুস্তকের প্রত্যেকখানির

দাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র চারি আনা। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকদের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত পুস্তক তিনখানি প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ) আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্র (ওরফে 'টেকচাঁদ ঠাকুর') প্রণীত। সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের সাহায্যে পরিষৎ-প্রকাশিত বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ইহা যে প্রামাণিক সংস্করণ, তাহা না বলিলেও চলে। অনেকগুলি চিত্র, গ্রন্থকারের জীবনী ও গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দের অর্থসমেত ৩৲+১০+১৯২+২৵০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

(ঘ) ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে—১। লোকরহস্য (পৃ. ৯৬), ২। গদ্যপদ্য বা কবিতা পুস্তক (পৃ. ১১৮), ৩। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (পৃ. ২৮), ৪। সীতারাম (পৃ. ১৯২), ৫। কৃষ্ণকান্তের উইল (পৃ. ১৩২) ৬। Rajmohan's Wife (পৃ. ১০০), ৭। Letters on Hinduism (পৃ. ৫৫)।

এতদ্ব্যতীত ১। রাজসিংহ, ২। রজনী, ৩। রাধারাণী, এই তিনখানি পুস্তকের মূল মুদ্রিত হইয়াছে, ভূমিকাদি মুদ্রিত হইলেই প্রকাশিত হইবে এবং বঙ্কিমের ইংরেজী রচনা ও ইংরেজী পত্রাবলীর মুদ্রণ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, এক মাস মধ্যে এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। বঙ্কিম-গ্রন্থ বিক্রয়াদির ব্যবস্থা করিবার ভার শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহার উপর অর্পিত আছে। বিশেষ যত্নের সহিত তিনি এ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের আরব্ধ কার্য্যগুলির মধ্যে (ক) 'বাংলা পুথির বিবরণ' মুদ্রণের কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। (খ) রিকার্ডোর 'ধনবিজ্ঞান' মুদ্রণের কার্য্য আলোচ্য বর্ষে বন্ধ ছিল, এবং (গ) 'বঙ্কিমজীবনীর' খসড়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে স্থির হইয়াছে যে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমগ্র গ্রন্থের একটি সংস্করণ পরিষৎ হইতে প্রকাশ করা হইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে ৪৬শ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা নির্দ্দিষ্ট সময়ে চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির এবং লেখকগণের নাম দিয়ে দেওয়া হইল—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—১। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২। গঙ্গারাম দত্তের রামায়ণ—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির

মিলন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৪। তন্ত্রে কৃষ্ণচরিত—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ৫। দীন চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৬। দোম আন্তোনিয়োর পুঁথিতে অশোক-যুগের ভাষা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ৭। পাঁচু ঠাকুরের পাঁচালি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ৮। মুসলমান-সাহিত্যে ভারতবাসীর দান—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(খ) **ইতিহাস**—১। আমীর খুসরু-কৃত 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্য—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, ২। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী-সমাজের সমস্যা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। পোটাই-চিত্রে বাঙালী—ঐ, ৪। গদাধর তর্কবাগীশ—ঐ, ৫। গুপ্ত-যুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিস্থিতি—শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, ৬। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ইতিহাস—শ্রীযদুনাথ সরকার, ৮। বঙ্গদেশে জৈনধর্ম্মের প্রারম্ভ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, ৯। বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগ (৫-৮)—শ্রীসজনীকান্ত দাস, ১০। বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, ১১। মহাভারতের কয়েকটি টীকাকার—শ্রীসুশীলকুমার দে, ১২। মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ—শ্রীযদুনাথ সরকার, ১৩। শাহজাদা দারা শুকোর পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞান—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, ১৫। সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৬। সেকালের সংস্কৃত কলেজ ১।২—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত—ঐ।

(গ) **দর্শন**—১। দুর্গাদেবী—শ্রীগৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। ব্রহ্মসূত্রার্থে মতভেদ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩। বিজ্ঞানবাদ—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

(ঘ) **বিজ্ঞান**—১। গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন যৌগিক—শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ২। দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবন—শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, ৩। মন্দিরের অন্তর—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার পরিষদের উন্নতিকল্পে ৫০০০৲ এককালীন দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সহৃদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই দানের জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

পদক ও পুরস্কার

(ক) আলোচ্য বর্ষে ২৪এ ভাদ্র বিশেষ অধিবেশনে 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার' শাখা-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনে অধ্যাপক শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোকে বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য "রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পদক" (সুবর্ণ) দেওয়া হইয়াছে। এই পুরস্কারের সর্ত্তানুসারে কালিকারঞ্জন বাবু এই বিশেষ অধিবেশনে "আমীর খুস্‌রু-কৃত 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(খ) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞাপিত "বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর দান" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীমতী সতী ঘোষকে "স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পদক" (সুবর্ণ) উক্ত বিশেষ অধিবেশনে প্রদর্শনান্তে দেওয়া হইয়াছে। এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(গ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য স্বর্গত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র তাঁহাকে একটি পদক দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে, একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে এবং একজন গ্রন্থকর্ত্রীকে প্রতি মাসে নিয়মিত সাহায্য দান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একজন সাহিত্যিকের পত্নীকে এককালীন কিছু সাহায্য করা হইয়াছে। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে (ক) ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা-প্রদত্ত প্রিয়নাথ সেনের এবং (খ) শ্রীযুক্তা সরযূবালা ঘোষ-প্রদত্ত তাঁহার পিতা রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসুর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং (গ) শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু-প্রদত্ত আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র

বস্থর মূর্ত্তি (Bas-relief) সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা অন্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে। (ক) অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং (খ) ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের চিত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ দীনেশচন্দ্রের চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপরি-উক্ত চিত্র এবং মূর্ত্তি দানের জন্ত প্রদাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

পরিষদ্ মন্দিরে এ যাবৎ সাহিত্যিকগণের চিত্র এত অধিক সংগৃহীত হইয়াছে যে, সেগুলি যথোপযুক্ত ভাবে রক্ষা করার স্থানাভাব ঘটিতেছে। এই হেতু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন, অতঃপর ১৮"×২৩" (বিনা ফ্রেম) অপেক্ষা বড় মাপের চিত্র গ্রহণ করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত সমস্ত চিত্র মেরামত করা হইয়াছে এবং রমেশ-ভবন ও পরিষদ্ মন্দিরে সেগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই বাবদ প্রায় এক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

পরিষদ্ মন্দির

গত বর্ষের সঙ্কল্প অনুসারে আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের সংস্কারাদি কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, আশা করা যায়, তাহা এক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে। নিম্নোক্ত কাজগুলি প্রধানতঃ সম্পন্ন হইয়াছে—

রমেশ-ভবনে—(ক) ছাদ মেরামত, (খ) ত্রিতলের ছাদে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি রাখিবার ঘর নির্ম্মাণ, (গ) পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ত্রিতলের ছাদে সংযোজক সিঁড়ি, (ঘ) দ্বিতলের হলে মঞ্চ ও তদুপরি পর্দ্দা প্রভৃতি, (ঙ) রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মূর্ত্তি দেওয়াল-গাত্রে সংযোজন, (চ) পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত সাহিত্যিকগণের চিত্রের অধিকাংশ দ্বিতলের হলে সাজাইয়া রাখা এবং (ছ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থসংগ্রহ দ্বিতলের হলে স্থানান্তরিত করা প্রভৃতি।

পরিষদ্ মন্দির—(ক) সমগ্র মন্দিরের ভিতর ও বাহিরের খিলান প্রভৃতি মেরামত করিয়া বালির কাজ ও রং করা, (খ) পুথির ঘরের মেঝে ফেলিয়া দিয়া নূতন মেঝে প্রস্তুত করা, (গ) দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি খুলিয়া তৎস্থান বন্ধ করা, (ঘ) ঐ সিঁড়ি মন্দির ও রমেশ-ভবনের মধ্যস্থলে পাটাইয়া দেওয়া, (ঙ) সদর দরজা বদল করিয়া তৎস্থানে নূতন ও মজবুদ দরজা বসান, (চ) দরজার উপরের অংশ নূতন পরিকল্পনায় পুনর্নির্ম্মাণ করা, (ছ) একটি ঘরের মার্বেল পাথর বদল করা ও পালিশ করা, (জ) দ্বিতলের বক্তৃতামঞ্চ খুলিয়া ফেলিয়া উপরে একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা, (ঝ) ত্রিতলের লোহার সিঁড়ি খুলিয়া তৎস্থলে কাঠের সিঁড়ি প্রস্তুত করা, (ঞ) সমস্ত জানালা দরজা মেরামত ও রং করা, (ট) উপরের পুথিশালার র‍্যাক খুলিয়া নূতন ও বড় র‍্যাক প্রস্তুত করা, (ঠ) সমস্ত আলমারী, টেবিল, চেয়ার ও অন্যান্ত আসবাবপত্রের অধিকাংশই মেরামত ও রং পালিশ করা, (ড) নূতন শো-কেস ও কাউণ্টার প্রভৃতি খরিদ করা, (ঢ) নূতন পাখা খরিদ করা এবং (ণ) ইলেক্ট্রিক

আলো ও পাখার তার বদল ও নূতন লাগান, (ত) উভয় ভবনের মধ্যস্থলে দ্বিতলে পৌঁছাগার নির্ম্মাণ, (থ) গ্রন্থাদি রাখিবার জন্ত গুদাম-ঘর প্রস্তুত করা এবং (দ) সাময়িক-পত্রাদি রাখিবার জন্ত বৃহৎ র‍্যাক প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং বহু খুচরা কাজও হইয়াছে। এই সকল কার্য্যের অধিকাংশই কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে ও শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরিষৎকার্য্যালয় হইতেই করা হইয়াছে; কিছু কাজ মেসার্স জে. সি. ব্যানার্জি কোম্পানীও করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছেন।

এই সকল কাজ ব্যতীত নিম্নোক্ত কাজগুলি এখনও করা দরকার,—১। পুস্তকালয়ের জন্ত র‍্যাক, ২। কতকগুলি চেয়ার, ৩। নূতন একটি গুদাম-ঘর, এবং আরও কতকগুলি পাখা। এইগুলি না হইলে মন্দির-সংস্কারাদির কাজ সম্পূর্ণ হইবে না।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য-বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখার ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস-বিভাগে ১টি এবং দর্শন-বিভাগে ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, স্তর শ্রীযদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে শিলঙে পরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। সেখানকার উদ্যোক্তিগণ নানা ভাবে পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল কার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাঁকুড়ায় লুপ্ত শাখার পুনঃ প্রতিষ্ঠার এবং মালদহে ও রাজসাহী-নওগাঁতে নূতন শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মিলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরপাড়া, বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর, চট্টগ্রাম, মীরাট ও গৌহাটী শাখা নানারূপ অধিবেশনাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান-শাখার নবগৃহের ভিত্তি আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আগ্রা-শাখাটি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ত বন্ধ রাখা হইয়াছে।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সবিশেষ জানা যাইবে। প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই বলিয়া পরিষৎ বহু সঙ্কল্পিত কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। তৎসত্ত্বেও পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে দুইটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। প্রথম—বঙ্গীয় রাজসরকারের অর্থানুকূল্যে পরিষদ্ মন্দির সংস্কার এবং দ্বিতীয়—বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ দেশবাসীর সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়াস্থ বৈঠকখানাবাটী সংস্কার।

পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের জন্য নানারূপ অসুবিধাবশতঃ ঝাড়গ্রামরাজ তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের মজুত গ্রন্থগুলির হিসাব আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্রে সন্নিবিষ্ট করিতে পারা যায় নাই। উহা প্রস্তুত হইতেছে এবং পরে দেখান হইবে স্থির হইয়াছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ এবং পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়াদি দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যেতর হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে ;—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের এককালীন দান
২। ঐ বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)
৩। ঐ ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)
৪। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান
৫। সাধারণ তহবিলে দান
৬। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান
৭। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান
৮। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারের এবং সংরক্ষণের জন্য দান
৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান

১০। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নীর সমাধি নিৰ্ম্মাণের জন্য দান

১১। পদকের জন্য ৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্রের দান

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ, বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং পক্ষে স্বর্গত শিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানী এবং স্বর্গত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র দপ্তর-সরঞ্জামীর বিবিধ দ্রব্য দান করিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষের ৩১এ ভাদ্র পরিষদের মাসিক অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত পরিষদের নিয়মাবলীর নিম্নলিখিত পরিবর্দ্ধন, সংশোধন ও পরিবর্জ্জন হইয়াছে,—

১। নূতন নিয়ম—১০ (খ) অধ্যাপক-সদস্য তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

১২ (খ) মৌলবী-সদস্য তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

২। পরিবর্ত্তন—২০ (গ) নিয়মের 'পাঁচ' স্থলে 'তিন' হইবে।

৩। পরিবর্জ্জন—৪২ (ঙ) সংখ্যক নিয়ম উঠিয়া যাইবে।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ হইতে এই সকল পরিবর্ত্তিত নিয়ম কার্য্যকর বিবেচিত হইবে।

উপসংহার

পরিশেষে আমি পরিষদের হিতৈষী বন্ধুবর্গকে এবং আমার সহযোগী কার্য্যাধ্যক্ষগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। প্রধানতঃ তাঁহাদের সাহায্যেই পরিষদ্ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছে। ভগবৎকৃপায় পরিষদ্-গৃহটি আমূল সংস্কৃত হইয়া নব কলেবর ধারণ করিয়াছে, পুথিশালা ও গ্রন্থাগারের সকল আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত হইয়া গ্রন্থাদি রক্ষণের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং রমেশ-ভবনটি হস্তগত হওয়াতে সভাধিবেশনাদি কার্য্যের সকল অসুবিধা দূর হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পরিষদ্ অনেকগুলি নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যথা ;—(১) বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানার স্বত্বাধিকারিত্ব লাভ করিয়া তাহার আমূল সংস্কার সাধন ; (২) বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর রাজসংস্করণ প্রকাশ ; (৩) বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্য-সাধকগণের জীবনী প্রকাশ ; (৪) 'আলালের ঘরের দুলালে'র ন্যায় বঙ্গভাষার প্রাচীন গদ্যগ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ ; (৫) পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকগুলির একটি বিজ্ঞানসম্মত তালিকা প্রস্তুত করণ ; (৬) এপিডায়স্কোপের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা ; (৭) পরিষদ্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি।

কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পরিষদের ঈদৃশ উন্নতি বিশেষ আশাপ্রদ হইলেও ইহার ভবিষ্যৎ এখনও সম্পূর্ণরূপে আশঙ্কাশূন্য বলা যায় না। পরিষদের সদস্যগণের বার্ষিক চাঁদার উপরেই পরিষদের সাধারণ ব্যয়নির্ব্বাহ নির্ভর করে। সুতরাং যে চাঁদা রীতিমত আদায় না হইলে, পরিষদের ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে অনেকে এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য মনে করেন না। ফলে অনেক টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য পরিষদ্ একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহার একটি ভিত্তিও সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। পরিষদের প্রত্যেক হিতৈষী বন্ধুকে এই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য আমি সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছি। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা এ বিষয়ে যত্নবান্ হইলে অচিরে লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব হইবে না। বঙ্গদেশে সহৃদয় সমর্থ দাতার অভাব নাই। আশা করি, তাঁহারা দেশের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করিতে মুক্তহস্ত হইবেন। ভগবান্ তাঁহাদের মঙ্গল করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৭ই শ্রাবণ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা